21. 2. 1900.
182. Nc. 900. 22.
AK2
T 10
B. 4
12/2/900

গুপ্ত-গাথা।

সং—১।

১৷৹

আমিন-প্রহসন।

B. D. Gupta.

শ্রীগিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত বি, এ,

প্রকাশক।

BENGAL LIBRARY
21. FEB. 19
WRITERS BUILDINGS

শকাব্দা ১৮২১।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

আমিন-প্রহসন।

সূচীপত্র।

				পৃষ্ঠা।
১ম দৃশ্য	...	...	আম্র-বন ...	১
২য় দৃশ্য	...	...	পাঠশালা ...	২৭
৩য় দৃশ্য	...	...	ব্রজধাম ...	৬৭
৪র্থ দৃশ্য	...	...	সহর কোটালের দরবার	৮৯
৫ম দৃশ্য	...	...	আমিনের দরবার ...	১১৭
পরিশিষ্ট	...	...	স্বরলিপি ...	১৭৯

182. Nc. 900. 22.

গুপ্ত-গাথা।

সং—১।

আমিন-প্রহসন।

শ্রীগিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত বি, এ,

প্রকাশক।

BENGAL LIBRARY
27. FEB. 19.
WRITERS BUILDINGS

শকাব্দা ১৮২১।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

IMPERIAL LIBRARY
9. AUG. 3.

ভূমিকা।

'আমিন-প্রহসন' একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হাস্যরসাত্মক কবিতা পুস্তক।* এই পুস্তকে প্রধানতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশীয় 'জরিপ-বন্দোবস্ত' ব্যাপারের রহস্যোদ্দীপক নানা অবস্থা ও রূপ কৌতুকপূর্ণ ভাব ও ভাষায় নানা প্রকারে চিত্রিত হইয়াছে। স্থূল বিষয়টী সার্ব্বজনীন না হইলেও, পুস্তকখানির কবিতাকৌশল, রচনা প্রণালী, কৌতুকাবলীর সরলতা, বিশুদ্ধতা, বিচিত্রতা ও মৌলিকতা প্রভৃতি গুণ, সকলের পক্ষে উপাদেয়, সুতরাং সকলেরই উপভোগ ও আদরের বস্তু—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্থূলতঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটকাকারে পাঁচটি "দৃশ্যে" গ্রন্থখানি বিভক্ত কিন্তু কোন দৃশ্যের সহিত অপর কোনও দৃশ্যের কিছুমাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক দৃশ্যে বিষয়, ভাব, ভাষা ও প্রণালী স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। সুতরাং প্রত্যেক দৃশ্যই পৃথক্‌ভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত হাস্যরসগর্ভ। ছত্রে ছত্রে,—বর্ণে বর্ণে,—যেন উক্ত রস পরিস্ফুট। আবার প্রথম হইতে শেষ দৃশ্যের দিকে পাঠক পাঠিকা যতই অগ্রসর হইবেন, নূতন রূপ, নূতন ভাব, নূতন ভাষা, নূতন হাসি ও নূতন কৌতুক লহরীর বিচিত্রতায় হৃদয় ততই মুগ্ধ হইতে থাকিবে।

প্রথম দৃশ্যে আম্র-বনে মন্ত্রণা আরাধনাদি যেমন কৌতুকাবহ, শাল-বনে ভীলললনা রূপিণী সখীগণের গীতাদি তেমনি স্বভাবসৌন্দর্য্যময়।

* কেবল ২য় দৃশ্য—পাঠশালায়, মধ্যে মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের গদ্যময় রচনা আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—পাঠশালার রহস্যকৌতুক যেমন অভিনবত্বময়,—তেমনি আবার বিচিত্রতা ও কৌশল পূর্ণ। তৃতীয় দৃশ্যে—ব্রজধামের সংকীর্ত্তনাদি যেমন শ্লেষকৌতুক ও হাস্যরসোদ্দীপক,—নর্ত্তকী ও ব্রজবালাগণের গীতাদি তেমনি রস-মাধুর্য্যময়। চতুর্থ দৃশ্যে—সহর কোটালের দরবারে আবার আর এক প্রকারের নূতনত্ব;—অনুসন্ধান, বিচার, রিপোর্ট, ইস্তাহার পাঠ প্রভৃতি সমস্তই যেন অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত —মের কৌতুকাবহ নূতনত্বে পরিপূর্ণ। পঞ্চম দৃশ্যে—আমিনের ..র আরও নূতন—আরও কৌতুকপূর্ণ;—ভাষা, ছন্দ ও রচনা ..লীতে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণের "ছড়া-গীতির" সরলতা ও ভাবিকতা;—অথচ উহার প্রত্যেক ছত্রে হাস্যকৌতুকরসের বিশুদ্ধ তরঙ্গ লহরী; বিচারাংশ—যেন আরও অপূর্ব্ব—আরও বিচিত্র—আরও কৌতুকাবহ! এইরূপে দৃশ্য গুলি সমস্তই হাস্যকৌতুকরসের সুকৌশল ও বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ; আর পুস্তক খানি উক্ত রসের কবিতা রাজ্যে এক অপূর্ব্ব, হৃদয়গ্রাহী অভিনব সৃষ্টি।

অথচ, পুস্তকখানিতে গ্রাম্যদোষ নাই, অশ্লীলতা নাই, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষপাতও নাই। হাস্যকৌতুক, রচনার অঙ্গ হইলেও তাহার মধ্যে গভীরতা আছে, লেখনীর স্থিরতা আছে, রচনার লালিত্য আছে। কবিতা অংশে গ্রন্থখানি যার পর নাই উপাদেয়। বঙ্গসাহিত্যের অধুনাতন কবিতা রচনা প্রণালীর উচ্ছৃঙ্খলতা ইহাতে নাই, অথচ সুর ও তালের সহিত ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ আছে। রচনাংশে লেখকের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়; এবং ছন্দ ও ভাষা প্রভৃতি যেখানে যেরূপ উপযোগী —সেখানে সেইরূপই নিয়োজিত হইয়াছে।

পুস্তক খানির রচনা কালে গ্রন্থকার ব্যাধি পীড়িত ও শয্যাশায়ী ছিলেন;—গ্রন্থারম্ভে 'হরিষে বিষাদ' প্রসঙ্গে তাহার আভাসও দিয়াছেন। 'বন্দোবস্ত' বিভাগের অমানুষিক পরিশ্রম ও অনিয়মই তাঁহার এই স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ,—এবং এ নিমিত্ত তিনি তিন মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন;—ইহারই মধ্যে এক মাস কাল, শুদ্ধ রাত্রিতে 'আমিন-প্রহসন' রচিত হইয়াছিল! রুগ্ন শয্যায় এরূপ অবস্থায়, হাস্য কৌতুকপূর্ণ কবিতাপুস্তক রচনা—নিতান্তই বিস্ময় জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা সত্য, এবং এই জন্যই লেখককে 'কবি' না বলিয়া থাকা যায় না।

বিষয়ের সংকীর্ণতা জন্য, লেখক পুস্তক খানি প্রকাশে একেবারে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহাতে এত অভিনবত্ব দেখিলাম—যে ইহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লেখক আমার কলেজের সহপাঠী একটি পরম বন্ধু—তাঁহারই অনুরোধক্রমে এক্ষণ তাঁহার—অন্য পরিচয় দিতে পারিলাম না। ইতি—

শ্রীগিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত, বি, এ,

প্রকাশক।

উপহার।

কুমার!—

যতনে জীবনে শুধু যা—র,
রাখা, বেদনা যাতনা দুখ ভা—র!
প্রেম-, তরল বিমল হিয়া হা—র,
সদা, নিরাশে হুতাশে দহে যা—র!

ভাই, যতনে পরাণে পুন যা—র,
ঝলে, উজল বিজলি হেম হা—র!
প্রেম-, সরোজ মনোজ ফুল যা—র,
মরি, তোমারি সাধেরি অধিকা—র!

ভাই, যতনে পরাণে তুমি যা—র,
দিলে, সরগ সপন সুখ সা—র!
যার, মুগধ দগধ হিয়া হা—র,
তুমি, সুষম কুসুম সুকুমা—র!

ধর, যতনে গোপনে আজি তা—র,
ইহ, চরিত রচিত উপহা—র!
সহ, নশ্বর অধর ফুলসা—র,
স্নেহ, ললিত কলিত ফুলহা—র!!

হরিষে বিষাদ !

কালের রণে, অধীর প্রাণে, টান্ যেন আর, সয় না!
হিয়ার তারে, অমন জোরে, সুরবাঁধা ভাই, হয় না!

বিজন বনে, কিসের তানে, প্রাণ যে খুঁজে পাইনে!
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, তাই বুঝি আর গাইনে!

পরাণ খু'লে, আপন ভু'লে, কেমন কো'রে হাস্‌বো!
হাসির ছলে, আঁখির জলে, কোন্ প্রাণে আর ভাস্‌বো!

ব্যাধির ছায়া, অধীর কায়া, ঘুম বল তায় পায় কি!
সুখের খেলা, মোহন মেলা, সপন দেখা যায় কি!

তাইতে ভাবি, হাসির ছবি, কেমন কো'রে আঁক্‌বো!
মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, কেমন কো'রে ঢাক্‌বো!

অধীর দেহে, আশার মোহে, সুখ যেন কেউ চায় না!
বেসুর মনে, বেসুর প্রাণে, আর যেন কেউ গায় না!

আমিন-প্রহসন।

সূচীপত্র।

			পৃষ্ঠা।
১ম দৃশ্য	... ...	আম্র-বন	... ১
২য় দৃশ্য	... ...	পাঠশালা	... ২৭
৩য় দৃশ্য	... ...	ব্রজধাম	... ৬৭
৪র্থ দৃশ্য	... ...	সহর কোটালের দরবার	৮৯
৫ম দৃশ্য	... ...	আমিনের দরবার	... ১১৭
পরিশিষ্ট	... ...	স্বরলিপি	... ১৭৯

আমিন-প্রহসন।

১ম দৃশ্য।

আ-ম্র-ব-ন।

[অশ্বত্থ বৃক্ষোপরি আসীন,—হনুমান
ও জাম্বুমান।]

হনুমান। কি ক'ব লাজের কথা, কারে কই মন ব্যথা,
পরিণামে হনু' হতমান।
লাঙ্গুলে অনল জ্বালি', গালে দিল চুণকালি,
কাল দোষে মনু' হনুমান॥
বৃথা ডালে চড়ি আমি, বৃথা লেজ ধরি আমি,
করি আমি বৃথা হুঁপহাঁপ।
বৃথা কলা খাই আমি, বৃথা সে ভ্যাংচাই আমি,
বৃথা আমি চ'লে দেই লাফ্॥
কে'টে গেছে তিনকাল, বাঁকি শুধু এককাল,
হেন হাল ছিল শেষ ভালে।
হা'ল ছে'ড়ে পালে পাল, পালিয়ে এয়েছি কা'ল,
চাল ছে'ড়ে বো'সে তাই ডালে॥
দে'খে শুনে সবাকার, দেহ যেন শবাকার,
হাহাকারে পূরিল গগন।

বিপদেরি পারাবার, কেঁদে আঁখি জবাকার,
কেবা কারে তরাবে এখন ?
বলে অরাতির দল, ছেয়েছে সকল স্থল,
দখল কোরেচে সব দেশ।
ছেয়েছে সে মাঠ ঘাট, ঘর বাড়ী হাট বাট,
আঁটি সাঁট দেখেছি বিশেষ ॥
কত মত জোট পাট, দিনে রে'তে লুট পাট,
ভোট ভাট ভেঙেচে এবার।
নেই আর কাণাকাণি, দুই দলে হানাহানি,
জানাজানি হোয়েচে সবার ॥
এ বাগানে আম বড়, সবে যেথা' হাম বড়,
নাম বড় কাম বড় তায়।
অরি কুল এসে হেথা, ধো'রে চুল নেবে মাথা,
যাব কোথা, একি দেখা যায় ?
জাম্বুবান। ওরে বাছা হনুমান, মনে হয় অনুমান,
দশানন এলো পুন ফিরে !
সাথে নিশাচর সেনা, সবলে দিয়েচে হানা,
বিনাশিলে মানা কেবা করে ॥
শুনেচি বাজারে আজ, বিশ হাতে করে কায,
তার সাথে ধো'রে মারে চড়।
দশ মুখে যত পায়, ধো'রে ধো'রে গিলে খায়,
হায় হায় বনেরি বানর ॥
ধান চা'ল ডা'ল ছোলা, কুমড়ো করেলা কলা,
দুই বেলা লুটে সবে খায় !

আর শোন যত নারী, বাক্‌সো বোঝাই করি',
গাড়ি গাড়ি ভো'রে নিয়ে যায় !!
গেল গেল কুলমান, শূলথানে শূলদান,
হনুমান কি করিবে এবে।
মিছে কেন অভিমান, শমনে ধোরেচে টান,
অপমান আরো কতো স'বে !!
বলী তুমি কপিরাজ, লাফ্ দিয়ে সাধ' কায,
কালব্যাজ আর কেন ভে'বে ?
না হ'লে মু-মুখ রণ, হবে না সে নিবারণ,
অকারণ কেন ভাব তবে ?

হনুমান। সে কি বল মহাশয়, মুমুকে কি রণ হয়,
হয় নয় দেখ দেখি গিয়ে।
বয়েস হয়েচে তায়, জরজর কর কায়,
গিলে খায়—শুনে কাঁপে হিয়ে ॥
কাজ নাই হাতাহাতি, মিছে হবে মাতামাতি,
রাতারাতি চুরি করে যাই।
লেজে যে আগুন জ্বলে, লাগিয়ে তাদের চালে,
ডালে ডালে লাফিয়ে পলাই ॥

জাম্বুবান। গে'ছে দেখি বুড়ো হো'য়ে, বোধ শোধ লোপ পে'য়ে
খে'য়ে খে'য়ে বনেরি বেগুন !—
তাদের কি আছে চাল ?—আশমানে ঝোলে পা'ল
বুল কোথা ধরাবে আগুন ?
ওঠো যদি দড়া ধো'রে, বোসবে কেমন কোরে,
উচুঁ বঁশে—ফলা আছে তায় !

ঘুমায় না দিন রা'ত, হয় যদি মুলাকাৎ,
চিৎপাৎ করিবে কথায় !!
ঠেকেচি বিষম দায়, না দেখি কোন উপায়,
প্রাণ যায় অকুল পাথারে !
অই আসে সেনাপতি, উজল বানর কাঁতি,
দেখা যা'ক উপায় কি করে !!

[এক পার্শ্ব হইতে সুগ্রীব, বিভীষণ ও মর্কটগণ ও অপর পার্শ্ব হইতে ভগ্নদূতের প্রবেশ ; এবং ডালে ডালে উপবেশন।]

ভগ্নদূত। ডাণ্টা খেয়ে, জান্‌টা নিয়ে, পালিয়ে এলুম তাই !
দিন দুকুরে, কান্‌টা ধো'রে বোল্‌চে তোরে খাই' !!
ধো'রে ধো'রে, এক এক চড়ে কো'রে ফেল্‌চে খুন !
গোটা গোটা, গিল্‌চে সবে এম্নি তাদের গুণ !!
না পালালে, কালের মুখে, সোর্‌বে শুধু জান !
কাজ নেই এ চাকুরি বাবা, যমের সাথে টান !!

সুগ্রীব। একি কথা বল দূত, কি শুনালে অদ্ভুত,
কেন কেন ছাড়িবে চাকুরি ?
কেমনে গোঙাব আমি, এ বিপদে যদি তুমি,
ফে'লে দাও মাথার পাগুড়ি !!
আমি যেবা-নরপতি, তুমি মোর চির সাথী,
ফোলে ছাতি, হেরে তুয়া মুখ।
তোমারি পাগুড়ি জোরে, রাজার আসন মোর্ এ,
তোমা তরে, করি এত সুখ্॥
তুমি আমি হনুমান, বিভীষণ জাম্বুবান,
পঞ্চহিত এই পাঁচ জন।

আমরা থাকিতে হেথা, কেবা কার নেয় মাথা,
বল বল আর বিবরণ॥

ভ-দূ। বোলবো কতো, বনের বাঁদর, কাগজ দিয়ে বাঁধচে।
ধো'রে ধো'রে, হাতে পায়, শেকল দিয়ে ছাঁদচে॥
কাটের ভেতর, শিশের ফলা, ধেনুক দিয়ে হানচে।
কলম দিয়ে, কাট্‌চে গলা, কাটা মাথারা কাঁদ্‌চে॥
মাগা মুচি, হাড়্‌মা চাচা, সবাই হোথা' বোল্‌চে—
মালিক ছুটো, মোটা সোটা, গোটাগোটা গিল্‌চে॥

সুগ্রীব। কি উপায়ে হবে রণ, বল বল বিভীষণ,
জাম্বুবান, হনু মহাশয়!

হনু। ভয় হয় কাছে যেতে, ভ্যাংচাবো গাছে হো'তে,
স্থির তায় হবে রণজয়!!

সুগ্রীব। বল দূত—তারপর?—

ভ-দূ। আর কত হয় সহি!
উ'ড়ে এসে, জু'ড়ে বো'সে, লুটচে মোদের রাজ্যি!!
চা'ল ধান, ফেল্‌চে খেয়ে, ঠিক একদল দস্যি!
পঙ্গপালে, খাচ্চে যেমন, দেশের যত শস্যি!!
দুর্ভিক্ষি লাগলো দেশে, নেই আর তায় ভুল!
কালের দোষে, সর্ব্বনে'শে—বাধলো বুঝি হুল!!
লাখের লাখ, ঝাঁকের ঝাঁক—বরিন চলে যাচ্চে!
যেতে যেতে, পথে হোতে, আবার ফিরে আসচে!!
দক্ষ নামে, মানুষগুলো তায় দিয়েচে যোগ;—
বানর গুলো', দিশেহারা, কোরচে শুধু শোগ॥

সুগ্রীব। (অশ্রু মুছিতে ২) অহো!—
না পারি শুনিতে আর, বানরের দুখভার,
দক্ষনামে বিষ বরিষণ!

বিভীষণ। কেঁদোনা কেঁদোনা আর, দূর হবে ব্যভিচার,
অবতার হোয়েচো যখন॥

সুগ্রীব। বলদূত,—তারপর?—

ভ-দূ। দেখ্‌নু আঁরো রঙ্গ।
বানরগুলোও, ধোকায় পো'ড়ে, রণে দিচ্চে ভঙ্গ॥
বোল্‌বোকি আর, হুজুর মালিক, রাগে জ্বোল্‌চে অঙ্গ।
লাখে লাখ, কপির ঝাঁক, নিচ্চে তাদের সঙ্গ॥
গোটা দুচ্চার, ধো'রে বেঁধে, নিয়ে এয়েচি হেথা।
দুখের চোটে, কাঁদ্‌চে সবাই, হেট কোরে অই মাথা॥
চা'র চারটে, কাঁদ্‌চে বাঁদর, বুঝ্‌চো দেশের হাল।
হাজার হাজার, আরো কত, হোচ্চে নাজেহাল॥
বল্‌না বেটা, আমার কাছে, বো'লে কি তখন এলি।
কেমন কো'রে ধো'রে ধো'রে, দিচ্চে তোদের বলি?

১ম বানর। হুজুর-মালিক, বল্‌চি শোন, যা এসেচি শি'শে,—
বাঁচা মোদের, দায় হোয়েচে, যম বোসেচে বুকে।
বুকে বো'সে, ছিঁড়্‌চে দাড়ি, কো'চ্চে হাড়ির হাল।

২য় বানর। কালের দোষে, হাল ছেড়েচি, আর ছেড়েছি চাল॥

৩য় বানর। গোয়া'ল ঘরে, বাসা দিয়ে, ভঁইস বাঁধা হয় না।
বিনি কাঠে, রাঁধ্‌তে নীরে, আরতো মোদের সয় না॥
কুশ্‌খি'র ডাল, রাঁধ্‌বে যদি, চাই আবার তায় নুন।
রেড়ির তেলে, হয়না খাওয়া, এমন তাদের গুণ॥

৪র্থ বানর। কচু কুমড়ো, কাঁচকলা, আর বাঁদরে পায়না।
হাটের পথে, আগে হো'তে, দিয়ে রাখ্‌চে বায়না॥
১ম বানর। কাড়া খাচ্চে, ঘোড়া খাচ্চে, আর খাচ্চে হাতী।
বাঁদর দেখেই, দু পা তু'লে, বুকে মারচে লাথি॥
তবুতো, বেহায়া বাঁদর হাজার হাজার তায়,—
লুটি পুটি, গুটি গুটি, থাক্‌চে পো'ড়ে পায়॥
মন্তরে সব, বশ কোরেচে, বোল্‌তে এলুম তোকে,—
চা'র জনাতে তাইতে শুধু, কদিন ধো'রে শি'খে॥
২য় বানর। ঘুষ্‌ দিতে চাই, তবু তারা, কো'রে দেয় না কাজ।
আমার জমি, আমার নামে, লিখ্‌লে নাক আজ॥
একলা পেয়ে, বনের ধারে, মেরেচি মাল্‌সাট্‌।
চুপ্‌ কোরে তাও, চো'লে গেল, এম্নি তাদের আঁট॥
৩য় বানর। রোল্‌বো কি আর, গাছের ডালে, বৌঝি রাখা দায় হো'লো।
লাফ্‌ দিয়ে সব, কাঁধে চড়ে, কোর্‌বো কি উপায় বলো॥
এইতো সেদিন, বহিন আমার, কোরলে কত কারখানা।
ঘর ছেড়ে শেষ বেরিয়ে গেল, পেয়ে একখান চারখানা।
ভ-দূ। বুক্‌ ফেটে যায়, হুজুর মালিক; আরো কতই খেল্‌,
দেখে দেখে, চোখে আমার, বিঁদ্‌চে শুধু শেল।
আছে হেথা, নোতুন বয়েস, যতেক অঙ্গনা।
ঘরে বাইরে, তাদের তরে, সবাই বারাঙ্গনা॥
তাদের নিয়ে, গাঁয়ে গাঁয়ে, হোচ্চে কতো রং।
মেয়ে গুলোও, তাদের তরে, কোরচে কতো ঢং॥
তাইনা দে'খে, ভ'্যাপ্সার দলে, কাঁদ্‌চে উভরায়।
পাকা ধানে, মই দিলে কি, প্রাণে সওয়া যায়?

দেখ্‌চি কতো, এরির তরে, হোচ্চে শুধুই খুন।
খুন্ হোয়ে ফের, বেঁচে ওঠে, এম্নি খুনের গুণ॥
বোন্ বৌ, ঝির্, বিরহে যে, অঙ্গ হলো ছাই।
আর কতদিন দেখ্‌বো চে'য়ে উপায় করা চাই॥
আইন বলে, আখতা হো'লে, অরাতির পাল।
সবাই বাঁচে, সকলদিকে, ঘোচে এ জঞ্জাল॥
রাক্ষস নর, এক হোয়েচে, বানর শুধু অরি।
হুজুরেরা চাকর হোয়ে, সৈ'তে কি আর পারি?

সুগ্রীব। (ক্ষণমৌনের পর দন্ত ঘর্ষণ ও উল্লম্ফন্ পূর্ব্বক)
বানরতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,—
কে বাঁচিতে চায়?
নরত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,—
কে পরিবে পায়?

বানরগণ। বাং বাং!

সুগ্রীব। কোটিকল্প নর থাকা নরকের প্রায় রে,—
নরকের প্রায়!
দিনেকের বানরতা স্বর্গ সুখ তায় রে
স্বর্গ সুখ তায়!!

বা-গ। হুঁপ্—হুপ্॥

সুগ্রীব। অই শোন, অই শোন, শেকল আওয়াজ রে,—
শেকল আওয়াজ!
ধর ধর, পর পর, কর রণসাজ রে,—
কর রণসাজ!!

বা-গ। হুঁপ্, হুঁপ্, হুর্‌রে!!

সুগ্রীব। পশ্চিমে উদিলে ভানু, তাও কিবা হয় রে,—
তাও কিবা হয় ;—
মানবের দাস হবে, বানর তনয় রে,—
বানর তনয় ?

বা-গ কা—কা !!

সুগ্রীব। বানর তনয় হো'য়ে—কি ভয় কি ভয় রে,—
কি ভয়, কি ভয় ?
বচনের বিষবাণে, রণে হবে জয় রে,—
রণে হবে জয় !!

বা-গ। (হুঁপ —হাঁপ,—দশন ঘর্ষণ ইত্যাদি)

বিভীষণ। (সুগ্রীবের হস্তধারণ পূর্ব্বক)

আরে আরে একি জ্বালা, ভেবেছ কি পাকা কলা,
পু'রে গলা খাবে কুপকাপ ?—
গেলে সে সু-মুখ রণে, ঘুরিবেনা প্রাণে প্রাণে,
মানে মানে—ছাড় হুঁপ হাঁপ !!
দেহে মেনে জর বড়, বুক যেন জড়সড়,
ডর বড় পেয়েচি বিশেষ !
আপনার জন ছেড়ে, তোমারে আশ্রয় কো'রে,
আছি ধো'রে, বহুরূপী বেশ !!
যার আমি খাই নুন, তোমা তরে কালিচুণ,
দেই তার মাখাইয়ে গালে !
হো'লে তব দরকার, করি আমি ডর কার,
আগুন দি'তে পারি চালে !!

এই গুণে কার্য্যভার, ঠিক যেন রাজ্যভার,
দিয়েচ আমায় তোমা সবে।
তাই বলি শোন কথা, ছাড় রণ রাখ মাথা,
পরাজয় তায় হো'তে হবে॥
আছে অতি সদুপায়, ছলে বলে হবে তায়,
অনায়াসে করম সাধনা।
অরাতি নাশের বর, মে'গে লও কড়াকড়,
করি' বুঙ্গী বুঙ্গা আরাধনা॥

সুগ্রীব। শোন সবে সভাজন, নিতা মোর বিভীষণ,
যে বচন বলিলা সভায়।
অরিও মরিবে কলে, ধরম্‌ও হইবে ফলে,—
দুই দিক্‌ই রহিবে বজায়॥
এসো তবে দিয়ে লাফ্‌, নেবে যাই দুপদাপ,
হুঁপ হাঁপ কোরোনা এখন।
দাকাজুম হবে পাছু, এসো এসে হাঁকু পাঁকু,
করি বুঙ্গা বুঙ্গী আরাধন॥

[সকলের অবতরণ ও পূজার থানে—আগমন]

সুগ্রীব। (কৃতাঞ্জলিপুটে—ভক্তিভাবে)
জটিল-কুটিল-নেত্রে, কৃষ্ণকায়ে কদাস্যে!
মহিষ-পরশ-গাত্রে, নষ্টদন্তা সহাস্যে!!
বিরল-ধবল-কেশে. দেহি গো শক্তি অঙ্গে!

সকলে। পামর-বানর-দাসে ত্রাহি মা-দেবী বুঙ্গে!!

সুগ্রীব। মহুয়া-মাকই-তুণ্ডে, নগ্নদেহে বিশীর্ণে!
তাড়িয়া-হাঁড়িয়া-গণ্ডে ভগ্নগেহে সগর্ব্বে!!

গোবর-টুকরি-হস্তে, আসরে এহি রঙ্গে !

সকলে। চরণ'-পরি নমস্তে, বানরে পাহি বুঙ্গে !!

সুগ্রীব। বিচন-ধুচুনী-কক্ষে, শাল বৃক্ষাসনস্থে !

উরগ-মোরগ-ভক্ষে, তালবক্ষে নমস্তে !!

বনগ-বিহগ-পক্ষে, পল্লবে শোভিতাঙ্গে !

সকলে। কর গো কর গে গা রক্ষে, বানরে মাত বুঙ্গে !!

সুগ্রীব। উরগো উরগো বৃক্ষে, ফাফরে পুত্র সর্ব্বে !

হেরগো হেরগো চক্ষে, পামরে গর্ব্ব খর্ব্বে !!

মরিগো মরিগো দুঃখে, কাতরে দেহ—ভঙ্গে !

সকলে। মারিগো মারিগো রক্ষে, বানরে পাহি বুঙ্গে !!

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম]

[সুগ্রীব চামর লইয়া, ও অন্যান্য বানর রামায়ণের তালে ও সুরে নাচিতে নাচিতে।]

সুগ্রীব। জয় রে জয় বোঙ্গা—বুঙ্গী।

প্রণমি চরণে রে'খে, শালপুয়ানির ঠুঙ্গী। ধ্রু ॥

সকলে। (দোহারি)

জয় রে জয় বোঙ্গা বুঙ্গী।

সুগ্রীব। বোঙ্গাপাশে মৃদু হাসে, বুঙ্গী অবতার।

(জয় রে জয়—)

আঁধার চিবুকে কিবা, দশনের সার।

সকলে। জয় রে জয়—ইত্যাদি। (এইরূপ শেষ পর্য্যন্ত)

সুগ্রীব। বোঙ্গা কিবা পুরুষ, যে বুঙ্গী যার নারী।

বোঙ্গা বুঙ্গী রূপ গুণ, বুঝিতে না পারি ॥

(জয় রে জয়—)

কেমনে বর্ণিব আমি, লেগে গেছে ধাঁধা।
বোঙ্গা যেন ঘন শ্যাম, বুঙ্গী তায় রাধা॥
(জয় রে জয়—)
নেশা খেয়ে, বোঙ্গা শুধু, ডমরু বাজায়।
পাহাড়ের মেয়ে বুঙ্গী, কোঁদল ঘটায়॥
(জয় রে জয়—)
দেখে শুনে, তাই ধাঁধা, লেগে গে'ছে মনে।
কেমনে পূজিবে তোমা, দীন অভাজনে॥
(জয় রে—)
কি দিয়ে পূজিব মাগো, বলি নাহি মিলে।
মুরগী হোরেচে দেশে, রসদের ঠেলে॥
(জয় রে—)
পরম ভোগে তা লাগে, তায় দুখ নাই।
কচু মুলো কচু কলা, কাঁচা যদি পাই॥
(জয় রে—)
এ সবো যে লুটে নিলো, অরাতির দলে।
কি দিয়ে পূজিব মাগো, ফলে কিম্বা মুলে॥
(জয় রে—)
তাই কহি, কর জোড়ে, ন্যাজ্ তুলি' মাথে।
নিজ গুণে দয়া কো'রে রাখ চরণেতে॥
(জয় রে—)
রাঁধা ভাত, যেন আরব্ খে'য়ে যায় কাগে।
বেড়া ভেঙে, যেন তাদের, [illegible] যায় বাঘে॥
(জয় রে—)

যেন তারা, আধ পেটা, খে'তেও না পায়।
মার্‌লেও যেন তারা, যে'তে নাহি পায়॥
(জয় রে—)

ঝড়ে জলে শীতে বাতে গরমেরি চোটে।
লুকা'তে সে মাথা যেন, কুঁ'ড়ে নাহি জোটে॥
(জয় রে—)

খে'তে যেন, মোটা চা'ল তাও নাহি মিলে।
চে'লের সাথে ডা'ল চে'লে যায় যেন জেলে॥
(জয় রে—)

ক্ষিদে পে'য়ে খায় যদি বানরের খেত।
দেখো যেন ঘন ঘন পিঠে পড়ে বেত॥
(জয় রে—)

বানরের সনে যদি, কহে উঁচু ভাষ।
তব বরে তবে যেন, হয় ভিটানাশ॥
(জয় রে—)

বানরের পায় যদি, নাহি দেয় তেল।
তব বরে, যেন তারা, যায় তবে জেল॥
(জয় রে—)

[প্রত্যেকের মস্তকে চামর দিতে দিতে]
জাম্বুবানে রে'তে দিনে, দিও মা গো বর!
চালের উপরে সদা থাকে যেন ঘর!!
(জয় রে—)

কল্যাণ কুশলে মা হনুরে দিও বর!
কলা যেন মিলে তারে যুগ যুগান্তর!!
(জয় রে—)

বিভীষণে গোপনে তুমি গো দিও বর!
লঙ্কায় রাজত্বি করে যুগ যুগান্তর !!

(জয় রে—)

ভগ্নদূতে সতত তুমি গো দিও বর!
লাঙ্গুল কুশলে থাকে, যুগ যুগান্তর !!

(জয় রে—)

আর যতো আছে মা গো বনেরি বানর!
কল্যাণ কুশলে রে'খো যুগ যুগান্তর !!

জয় রে—)

আমিনেরে বর মাগো দিও চিরদিন,—!
যুগে যুগে থাকে যেন, মাঠেরি আমিন !!

জয় রে—)

কল্যাণ কুশলে মা সুগ্রীবে দিও বর!
চা'র যুগ থাকে যেন বনেরি বানর !!

(জয় রে জয়—ইত্যাদি)

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।]

পট পরিবর্ত্তন।

শাল-বন।

জাহির থান।

[ভিল ললনাগণের নাচের সজ্জায়, সখীগণ সহ সারি সারি তালে তালে
পা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে, ও তাহাদের সুরে গাহিতে
গাহিতে, বুঙ্গীর প্রবেশ বা আবির্ভাব। বোঙ্গা
কর্ত্তৃক সনৃত্য মাদল বাদ্য এবং ভূতগণ
কর্ত্তৃক বংশিবাদন ও নৃত্যাদি]

বুঙ্গী*। তাল গাছে, তালচটা, দেয় না কেনে রা ;—
ব,-নেরি মাঝে,—
ঝিম্ ঝিম্, কোর্‌চে কেনে গা !! ধ্রু॥
কদিন্ ধো'রে, খায়নি পানি,—মোরগেরি ছা ;—
ব,—নেরি মাঝে,—
ঝিম্ ঝিম্,—কোর্‌চে কেনে গা !!
বেড়াল কাঁদেনা চালে, চীলা যে বসেনা ডালে,
কাগ্ আর করে না কা-কা ;
গা,—ছেরি ডালে,—
ঝিম্ ঝিম্—ইত্যাদি॥
কাড়াটো ছুঁলেনা দানা, ছাগল্ আ'জ্ দুধা দিলেনা,
হু হু,—বোচ্চে পো'ছে বা ;—
পা,—হাড়ের ধারে,—
ঝিম্ ঝিম্—ইত্যাদি॥

বল্‌দা আর বুড়ো মেড়া, দেয়না কেনে শিং নাড়া,
খুরে তায়,—হোচ্চে ক্ষেনে ঘা ;—
আজ্‌—কদিন হোতে,—
ঝিম্‌ ঝিম্‌—ইত্যাদি ॥

কাঁদে কেনে শুওর ছানা, বনের মাঝে ডাকৃছে দানা,
ডরে তাই, কাঁপ্‌ছে তাদের মা ;—
আ'জ ক'দিন হো'তে,—
ঝিম্‌ ঝিম্‌—ইত্যাদি ॥

সখীগণ। আলো সখি, জল্‌ আন্‌তে, একা যেওনা—
বাঁ,—ধেরি ধারে,
কখনো,—একা যেওনা !! ধ্রু।

বনের মাঝে, আমিন আছে, লাগ্‌বে তাদের বা,—
তোর,—হিয়া পরে,—
বলি তাই,—একা যেওনা—!!

মহুয়ার ফুল, ঝো'রে পড়ে, মাকই ফোটেনা,—
তা,—দেরি বায়ে,
বলি তাই,—একা যেওনা—!!

কোঁচ্‌ড়া গজায়না গাছে, লাগ্‌লে তাদের বা,—
ঐ,—বনের মাঝে,
বলি তাই,—একা যেওনা—!!

আলো সখি, জল্‌ আন্‌তে, একা যেওনা—
বাঁ,—ধেরি ধারে,
কখনো,—একা যেও[illegible]!! ধ্রু।

ছুচ্‌কো বাণ, উথ্‌'লে ওঠে, লাগ্‌লে তাদের বা,—
তাই,—বলি তোরে,
কখনো,—একা যেও না—!!
আলো সখি, পাত্‌ তুল্‌তে, একা যেও না—
ব,—নেরি মাঝে,
কখনো,—একা যেও না!
বনের পাতা, শুকিয়ে যায়, লাগ্‌লে তাদের বা,—
তাই,—বলি তোরে,—
কখনো,—একা যেও না—!!
আলো সখি, ফুল তুল্‌তে, একা যেও না,—
ব,—নেরি মাঝে,
কখনো,—একা যেও না—!
কামিনীর ফুল, ঝোরে যায়,—লাগ্‌লে তাদের বা,—
তাই, বলি তোরে,—
কখনো,—একা যেও না—!!
নেচে নেচে, আয়লো তু'লে,—তালে তালে পা,—
ব,—নেরি মাঝে,—
কখনো,—একা যেও না—!
টলে না চরণ যেন সই,—লে'গে তাদের বা,—
ব,—নেরি মাঝে,
কখনো,—একা যেও না—!!

বুঙ্গী। পা কেনে টো'লে যায়, মন কেনে জ্বো'লে যায়,
খাঁ খাঁ,—হিয়ের ভিতর হায়,—
আ'জ্‌, ক'দিন হো'তে! ধ্রু।

পাহাড়ে উঠিরে যদি, তার উপরে নিরবধি,
হু হু,—বোচ্চে শুধু বায়,—
আ'জ,—ক'দিন হো'তে ॥
বনের ভিতরে যাই, সেথাও তো সুখ নাই,—
মড়্ মড়্—শুক্না পাতা তায়,—
আ'জ্,—কদিন হোতে।
যাই যদি বাঁধেরি কাছে, সেথা আরো বুকে বাজে,—
বাঁধের্ জল্,—শুকায়েছে হায়,—
আজ্,—কদিন হোতে ॥
তার সাথে অই নদী জোড়, হোয়ে আছে দুখে ভোর,
জলের্ সোত্,—বালিতে শুখায়,—
আজ্,—কদিন হোতে।
ঘরে যদি ফিরে যাই, সেথাও তো সুখ নাই,
বুড়োটা,—মাদল বাজায়,—
আজ্,—কদিন হোতে ॥

ব্রোঙ্গা। হো হো!—
মাদল বাজাইরে মাদল বাজাই ॥
বুঙ্গীর প্রেমে হোয়ে ভোর, নেশাতে মেজাজ ঘোর,
তার্ সনে,—কোঁদল বাড়াই।
ঐ চরণে সোঁপে জি,—ঐ চরণ্ই পেয়েছি,—
পায়ে তাই,—পরাণি [illegible]াহ ॥
জানিনেকো বুঙ্গী বই,—বুঙ্গী যে পরাণ সই,
বুঙ্গী রূপ্,—সতত ধেয়াই।

বুঙ্গী বারি আমি মীন, বুঙ্গী রাৎ আমি দিন,
তাই বুঙ্গীর,—চরণে বিকাই ॥
আমি শ্যাম বুঙ্গী রাধা, বুঙ্গী দিদি আমি দাদা,—
আমি বাপ,—বুঙ্গী মা সদাই।
বুঙ্গী যে পাহাড়ে মেয়ে, যা পায় তাই ফেলে খেয়ে,—
তাই আমি,—ডরে তার লুকাই ॥

বুঙ্গী। রাখ রাখ, রসের কথা, অতো কো'রে নেচোনা,—
লাগ্‌বে,—বসুমতীর গায়।
মাদলে বেতালা কাঠি,—অতো জোরে মেরো না,—
আকাশ যে,—ফেটে যাবে হায় ॥
হাঁড়িয়া ধুতুরা গাঁজা,—অতো কোরে খেও না,—
বিষে ঐ,—জোরে যাবে কায়।
কাজের কথা ভুলে শুধু,—নেশার ঝোঁকে থেকোনা—
ভোলানাথ্,—বোল্‌বে লোকে তায় ॥

বোঙ্গা। হাজার হাজার কাজের কথা,—আমায় বলিস্ কি,—
বুঙ্গী,—শোন্ পাহাড়ের ঝি।
কোর্‌তে কিছু, তোরে ছেড়ে, আমি জানি কি,—
বুঙ্গী,—শোন্ পাহাড়ের ঝি ॥
মার্‌তেও তুই, রাখ্‌তেও তুই, আমি তো সাথী,—
শুধু,—শোন্ পাহাড়ের ঝি।
চিরকাল্‌টা, নেশা আমি, কোরে এসেছি,—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি ॥

চিরকাল্‌টা নেশার ঘোরে, পো'ড়ে রোয়েছি—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি।
চিরকাল্ তোর, রাঙা পায়ে, ধো'রে রোয়েছি,—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি॥
চিরকাল্ তোর কালের বশে কালা হোয়েছি—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি।
চিরকাল্ তোর প্রেমে ভু'লে, ভোলা হোয়েছি—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি॥
তাই বলি আর কাজের কথা, আমায় বলিস কি—
বুঙ্গী, শোন্ পাহাড়ের ঝি।
কোর্‌তে বো'সে—থাস্‌নে যেন, বোল্‌বো তোরে কি,—
বুঙ্গী,—শোন্ পাহাড়ের ঝি॥

বুঙ্গী। শোন্ বোঙ্গা, ক'দিন ধোরে, হয়নি চো'খে নিন্—
দেশে যে,—এসেচে আমিন্॥
তাইতে যত, বনের বানর, নিয়েচে শরণ,
হো'লো তাই,—হিয়া উচাটন॥
ধনে প্রাণে, মার্‌তে তারা, আমিন্‌দলে চায়,—
ঐ বুঝি,—ডাক্‌চে উভরায়॥
সব্ কথা তো জান বোঙ্গা যে ভাবে যা চায়,—
সকলে,—তখনি তা পায়॥
আমিন দলে, কেউতো আমার [illegible]জো করেনি,—
আমি যে, তাইতে রেগেছি॥
তাইতে আমার, কদিন হোতে হিয়া উচাটন,—

খাঁ খাঁ, কোর্‌চে যেন মন ॥
সাধের আমার, বনের বানর, কাঁদচে কত অই,—
বল্‌, বোঙ্গা, কেমনে তা সই ?
চলো তবে, আমিন নিয়ে—কোর্‌বো এমন খেল,—
বুকে যায়, বাজে তাদের শেল ॥
নানা মতে, দুজনাতে দেবো তাদের দুখ,—
বানরে,—পায় যেমনে সুখ ॥
তার পরে, সবারি ঘটে,—হবে শেষে যা'—
কারে' বো,—লোনা এখন তা' ॥

সখীগণ। পাহাড়ে উঠেচে আমিন, ভয়েতে ছুটেচে হরিণ,—
দে'খে তার্‌,—মাথারি ছাতা।
দেখ দেখ সখি তায়,— লেগে সে চাদরের বায়,—
কাঁপে অই,—গাছেরি পাতা ॥
পা'য়ে জুতো, জামা গায়, বনে বনে চো'লে যায়,—
কাঁপে তায়্‌,—মরমের ফুল।
আ'লো সখি বল তায়, যেন এদিকে না চায়,—
খু'লে তায়্‌,—যাবে এলো চুল ॥

বুঙ্গা। শোন বোঙ্গা সমাচার, মিছে কেনে দেরি আর,—
গোপনে,—সাধি চল কাজ।
শীতে বায়ে জলে ঝড়ে. নিয়ে যাব সাথে কো'রে,—
সকলে,—ধো'রে [illegible] সাজ ॥
শী-তে কাঁপাব আমি, গরমে পোড়াবে তুমি,—
ঝড়ে উ-ড়াবো তাঁদের বাস।

ধূ-লো মাখাবে তুমি, কাদায় ফেলিব আমি,—
কাঁটাতে,—ছিঁড়ে দেবো বাস ॥
দি-নে খাটাবে তুমি, রা-ত্ জাগাবো আমি,—
ঘানি ঘোরাবো দিন রা'ত।
রো-দে ভাজিবে তুমি, জ-লে ভিজাবো আমি,
দেবোনা, তবু পেটে ভাত ॥
চা-ল্ যদি দেও তুমি, ডা-ল্ না দেবো আমি,
ভেজাবো,—রাঁধ্‌বার কাঠ।
ভা-ত রাঁধাবে তুমি,—কুকুরে খাওয়াবো আমি,
যখনে,—যাবে তারা মাঠ ॥
হা-তে বাঁধাবে তুমি, জা-ত মারিব আমি,—
খাওয়াবো,—বানরেরি ভাত।
কা-জ ফাঁসাবে তুমি, ধরম খো'য়াবো আমি,
বে'—দেবো বানরেরি সাথ ॥
কা-ণ মলিবে তুমি, ঘা-নি ঘোরাবো আমি,—
দেওয়াবো,—পায়ে শুধু তেল।
তে-ল না দিলে পায়ে, খ্যাপাবো বানর ছায়ে,—
পাঠাবো, ধো'রে ধো'রে জেল ॥
গা-ড়ি ঠেলাবে তুমি, চৌ-কি দেওয়াবো আমি
যেন না, রেতে' হয় ঘুম!
মা-টি কাটাবে তুমি, মজুরি না দেবো আমি,
লাগাবো, তবু কড়া হুম!!
চ-ড় খাওয়াবে তুমি, লা-থি মারিব আমি,
দেবোনা, দিতে তবু রা'!

বে-ত মারিবে তুমি, যে-তে না দেবো আমি,
শেকলে, বেঁধে নেবো পা !!
ঘা-ড় ভাঙ্গিবে তুমি, লো-হু চুষিব আমি,
যদি কেউ, উঁচু করে ভাষ!
মা-থা খাইবে তুমি, কলিজা খাইব আমি,
তার সাথে, কোর্‌বো ভিটা নাশ !!
যদি তারা চায় হিত, বানরের রীতি নীত্‌,
শেখাবো, বান্দুরে চাতুরি !
রে'খে বানরের দেশে, বানর বানাব শেষে,
করা'য়ে,—বান্দুরে চাকুরি !!
শোন বোঙ্গা বলি তাই, চল চল যাই যাই,
দেখিগে—হো'চ্চে কত দূর !
আসরে নামিলে আমি, মাদল বাজাবে তুমি,
দেখো, ভা-ঙ্গেনা যেন সুর !!

সখীগণ। [দুই দলে বিভক্ত হইয়া]

১ম দল। যাস্‌নে সখি, পাহাড় ধারে, তম্বু পোড়েচে,—
সেথা,—আমিন এসেচে !!
রাখ্‌ বনে ঐ, নদীর ধারে, সায়েব এসেচে,
সেথা,—তাম্বু পোড়েচে !!

২য় দল। হো'লনা আ'জ ধান কাটা, মাঠে দেখি বড় ঘটা,
জরিপের,—শৈ[illegible] নেমেচে !
নুন তেল খেঁসারির ডা'ল, তার সঙ্গে মোটা চা'ল,—
আমিনের,—সিদে লেগেচে !!

১ম দল। কাপড়ের ঘর, দড়ির জোরে, বেঁধে রেখেচে—
হোতা,—তামু পোড়েচে !
কাপড়ের চাল, আস্মানে ঐ, ঝুঁলে রোয়েচে,—
হোতা,—তামু পোড়েচে—!!

২য় দল। গোয়া'ল ঘরে দিয়ে বাসা, কেম্নে করি যাওয়া আসা,
তায়্ আবার্,—হাওয়া উঠেচে !
ভেবে সখি হোলেম খুন, রে'তে আমার হয়নি ঘুম,
আমিন আজ্,—ছুধা চেয়েচে !!

১ম দল। দেখ্লো সখি, তামুর চালে, পাখি বোসেচে,
হোতা,—তমু পোড়েচে !
চালের ভিতর, আমিন বুঝি, ঝুঁলে রোয়েচে,—
হোতা,—তমু পোড়েচে !!

২য় দল। শীতের বায়ে কণকণি, শেকলের তায় ঝন্ঝনি,
আমিনে,—মাপ্তে গেল মাঠ্ !
চল্না সই চো'খে চো'খে,—জরিপ কর্‌া দে'খে দে'খে,
এই বেলা, কো'রে আসি হাট !!

১ম দল। গাঁয়ে গাঁয়ে বনের ধারে, আপিস লেগেচে—
তাইতে,—তমু পোড়েচে !
জাঁক জমকে, যেন চো'খে,—ধাধাঁ ধোরেচে—
দেখ্ সই,—তমু পোড়েচে !!

২য় দল। মাঠ মাপে ঘাট মাপে, পাহাড় জঙ্গল মাপে,—
উঠেচে,—জরিপেরি বা—!
যাস্‌নে সই যাস্‌নে কাছে, মনের ভুলে আমিন পাছে,—
মেপে নেয়,—তোর ও নধর গা !!

উভয় দল। [একত্রে]
তাঁবুর কাছে, আমিন আছে, দেখ্‌তে যদি যাবি লো,
পো'রে নে,—কাণে ফুলের দুল !
বুকের উপর, এলো চুল,—কেমনে দেখাবি লো,—
দাঁড়িয়ে,—বেঁধে নে তোর চুল !!
তম্বুর কাছে, আমিন আছে, তায় যদি ভোলাবি লো—
গুঁ'জে নে,— খোপায় রাঙা ফুল !
কদম ফুলের থোবা ধো'রে, এম্নি দোলাবি লো,—
জরিপে,—হয় যেন তার ভুল !!

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

আমিন-প্রহসন।

২য় দৃশ্য।

পাঠ-শালা।

[বেত্র হস্তে পণ্ডিত মহাশয় আসীন]

কলরব। আমরা ইতস্ততঃ—।*
পাখি সব করে রব,—
তিন চৌদ্দং বিয়াল্লিশ,—।
তাহাকে পদার্থ কহে কহে,—।
খহে খয়ে খয়া খয়া—।
ঐ দেখ্ রে গাছে বাঁদর,—।
কুড়্ বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে—।
মানুষ মানে মানব,
মানুষ মানে রানব বানব,—।

---

* এ রচনা গুলি হাল আমলের [illegible] প্রকার রিফর্ম্ড কবিতা ;—নাম—"পদ্য পংক্তি গদ্য" অথবা "গদ্য পংক্তি পদ্য"। [illegible] প্রতিষ্ঠ কবি আমাদের রায় মহাশয়ের অনুকরণে রচিত হইয়াছে॥ শ্রী—আমিন।

তাহার নাম বিশেষ্য পদ—
বিশেস্য পদ,-বিশ্বপদ,-ভীস্বপদ,—।
লণ্ডন—মানচেস্তর সুতার কাপড়—।
কুকুর রাত্রে চৌকি।
একদা কোন নগরে—।
ক লে—খ। বর্গের ৩য়।
৪র্থ ও ৫ম বর্ণ এবং
যরলবহ যলরবহ
হযবরল হয়বরল—।
পন্‌শাই—পেচ্ছাব ফিরে—।
ক্ষিতি ছিল ঈশ, ক্ষিতি ছিল—।
মা মানে জননী, মা মানে জানানী।
ভঁ্যা—।না মাগি সুন্দর কায়।
দেখ্ দাদা কাণ মো'লে দিলে—
তাহাকে বৃত্ত কহে বির্ত্ত কহে।
ভিত্ত কহে ভির্ত্ত কহে
আমিনের বাসাতে আজ ভারি—।
গোপাল বড় সুবোধ—।
বোলে দিব ?—দেখ্‌বি।
পন্নিসাই—আমার প্রেমশিল্—।
হাতী রে হাতী—

১ম বালক। ওরে, হাতী চো'ড়ে,
আমিন এয়েচে রে—

২য় বালক। না রে,—আমিন নয়—
সায়েব এয়েচে—
ঐ দেখ্‌না, সায়েবী টুপি।

৩য় বালক। না ভাই, ধপ্‌ধপে
সাদা রং কৈ ?

২য় বালক। তবে ফিরিঙ্গি হবে।
যাস্‌নে, কাছে যাস্‌নে
চাবুক মার্‌বে।

৩য় বালক। না রে, দাদা বোলেচে—
ও সায়েব টায়েব নয়—
বাঙ্গালী,—ভাত খায়,—
ঘরে কাপড় পো'রে থাকে।

২য় বালক। তবে ভাই ভয় নেই,—
চল্‌ কাছে যাই।

কলরব। ওরে গা'ল দিস্‌নে,—
হাতি শুন্‌তে পায়।
উঃ—দাঁত দেখেচিস্‌ ভাই ?
মাউৎ দাদা, একবার
বলাও ! ওরে দিলে রে—
ডাল্‌টা ভেঙ্গে দিলে ;—
এই দিকে শুঁড় নেড়ে আস্‌চে—
পালা রে পালা।
না রে ঐ চো'লে গেল ॥

পণ্ডিত মহাশয়। * (এতক্ষণ স্বয়ংও হাতী দেখিতেছিলেন।)

হাঁ রে হাঁ রে—
হাট যে লাগিয়ে দিলি তোরা!
দেখিস্ নি হাতী কি কখনো ?—
পড়া শুনা ছেড়ে,—
হাতী দে'খে এত গোল ?—
ঠিক্ যেন পাঠশালে,—
লেগেছে সে,—
ভৌল-বন্দোবস্তের কাছারি !!
দ্যাখ্,—
যদি, শুনি পুন গোল—

(বেত্র আস্ফালন)

'আমিন মারা'র মত
ঠেঙ্গাব সবারে॥

১ম বালক। হ্যাঁ—পন্সিাই—
এই যে দেওয়ালে
নুটিস্ দিয়ে গেছে ;—
লিখ্‌চে, 'তসদিক' হবে—
'তসদিক,' মানে কি
পন্‌সাই ?—

পণ্ডিত। আরে,—
নূতন সংস্কৃত কথা ওটা,—

---

* পণ্ডিত মহাশয়ের কবিতা শিক্ষা মাননীয় কবি শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট
শ্রী—আমিন।

মানে ঠিক আসিছে না মনে,—
অভিধান দে'খে—
বো'লে দেব কা'ল তোরে।
পড়্ এখন পড়্।

২য় বালক। পনৃসাই—শিকল্মেট্
নাম কেন হ'লো ?—

পণ্ডিত। আঃ—
জ্বালিয়ে যে মে'লে এরা!
বুঝিস্নে—হেন মোটা কথা ?—
বন্দোবস্ত কাছারিতে,—
কারবার শুধু,—
'শিকল' ও 'মাঠ' নিয়ে,—
তাই নাম—'শিকল মাঠ'—
অথবা 'শিকল্মেঠ্' ॥
যা'ক্ বাজে কথা—
দে এখন পড়া দে।—
প্রথম ভাগ ;—

বালক। অকারান্ত।
কর খল জল-ঘট সব আবরণ।
আহর সরসি ফল, নর অনশন ॥
পথ চল পণধর কর হ মনন।
অচল অধম জন মরণ-শরণ ॥

ইতর অলস পর ধরহ চরণ।
কপট অবশ বড় অসম-করণ॥
অপহর আভরণ,—সমল বসন।
ধবল দশন তব করব ভগন॥

অপর বালক। সবল করহ মন।
চল অই উপবন॥
ধরহ অমল জল।
লহ লহ বন ফল॥

অ-বা। মন যত কর ছল।
কম তত হয় বল॥
সরল তরল মন।
হয় তব আভরণ॥
এ সময় অপচয়।
কখন অভয় নয়॥
লভহ পরম পথ।
করহ চরম সৎ॥
ঈশই পরম বল।
ধরম চরম ফল॥

অ—বা। পন্নিশাই—আমাদের
পদ্য পাঠের পড়া?—

পণ্ডিত। করিস্‌নে গোল!—
পড়্‌—পড় —।

১ম বালক। (আবৃত্তি) **ভূমণ্ডল।**

এই ভূমণ্ডল দেখ, কি সুখের স্থান।
সকল প্রকারে সুখ, করিতেছে দান॥
জীবন ধারণ কিম্বা আরাম কারণ।
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন।—
সকলি দুর্ল্ভ, কিছু খুঁজিয়া না পাই।
যখন যা আবশ্যক সেই দ্রব্য নাই॥
নিরন্তর শক্রভাবে বহে সমীরণ।
হতাশ হৃদয়ে আহা বহে হুতাশন॥
রো'দ বৃষ্টি হিম হো'তে বাঁচাইতে কায়,
কুটীর ও নাহিক মিলে—থাকি তরু ছায়॥
স্নেহময়ী জননী, জনক পূজ্যপদ,—
সহোদর সহোদরা সৌহৃদ্য আস্পদ;—
প্রেমময়ী কামিনী, যে সবারি উপর—
যার তরে ভব ঘোরে ঘুরি নিরন্তর;—
সব পরিজন মিলি, কভু এক ঠাঁই,—
ভু'লেও দিনেক তরে, থাকিতে না পাই॥
আহা এই ভূমণ্ডলে আমিনি চাকুরি;—
আগাগোড়া সুখে ভরা দিবস শর্ব্বরী॥
এই ভূমণ্ডলে যেবা করে দুখ আশা।
নাহি তার যদ্যৈ সুখ, নেহাৎ সে চাসা॥

২য় বালক। মক্ষিকা।

রজনীর অন্ধকার না হো'তে বিগত।—
স্বকার্য্য সাধিতে মন, চেতন আমিন গণ,
চে'ন্ হাতে বিচরণে রত॥
দিন্ রা'ত ছু'টে ছু'টে, ধায় অই মাঠে মাঠে,
পরিশ্রমে কাতর না হয়।
শ্রম দক্ষ দৃঢ় মতি, চতুর আমিন জাতি,
বৃথা নষ্ট করে না সময়॥
আমিন সামান্য প্রাণী, কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি',
উপদেশ লও পরিশ্রমে।
চাকুরির কাল যাহা, ক্ষণমাত্র বৃথা তাহা,
যেন নাহি যায় কোন ক্রমে॥

৩য় বালক। প্রভাত।

মুর্গী সব, করে রব, রাতি পোহাইল।
চে'ন হাতে, চিঠা সাথে, আমিন ধাইল॥
আমিন প্রজার পাল, ল'য়ে যায় মাঠে।
প্রজাগণ, দেয় মন, নিজ নিজ খুঁটে॥
মাঠে মাঠে, গোঠে গোঠে, ধায় হুড়ারিড়ি।
কাঁপে কায়, হিম বায়, যায় তাড়াতাড়ি॥
গগনে উদিলে রবি, অনল বরণ।
মাথা ফাটে, ধুপ চোটে,—তাও অনশন॥
হল্ কার পেশকার, ছুটিয়া ধাইল।
পরিমল লোভে বুঝি আসিয়া জুটিল॥

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
আমিনের কামিনের সপন টুটিল ॥
হিয়া কাঁপে, যার দাপে, সাহেব মালিক।
চেতন বেতন বিলে, পেট্ ভাত্ই ঠিক্ ।।
উঠ তাই মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
আপন মাঠেতে মন করহ নিবেশ ।।

অপর বালক।

বিদ্যা ।

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন ॥
লোহিত পাগুড়ি যদি বাঁধিবে মাথায়,—
আমিনি চাকুরি যদি করিবে ধরায় ;—
জঙ্গল মহলে যদি হাকিমি করিবে,—
মেনেজর হ'য়ে যদি পাকামি করিবে ;—
লেখক বা কবি কিম্বা দেশ উদ্ধারক,
অথবা কাগজে যদি হবে সম্পাদক ;—
কর তবে মন দিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন ;—
যতই বাড়িবে তত—দেহের ভূষণ ॥
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কে'ড়ে!
যতই করিবে দান, তত হবে বেঁড়ে !!

১ম বালক। হ্যাঁ—পনিশাই—
দান কোরলে বেঁড়ে হয়,—
তবে কি বিদ্যা মানে—ল্যাজ ?

পণ্ডিত। দূর মুর্খ,—
ছাপিবার ভুল ওটা !—
"তত যাবে বে'ড়ে"—হবে ॥

১ম বালক। পন্‌শাই,—
তবে ক হা'ত পর্য্যন্ত
ওটা বাড়্‌তে পারে ?

পণ্ডিত। দ্যাখ্‌ যেদো !—
গোল যদি করিস্‌ আবার,—
বন্দোবস্তে
বাঙ্গালী তাড়ান্‌ কো'রে
তাড়াইয়ে দেবো তোরে
বিদ্যালয় হো'তে !!
পড়্‌রে পড়্‌—।

অপর বালক। খলতা।
উই আর হান্দরের [নীরব—
মৃদু স্বরে—"তারপর কি ভাই—
তোর পায়ে পড়ি—বোলে দে—]

১ম বালক। পণ্ডি শায়—
ও আজ পড়া করেনি !
সমস্ত দিন আমিনদের
তামাক সে'জে দিয়েচে ॥

অপর বালক। না পন্‌শাই, মিছে কথা!—
আমাদের খামারে
আমিনের বাসা দিয়েচে।
মা বোল্লে,
"আমিনের জ্বর হোয়েচে—
তুই দিনের বেলায়
কাছে থাকিস—আমি
রাত্তিরে থাক্‌বো॥"
তাই পড়া মুখস্থ হয় নি॥
(মৃদুস্বরে)
আপনার জন্যে তামাক
চুরি কো'রে এনেচি—
সে'জে দেবো?

পণ্ডিত। আচ্ছা যা—(তথাকরণ)

অপর বালক। **খলতা।**

উই আর ইন্দুরের দেখ ব্যবহার।
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার॥
কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়।
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়॥
কাগজের বাক্স কাটে—জরিপের চিঠে।
হাকিমের জুতা কাটে, সেটা কিছু মিঠে॥
পেশ্‌কারের কাণ কাটে, আমিনের গলা।
কলম কাটিতে কিন্তু—লাগে কিছু ঠেলা॥

ধরাতলে বড় বড় লোক আছে যত।
ঠিক তারা উই আর ইন্দুরের মত॥

অপর বালক। বর্ষাকাল।

রমণীয় বেশে ঋতু বরষা আইল।
পড়ে বৃষ্টি অবিরল, পথঘাট ভরা জল,
নদী, জোড়, বাঁধ ভেসে গেল॥
এ হেন সময় কাবু, জরিপের বড় বাবু,
জোড়ে বুঝি গাড়ি ডু'বে যায়।
কাগজে বোঝাই গাড়ী, ভারি ভারি আহা মরি,
সারি সারি, লেগেচে কাদায়॥
কোমরে কাপড় তুলি, বাবু করে হুলাহুলি,
ঠেলাঠেলি,—জোর ভর পূর।
কহে কবি জামা ছাড়ো, চাকা ধে'রে জোর কর,
থতমের নাই বেশি দূর॥

পণ্ডিত। হ্যাঁ রে ভোলা,—
কি ওটা কোমরে তোর
উঁচু হোয়ে?—
দ্যাখ্তো রে যে'দো!
(তথাকরণ)

১ম বালক। আজ্ঞে,—এরে দেখ্‌চি
এক ঠুঙ্গী পান॥

পণ্ডিত। (সক্রোধে)
অ্যাঁ!—কি বলিস?—
দেখি দেখি,—
তাইতো!—হ্যাঁরে,
সাহস ধরিস্ তুই এত?—
বিদ্যালয়ে এনেচিস্ পান?
জানিস্ নে,
ভোঁতা হে'য়ে যাবে জিভ্
সকলের?

ভোলা। (কাঁদিতে কাঁদিতে)
অ্যাঁ—
আজ্ঞে—আমি আনিনি'—
দিদি দিয়েচে!—
বোল্লে—'আমিন বাবুকে
চুপে চুপে দিস্—
কেউ না দেখে।'
আমিনের দেখা পাইনি,—
তাই সঙ্গে চো'লে এয়েচে!

পণ্ডিত। নিয়ে আয়, দেখি,—
কি রকম পান!—
(তাম্বুল—চর্ব্বণ করিতে করিতে)
ভোলানাথ,—(মৃদুস্বরে)

বেশ্ পান সাজে তোর দিদি,—
রোজ রোজ আনিবি এমনি,—
পড়া দিতে হবেনাকো তবে ॥

ভোলা। (সোৎসাহে)
যে আজ্ঞে পন্‌শাই,—
আমিনের নাম কো'রে
রোজই নিয়ে আস্‌বো ॥

পণ্ডিত। কে রে তার পর,—?
পড় পড় !—পদ্যপাঠ হোয়ে গেছে
গদ্য সুরু কর ॥

১ম বালক। হ্যাঁ পন্‌শাই,
পদ্যে আর গদ্যে তফাৎ কি ?

পণ্ডিত। অতো শু'নে কাজ কিরে তোর ?
পদ্য গদ্য দুইই এক—
যা ছিল তফাৎ পূর্ব্বে,—
এখন তা নাই আর কিছু ॥
ক্রিয়া কর্ত্তা, উল্টোপাল্টা,—
বসালেই পদ্য তার নাম।
আরো আছে সহজ উপায়,—
কবিতার মত, নীচে নীচে
সাজা'য়ে লিখিলে গদ্য
তাও পদ্য হয় !! যথা ;—

"আমরা ইতস্ততঃ, যে সকল বস্তু,
দেখিতে পাই তাহাকে।
পদার্থ কহে প, দার্থ তিন প্রকার,
চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ॥"

এই মনোহর ছন্দ,—
মব আবিষ্কৃত,—
'ত্রিপদী-গদ্য-কবিতা' নামে
খ্যাত চরাচরে॥
পূর্ব্বে ছিল বর্ণের মিলন—
'মিত্রাক্ষর' বলিত তাহারে ;—
কিন্তু তাহে বৃথা
সময় হইত নষ্ট বহু,—
অক্ষরের মিলন করিতে।
দৃষ্টান্ত—পয়ার যথা,—

"কুম্ভকর্ণ বদে দাদা কি করিবি বল্।
নিদ্রিতাবস্থায় মে'লে মুকে শক্তিশেল॥
এমন সময় তথা প্রবেশে হনুমান।
সুগ্রীব সামন্ত সহ আর যে লক্ষ্মণ॥"

এ সকল আমারি রচনা—
নাম জাদা কবি আমি
বুঝিবি কি তোরা?

কিন্তু মোর্ মিত্রাক্ষর ছন্দে,
গভীর কবিত্ব শক্তি না পায় বিকাশ!
এই শোন্,—কেমন সে দিন—
বীর রসে করুণা মাখিয়া,
মিত্রের বচন কিম্বা অমিত্র-অক্ষরে,
বর্ণনা কো'রেছি আমি !!
এইরূপে—ভাবের মিলনে—
আবৃত্তি করিতে হয় মধুর এছন্দ !—

"কি! (৩ মিনিট নীরব)
আস্পর্দ্ধা এত দূর? (২ মিনিট নীরব)
ডাক হরকরে করে এত অপমান? (১ মিনিট ঐ)
অহো! (১৷৷ মিনিট ঐ)
পারি না,— (২৷৷ মিনিট ঐ)
রে দুর্ব্বৃত্ত! (দন্তঘর্ষণ)
শৃগাল হইয়ে কর লোভ,—
লভিবারে (দণ্ডায়মান ও বদ্ধমুষ্টি প্রদর্শন)
লভিবারে, (আরো উচ্চে ঐ ঐ)
লভিবারে, (ভূমিতে পদাঘাত)
শার্দ্দূল-কামিনী?
ধরাতল, (ভূ-পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত)
যায় যদি রসাতলে,
প্রাণ যদি ছেড়ে যায়, (বক্ষে করাঘাত)

এ নশ্বর দেহ হো'তে,—
তবুও (৩ মিনিট নীরব) তবুও (৩॥০ মিনিট নীরব)
তবুও (আরো উচ্চ)
রে পাষণ্ড ! (দন্ত ঘর্ষণ ও মুষ্টি প্রদর্শন)
নরাধম ! (ভূ-পৃষ্ঠে পদাঘাত)
নরকীট ! (আরো উচ্চে, ভাঙ্গাগলায়)
দিব না,—(৪ মিনিট নীরব)
দিব না,—(কাশিতে কাশিতে)
তোরে, প্রাণের (উচ্চ করিবার চেষ্টা—
কিন্তু ভাঙ্গা গলা খাদ হইয়া যাওয়া)
ভগিনী-ধনে !!
অহো (৫ মিনিট নীরব)
প্রাণ যায় স্মরিতে সে বাণী !
আমিনে কামিনী ল'বে এত বড় সাধ ?
হা ভগিনি (করুণার সুরে)
ক্ষম অপরাধ ! পায়ে ধরি,—
নতুবা দিব যে আমি,—
ছার প্রাণ উপহার ওরাঙ্গা চরণে !!
কহ কথা ; কেন কেন এত রোষ ?
হা ধিক্ জীবনে !
কি কায পরাণে রাখি ?
এখনি,—এখনি,—
ভগিনি সদনে, ভগিনি চরণে,—
পাতরে ঠুঁকিব মাথা ! (তথাকরণ)

ফেটে যাক্ (২য় বার ঐ)
ফেটে যাক্ (৩য় বার ঐ)
ছেঁড়ে যাক্ প্রাণ (বক্ষে সজোরে করাঘাত)
আগুন লাগুক্ চালে—
কপালের সাথে! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

১ম বালক। উঃ, পন্‌শাই, এ সব আপনার নিজের রচনা?
তবে বই ছাপান না কেন?

পণ্ডিত। আরে, সে অনেক কথা!—
নে এখন বল্ গদ্য পড়া।

২য় বালক।

বোধোদয়।

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল নূতন ব্যক্তি দেখিতে পাই,—তাহাদিগকে আমিন কহে। আমিন তিন প্রকার;—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ।

কেহ কেহ বলেন—প্রত্যেক আমিনই চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ। তাঁহাদের মতে আমিন কার্য্যকালে চেতন, বেতনের বিলে অচেতন, এবং বুদ্ধিস্থানে তালবৃক্ষ মূলোপম এ জন্য উদ্ভিদ।

আবার অনেকে বলেন,—আমিন কার্য্য-বিভ্রাটে চেতন, অথচ কার্য্য ভুল ভিন্ন শুদ্ধ হয় না এ জন্য চেতন হইলেও অচেতন, এবং সর্ব্বদাই ভুঁইফোড়,—তজ্জন্য উদ্ভিদ।

দার্শনিকেরা বলেন, আমিন ভোজনকালে চেতন, কার্য্য-কালে অচেতন, এবং উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা জন্য উদ্ভিদ।

সাম্যবাদীরা বলেন,—আমিন ভীল জাতির কালো রংএর নিকট চেতন, সাহেব জাতির সাদা রং এর নিকট অচেতন, এবং সবুজ রংএর তৃণ হইতেও তুচ্ছ এজন্য উদ্ভিদ।

নৈয়ায়িকেরা বলেন,—আমিনের হাত, পা ও উদর আছে এজন্য তাহারা চেতন, কিন্তু হাত থাকিলেও মারিতে পারে না, পা থাকিলেও পলাইতে পারে না, ও উদর থাকিলেও খাইতে পায় না,—এজন্য অচেতন; এবং মাঠেই জন্মে ও মাঠেই আজন্ম থাকে এজন্য উদ্ভিদ।

কিন্তু এইরূপ মতভেদ থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে আমিন—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থ মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক অত্যদ্ভুত, অপূর্ব্ব পদার্থ যাহা চেতনও নহে অচেতনও নহে উদ্ভিদ ও নহে, অথচ তিনই।

অপর-বালক। আমিন চক্ষু থাকিতে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না, মুখ থাকিতে কথা কহিতে পায় না, উদর থাকিতে খাইতে পায় না—এজন্য ইহাকে কাষ্ঠপুত্তলিও বলা যায়॥

১ম বালক। পন্ শাই—বোধোদয় পো'ড়্‌লে কি ফল হয়?

পণ্ডিত। বোধোদয় পাঠে,—

পুলিসে ও ডাকঘরে মিলয়ে চাকুরি;
রাজ দরবারে, মিলে মেনেজারি;—
বোধোদয় পাঠে পুনঃ—

মোক্তারি ও ওকালতি সাথে,
ভীল বন্দোবস্ত কাছারিতে
আমিনি ও হাকিমি মিলিতে পারে॥
তারপর ?———ব্যাকরণ পড়॥

৩য় বালক। ব্যাকরণ। সন্ধি।

দুই বর্ণে পরস্পর মিলিয়া এক বর্ণ বা রূপান্তর হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। যথা;—পীতবর্ণের সহিত নীলবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া সবুজবর্ণ হয়; অথবা বানরের সহিত মানুষ থাকিলে—উভয়ের মিলনে বনমানুষ হয়।

অপর বালক। র জাত বিসর্গের পর, অথবা হসন্ত র কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া সন্ধি হয়। যথা;—মুস্তাজির্-ছিল-ইমান্,—মুস্তাজিরি মা'ন। দুঃ বা দুর্ ছিল অভিসন্ধি দুরভিসন্ধি।

১ম বালক। দুরভিসন্ধি মানে কি পন্‌শাই ?—

পণ্ডিত। কায়িক ও মানসিক,
আধ্যাত্মিক, সামাজিক, পুনশ্চ ঐহিক,
তথা, পারত্রিক মঙ্গল কামনা লাগি,
দূরে যে গুপ্ত-বিচার, অভিসন্ধি,—
দুরভিসন্ধি তাহারে বলে॥

১ম-বালক। গুপ্ত-বিচার কি পনশাই ?

পণ্ডিত। আঃ!—জ্বলিয়ে যে মেলে এটা?—
গুপ্ত ভাবে, গুপ্ত বিষয়ের,
গুপ্তের বিষয়ে কিম্বা,—
যে বিচার ॥
বো'লে যারে পাঠ তোর।

অপর-বালক। ইকারের পর ইকারান্ত হকার থাকিলে উভয় মিলিয়া বিকল্পে ই বা ঈ হয়। যথা;—
আমি-ছিল-হীন, আমিন বা আমীন ॥

অপর-বালক। সন্ধিতে মিলিত বর্ণ সমূহের মধ্যে যে বিচ্ছেদ জন্মে তাহাকে সন্ধি বিচ্ছেদ কহে। যথা;—ভীলের সহিত বাঙ্গালির, অথবা আমিনের সহিত প্রজার, যে সন্ধি, তাহার বিচ্ছেদকে সন্ধি বিচ্ছেদ বলা যায়। স্বর, ব্যঞ্জন ও অন্ন, এ তিনেই সন্ধিবিচ্ছেদ হইতে পারে;—কিন্তু 'উচ্ছেদ' দ্বারা উহা সম্পূর্ণতা লাভ করে ॥

অপর-বালক।

লিঙ্গ।

লিঙ্গ তিন প্রকার,—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও ক্লীবলিঙ্গ।
উদাহরণ যথা;—
পুংলিঙ্গ,—ভীলভামিনী।
স্ত্রীলিঙ্গ,—ভীল
ক্লীবলিঙ্গ,—আমিন।

আমিনের ক্লীবলিঙ্গত্ব সম্বন্ধে মত দ্বৈধ আছে। মহাপুরুষেরা বলেন,আমিন ক্লীবলিঙ্গ—কারণ গৃহ সংসার ত্যাগী ; অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ না হইলে আমিন হওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত মহাপুরুষদের পত্নীগণ বলেন—আমিন সর্ব্বতোভাবে পুংলিঙ্গ। কোন্ কথা সত্য এখনও মীমাংসিত হয় নাই।

অপর-বালক। পুরুষ।

যাহার স্ত্রী আছে তাহার নাম পুরুষ। আমিন ব্যতীত সকলেই পুরুষ, এবং কেবল আমিনই কাপুরুষ, কারণ স্ত্রী সঙ্গে থাকে না। এজন্য পুরুষে ও কাপুরুষে কদাচ মিলন বা বন্ধুতা হয় না।

পুরুষ ত্রিবিধ, যথা ;—

উত্তম পুরুষ—সাদা রংএর।

মধ্যম পুরুষ—কালো রংএর।

অধম পুরুষ—মাঝামাঝি রংএর।

আর এক শ্রেণীর পুরুষ আছে,—বিশেষতঃ কাপুরুষ-দিগের মধ্যে,—তাহার নাম অধমাধম পুরুষ,—যথা, আমিন।

অপর-বালক। কর্ত্তা।

যে (মালিকি) পদের দ্বারা কর্ম্ম ও ক্রিয়ার বিনাশ হয়, তাহাকে কর্ত্তা বলে। অধিক-রণে কর্ত্তার বিশেষ আত্মীয়তা—এবং করণ ও উপাদান যাহাই হউক

কর্ত্তার কর্ম্ম ও ক্রিয়া উক্ত বিনাশ সত্বেও সাধিত হইয়া থাকে।

অপর-বালক। ধাতু-প্রত্যয়।

আমিনের ধাতু লৌহ;—কারণ সুবর্ণ বা রজতের সহিত কদাচ সাক্ষাৎ হয় না!—কিন্তু লৌহের শিকল, কলম বেড়ী প্রভৃতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। আমিনের কর্ম্ম-বাচ্যে কদাচ প্রত্যয় হইতে পারে না।

অপর-বালক। পদ।

আমিন—সর্ব্বনাম পদ। কেন না হাকিম হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলেরই সাধারণ নাম—আমিন। চতুষ্পদের পদ আমিন অপেক্ষাও উচ্চ, কেননা দুই পদ বেশী।

[হুঁকা হস্তে পূর্ব্ব বালকের প্রবেশ]

বালক। পণ্ডিৎমাশয়, ঘুমিয়ে গেলেন?—
তামাক ইচ্ছে করুন?

পণ্ডিত। কে রে?—ওঃ, তামাক এনেচ?
দে দে,—(হুঁকা পান করিতে করিতে)
হ্যাঁরে, দেরি কেন হ'লো এত তোর?

বালক। আজ্ঞে, আ'জ বৃষ্টির জন্যে
সকলের ঘরে রান্না বন্ধ।
আগুন সমস্ত গাঁ খুঁজেও নেই।
ঘু'রে ঘু'রে—শেষে গাঁয়ের ওধারে,
ভাগ্যিস্ আমিনরা একটা ঘরে
আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল,—
সেই আগুন—বর্ষাতেও নেবেনি,—
তাই নিয়ে এই দৌ'ড়ে আস্‌চি॥

১ম-বালক। আমিন কেন লাগাবে রে—
[মৃদু স্বরে]
ও যে দাদারা লাগিয়েছিল—
আমি যে সব শুনেছিলেম—
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেও ছিলেম!
দেখিস্—কারোকে বলিস্‌নে॥

পণ্ডিত। এ—ই! ফের গোল!
পড়্ না রে পড়্।

অপর-বালক। **প্রাণি-বৃত্তান্ত।—মনুষ্য।**

পৃথিবীতে যত প্রকার জন্তু আছে, তন্মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা হীন—কেননা ইহা দ্বিপদ জন্তু, এবং অন্যান্যগুলি চতুষ্পদ।

কেবল একটি মাত্র গুণের জন্য মনুষ্য চতুষ্পদ হইতেও উচ্চপদ;—তাহা এই,—পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ভিন্ন মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, যাহা অন্যান্য জন্তু পারে।

অপর-বালক।

শৃগাল।

তাবৎ প্রাণীর মধ্যে শৃগাল অতিশয় ধূর্ত্ত। রাত্রিতে চীৎকার করা ইহাদের স্বভাব; আবার পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা দিবা ভাগেও চীৎকার করিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে—দ্রব্যবিশেষের আঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ইহারা ফেরুর ন্যায় রব করিতে থাকে।

আরও প্রবাদ আছে ব্যাঘ্র আসিলে ফেরুপাল ঐরূপ ঘন ঘন চীৎকার করে, কিন্তু পশ্চাৎ ব্যতীত সম্মুখে বা নিকটে পারে না॥

অপর-বালক।

দিশু।

ধরাধামে যতপ্রকার আশ্চর্য্য প্রাণী আছে, তন্মধ্যে দিশু নামক প্রাণী অত্যাশ্চর্য্য; ইহা প্রাণি-জগতের মধ্যে অত্যদ্ভুত সৃষ্টি, এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এক অত্যদ্ভুত আবিষ্কার।

এই প্রাণী সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত গভীর গবেষণা চলিতেছে; ইহা চেতন, অচেতন কি উদ্ভিদ,—পুং, স্ত্রী কি ক্লীবলিঙ্গ,—ইহা বি[illegible], বিশেষণ কি অব্যয় পদ, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

ইহাদের মস্তক আছে অথচ মস্তিষ্ক নাই, দেহ আছে অথচ রক্ত নাই, মাথা আছে অথচ গলা নাই। ইহাদের অস্তিত্ব আছে অথচ বিস্তৃতি নাই, আবার বিস্তৃতি আছে তথাপি অস্তিত্ব নাই।

ইহাদের রক্ষা কাবণবিশেষে কর্ত্তব্য, বিনাশও কারণ-বিশেষে কর্ত্তব্য; আবার কারণবিশেষে রক্ষাও অকর্ত্তব্য—বিনাশও অকর্ত্তব্য! পার্ব্বত্য প্রদেশে, কার্য্যবিশেষে, ইহাদের সহিত বাক্যালাপ করিলে পাপ হয়, কিন্তু মস্তক ভক্ষণ করিলে পুণ্য হয়!

অপর-বালক। **ঘানির বলদ।**

তাবৎ প্রকার প্রাণীর মধ্যে ঘানির বলদ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। কেননা,—চক্ষে ঠুলি, বক্ষে ও নাসিকায় দড়ি, এবং কক্ষে ছড়ির প্রাচুর্য্য থাকিলেও, তৎসমস্তে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘানির বলদ মহানন্দে ভবঘোরে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্য ও আমিন প্রাণী অপেক্ষাও ইহারা অধিক সুখী।

অপর-বালক। **আমিন।**

আমিনও এক প্রকার অদ্ভুত জন্তু। ইহারা স্থলচর, জলচর, ধুলোচর ও কাদাচর এবং সর্ব্বতোভাবে ভীল-চর।

হস্তি-শাল্য চাউল ও কুর্ত্তি বা খেঁসারির দাউল ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু ইহারা একাদিক্রমে উপবাস দিয়া বহু-দিন জীবন ধারণ করিেত পারে।

ইহারা, ব্যাধিতে মরে না, ব্যাঘ্রে খাইলে মরে না, সর্পে দংশন করিলে মরে না, ভয়েও মরে না, লজ্জায়ও মরে না।

ইহারা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, রৌদ্রে ফাটে না, শীতে কাঁপে না, কাদাতে লাগে না, ঝড়ে উড়ে না! অথচ ভীল নামক জন্তুর নিঃশ্বাসে রেণুর ন্যায় উড়িয়া যায়!!

অপর-বালক।

ভীল।

ভীল জন্তু পাহাড়-পর্ব্বতে, বন-জঙ্গলে ও খাল-খন্দকে বাস করে।—ইহাদের অবয়ব স্থূলতঃ মনুষ্য জন্তুর ন্যায়—এবং মনুষ্যের মত এক প্রকার কথা কহিতে পারে—কিন্তু পার্থক্য এই, যে ইহারা "সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা কোনক্রমেই উচ্চারণ করিতে পারে না",—কারণ, জিহ্বার গঠনই ইহাদের স্বতন্ত্র।

অঙ্গের মধ্যে প্রধান পার্থক্য আর একটি লক্ষিত হয়;—ভীল জন্তুর "হুল্" আছে যাহা মনুষ্যাদি অপরাপর জন্তুর নাই; এবং এই নিমিত্তই ইহারা সমধিক ভয়, স্নেহ, ভক্তি, আদর ও সম্মানের পাত্র।

অপর-বালক। পন্‌শাই, আমার—
পদার্থ বিদ্যার পড়াটা নেন।

পণ্ডিত। (নিদ্রাবেশে)
এ—ই—গোলকটিম্পন!
পো'ড়ে যা।

অপর-বালক। **পদার্থ বিদ্যা।**

জড় পদার্থের ৫টি গুণ যথা;—

(১) জড়ত্ব,—যে গুণ জন্য ইহাদিগকে নাচালাইলে চলে না।

(২) স্থান ব্যাপকতা,—যেজন্য জড় পদার্থে সমস্তদেশ ব্যাপিয়া যায়।

(৩) ছিদ্রময়তা,—যে জন্য হাজার কঠিন ও শক্ত হইলেও, ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র থাকিবেই। ছিদ্র গুলি চর্ম্মচক্ষে তত দেখা না গেলেও,—জ্ঞান চক্ষে স্পষ্টই অনুভূত হয়।

(৪) আকর্ষণ,—যদ্দ্বারা পদার্থ সমূহ পরস্পর আকৃষ্ট হয়,—দৃষ্টির সহিত এই শক্তির যোগ হইলে—চক্ষুতে এক প্রকার বেদনা হয়।

(৫) ঘাত-সহত্ব,—যদ্দ্বারা, জড় পদার্থকে পিটিয়া পাত প্রস্তুত করা যায়। জুতা বা তদভাবে লাথি সহযোগে এই শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়।

জড় পদার্থের উদাহরণ যথা;—

১। প্রস্তর।
২। বৃক্ষ।
৩। আমিন।
৪। বালুকা।
৫। দিখু।
৬। ইষ্টক।
৭। ডিপুটি।

অপর-বালক।

অর্থ ব্যবহার।

যে বস্তুর বিনিময়ে ভীলজাতির জমি ভিন্ন, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারা যায়, তাহাকে অর্থ বলে।

অথবা, যে বস্তুর বিনিময়ে উক্ত জাতির জমি ক্রয় করিলে, অর্থ ও জমি উভয়েরই লোপ হয়, তাহাকে ও অর্থ বলা যায়।

অর্থের অভাব জন্য যাহা হয়, তাহার নাম অনর্থ। অনর্থ আবার দ্বিবিধ, স্বার্থ ও পরার্থ। তন্মধ্যে পরার্থ অনর্থ অধিক মুল্যবান্, এবং পার্ব্বত্য পণ্ডিতগণের সমধিক প্রিয়।

অপর-বালক।

অর্থ বৃদ্ধির উপায়।

অর্থ বৃদ্ধির প্রকৃষ্টতম উপায় জমিবিক্রয়। কারণ এতদ্বারা মূল্য স্বরূপ নগদ অর্থতো পাওয়া যায়ই, অধিকন্তু তৎসঙ্গে, বিক্রীত জমিও ঘুরাইয়া পাওয়া যায়। আবার বিক্রয় কর আবার ঐরূপ। সুতরাং অর্থ রাখিবার স্থান থাকেনা;—অথচ জমি নিজেরই থাকে।

অপর-বালক। এবার আমার পালী,—থাম।

ভূ-গোল।

ভূ-গোল শব্দটি, 'ভূ' ও 'গোল' এই দুই শব্দের অপ-ভ্রংশ। যদিও প্রচরাঢ়র সংক্ষেপে "ভূগোল" বলা যায়, তথাপি সাধুভাষায় ইহার প্রকৃত ও বিশুদ্ধ নাম "ভূ-ও-গোল" বা "ভূও-গোল"।

এই 'ভূও গোলের' আগাগোড়াই গোল তাই কিছুই ঠিক পাওয়া যায়না। কিন্তু উত্তরটা চাপা, প্রশ্ন করিলেও পাওয়া যায়না। আর উত্তর চেপেই 'ভূও গোলের সৃষ্টি এজন্য ও ইহার উত্তর চাপা। আবার দক্ষিণেও চাপা মায় অর্দ্ধচন্দ্র অথবা মর্ত্তমান কারণ ভূও গোলের এতদুভয়ই বিশেষ প্রিয়।

ভূওগোল পূর্ব্বে কেহ জানিতনা; পরে তিন চারি জন ভব-পারাবারের নাবিক বুদ্ধির জাহাজে চড়িয়া গোলত্ব স্থির করেন; তদবধি ভূ-ও-গোলের সৃষ্টি!

অপর-বালক। পন্‌শাই আমার
জ্যামিতির পড়া এবার,—

পণ্ডিত। (নাসিকা-বাদন)

অপর-বালক

জ্যামিতি।

বিন্দু। যাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই, তাহাকে বিন্দু বলে; যথা—আমিনের প্রাণ।

রেখা। চাবুক দ্বারা আমিনের পৃষ্ঠে যে রেখা টানা যায়—তাহার নাম সরল রেখা।

বৃত্ত। যাহা ঠিক্ গোল—তাহাকে বৃত্ত বলে; সুতরাং বৃত্ত বা গোলের আদি অন্ত বা কেন্দ্র স্থির করা অত্যন্ত কঠিন।

কখনো কখনো উক্ত গোলকে বৃত্ত না বলিয়া 'বৃত্তি' বলা যায়,—কেননা অভ্যাস গুণে তদভাবে পণ্ডিতগণের উদর-পূর্ত্তি হয়না। বৃত্তের উদাহরণ যথা ;—

পাগোল, গণ্ডগোল, বন্দোবস্তের গোল, আর পণ্ডিত-গণের গোল। এবং, উক্ত পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ও বুদ্ধিস্থানও বৃত্তের উদাহরণ; তন্মধ্যে শেষোক্তটি সম্পূর্ণ গোল, ও প্রথমোক্তটি বিকল্পে ডিম্বাভাসের মতও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুর্ভুজ। চারিটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত পদার্থের নাম চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ ও চতুষ্পদে আকারগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে মাত্র।

অপর-বালক। এইবার আমার,—

স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ।

যাহার প্রমাণ আবশ্যক হয় না, এবং যাহার অপ্রামা-ণিকতা কদাচ সম্ভবপর নহে,—তাহার নাম—স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ।

উদাহরণ যথা

১। আমিন মিথ্যা কথা কহে।
২। আমিন চুরি করে।
৩। আমিন উৎকোচ গ্রহণ করে।
৪। আমিন পরদার করে।

৫। আমিন মানুষ মারে।
৬। আমিন ঘরে আগুন লাগায়।
৭। আমিন মদ খায় খায়।
৮। আমিন ব্যতীত আর কেহই উপর্যুক্ত কোন কার্য্য করিতে পারেনা।

অপর বালক। পাটীগণিত।

যোগ। দুই রাশি পরস্পর মিলিয়া গেলে তাহাকে যোগ কহে। যথা,—আমিনের সহিত দিখুর যোগ।

বিয়োগ। এক রাশি হইতে অন্য রাশি পৃথক্ করার নাম বিয়োগ। যথা,—আমিন কর্ত্তৃক ভীলের প্রাণ-বিয়োগ। এই প্রক্রিয়াতে যে বিয়োগ ফল অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভীলের প্রাণ, অথচ আমিনের ফাঁসি।

গুণ। এক রাশি বহুবার যোগকরার নামান্তর গুণ। যথা,—এক ভীলকে ৫০ হাজার বার যোগ করিলে, ৫০ হাজার ভীলকে একেবারে গুণ করা হয়;—যদ্দ্বারা ক্ষেপাইবার তাবৎ চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়।

ভাগহার। কোন রাশিকে পৃথক্ পৃথক্ অংশে ফেলার নাম ভাগ। যেমন প্রজা কর্ত্তৃক জমি ভাগ। ইহাতে যে ভাগ ফল দাড়ায়, তাহার নাম জোত-ভঙ্গ। আমিন ও

আইন দ্বারা দিখু ও ভীল বিভাগ-প্রক্রিয়ারও নাম ভাগহার; এবং ভাগশেষে দিখু রাশিকে যে স্থলে ফেলিয়া দেওয়া হয়,—তাহার ও নাম ভাগ্-হার,—চলিত ভাষায় যাহাকে 'ভাগাড়' বলে।

অপর-বালক। গুণিতক। যে রাশি অন্য কোন রাশি দ্বারা সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় তাহার নাম গুণিতক। যেমন,—আমিনের গলা;—এবং হাতে কাটা যায় এ নিমিত্ত হাত—গুণনীয়ক।

লঘুকরণ। কোন রাশিকে অন্য রাশিতে পরিবর্ত্তন, অথবা অন্য রাশির দ্বারা 'লঘু'—অর্থাৎ 'ছোট' করণের নাম লঘুকরণ। যথা ভীল দ্বারা আমিন।

আর, উহারই বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম—গুরুকরণ,—যদ্দ্বারা ভীলের কর্ণে ইষ্টমন্ত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অপর-বালক। ভগ্নাংশ।

প্রজা-কর্ত্তৃক আমিনের পদ ভগ্ন হইলে, পদের অবশিষ্টাংশের নাম ভগ্নাংশ। আমিনের অদৃষ্ট ও রাশি-চক্রও ভগ্নাংশের অন্য দৃষ্টান্ত।

কুক্কুরে আমিনের অন্নরাশি খাইয়া গেলে, যে ভগ্ন হাঁড়ি পড়িয়া থাকে,—তাহার নাম 'ভগ্নাবশেষ'।

অপর-বালক।

বীজ-গণিত।

সংখ্যার পরিবর্ত্তে অক্ষর দ্বারা অঙ্কপাত প্রক্রিয়াকে বীজ-গণিত কহে। উদাহরণ যথা;—

১। বড় লোক – নশ্বর দেহ = 0

২। দিখু + জমি = আমিন – গলা।

৩। $\frac{\text{জমি}}{\text{প্রজা}} + \frac{\text{ভীল}}{\text{আমিন}} + \frac{\text{দিখু}}{\text{ভীল}} =$ বন্দোবস্ত।

৪। $\frac{\text{মনুষ্য} + \text{বুদ্ধি}}{\text{পশু} - \text{লাঙ্গুল}} = \frac{\text{দিখু}}{\text{ভীল}}$।

৫। (দিখু – জমি) ÷ (ভীল + টাকা) + (রাজা – প্রজা) = আইন।

৬। (কর্ম্ম + বেত – বেতন) × জেল = আমিনি। ইত্যাদি।

অপর-বালক। পন্‌শাই, আমার রচনা ও হস্তলিপি শুদ্ধ কো'রে দিন। বাবা বোলেচে, দরখাস্তের মুশোবিদেটা লিখ্‌তে পাল্লেই, বন্দোবস্ত-কাছারিতে ভর্ত্তি কো'রে দে'বে। দেখুন—একখান দরখাস্ত দেখে এই ঠিক নকল কো'রে এনেচি।

পণ্ডিত। (নিদ্রাত্যাগে) কি রে?—কই দেখি,—পড়!

বালক। (পাঠ)

শীক, লোমে—ট সা, শ্রেবা হহ্ রমা। নব রেশুদ—রখাস তর, ধিনদি—নম্প তিপালক কশী হুপ নাভি লও ধিনে

রনি বেদ। নয়ে ইজে—সাগ রাম ডলপোনে রব তসর জমিদ খলক রিতে ছেকি—নতু উহা কেছা ডাই,—আ আ। মাকেউ কতজ মিতে ড্রিগ্ রিদে লাই তেয়া গাহ অসু—গোচ রাথনি বেদ নই তি। *

পণ্ডিত। (সহাস্যে)

দিব্য হোয়েচে রচনা—
দরখাস্ত লেখক কেন—
মোক্তারি মিলিতে পারে তোরে ॥
আর কেউ আছে বাকি
পড়া দিতে আজ ?—

অপর-বালক। পন্‌শাই—আমাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর
শুভঙ্করীর পড়া এখনও দেওয়া হয়নি ?—

পণ্ডিত। বল্, বল্—

---

* তিন মাস কাল দিন রাত্রি চিন্তা ও ভাবনার পর এই দরখাস্তখানির যৎকিঞ্চিৎ—অর্থ বোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঠিক্ কিনা, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণকে আমার নিম্নখিলিত অনুবাদ উপহার দিলাম। ইতি শ্রীআমিন।

"সেটেলমেণ্ট সাহেব বাহাদুর মান্য বরেষু—

দরখাস্ত অধীন দীনপ্রতিপালক (?) শ্রীরূপনা ভীল। অধীনের নিবেদন এই যে সংগ্রাম (?) মণ্ডল পোনের বৎসর জমি দখল করিতেছে, কিন্তু (?) উহাকে ছাড়াইয়া আমাকে উক্ত জমিতে ডিগ্রী (?) পাইতে আজ্ঞা হয়, সুগোচরার্থে নিবেদন ইতি। (?)"

বালক। বিঘায় বিঘায় বিঘা হয়,
বিঘায় কাঠায় কাঠা।
কাটায় কাটায় গুণ্ডা হয়
তাইতে বিষম লেঠা॥
গুণ্ডায় গুণ্ডায় ভিম্মি হয়
শোনো শিশুগণ।
সাবধানে থে'কো সবে
শুভঙ্কর কন॥

অপর-বালক। মাস মাহিনা যার যত
মাসে তার পড়ে কত।
তঙ্কা প্রতি, তিন কড়া তিন ক্রান্তি,
বো'লে গেল ধুলদস্তী॥

অপর-বালক। বৎসর মাহিনা যার যত
ঠিক তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি আধা পা'য়—
পেটে যদি নাহি খা'য়।
বাকি যাহা অষ্ট আনা,—
গাড়ি ভাড়া ঘোড়া দানা॥
তাহে যত না কুলায়,
খৎ লিখে পাওয়া যায়।
নাহি কভু ইথে ডর।—
কহে গুরু শুভঙ্কর॥

অপর-বালক। কালের হিসাবে শোনো—
ছ মাসে বছর জে'নো।
বেতনে ছ মাসে মাস
কহে শুভঙ্কর দাস॥

অপর-বালক। দীর্ঘ মে'পে, ফাঁড়ি দিয়ে, কর তার কালি।
মাঠে মাঠে, ছু'টে ছু'টে, চিঠেতে দাও কালি॥
কালির সাথে, পাতে পাতে, দাও তবে ঠিক।
দেখিহ মোটের ঘরে, হয় না যেন ঠিক॥
থুথু দিয়ে মোছো, যদি কড়া গণ্ডা নামে।
শ্যামের জমি, চুনি চুনি লেখ রামের নামে॥
শ্যাম যদি কালো হয়, ধলো যদি রাম।
রামের জমি শ্যামের নামে, লিখ্‌বে অবিরাম॥
মাঠ ঘাট বাট আঁকো—কলমের টানে।
শিকল্‌ও টানিবে যদি প্রাজারা না টানে॥
দেখিহ লাইন যেন যায় ঠিক্ সিধে।
নতুবা না পাবে ভাই পেটভরা সিধে॥
দিবারাতি প্রজাদের হো'য়ে থে'কো দাস।
যমক ছন্দেতে ভণে শুভঙ্কর দাস॥

অপর-বালক। হাতেতে মাখাবে কালি, পায়েতে মাখিবে কালি,
কাজে করিবে না আজি কালি।

কলমে না দিবে কালি, কাগজে মাখাবে কালি
দেখাবে মুখের ঘটকালি॥
মাঠকালি, বাটকালি, স্থলকালি জলকালি,
তার সাথে দিবে কুলে কালি।
শুভঙ্কর স্মরি' কালি, ভণে যদি মরো কাল্ই
নিয়ে যেও, গালে চুণ কালি॥

অপর-বালক। জমাবন্দী লিখনের শুনহ প্রকার।
খাজনা কসিবে আগে, যত জমি যার॥
তঙ্কা প্রতি ষোল আনা বাদ দিবে শেষ।
নতুবা পাবে যে প্রজা ব্যামোহ বিশেষ॥
ঠিক্ দিতে যত কিছু পাবে গড়মিল্।
শুনহ চতুর শিশু,—দিবে গোঁজামিল॥
র ফলা আর রেফ দিয়ে, লেখা সাজাইবে।
লিখিবে এমন ছাঁদে,—কেহ না বুঝিবে॥
শোন শোন শিশু যদি করিবে আমিনি।
জমাবন্দী লেখ, শুনি—শুভঙ্কর-বাণী॥

[পরামাণিকের প্রবেশ]

পণ্ডিত। (শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক)
আ'স্তে আজ্ঞা হে'ক।
গোল করিস্ নে রে॥

পরামাণিক। পণ্ডিত হে, আমাদের খামাড়ের চালে জল পোরছে।
তা গাঁয়ের পঞ্চাত বসায়ে ঠিক কল্লাম,—
আমিনদের বাঁসা আ'জ থেকে
তুদের এই ইস্কুল ঘরে হবেক।
ইস্কুল আখুন কদিন বন্দ রাখ্।

পণ্ডিত। যে আজ্ঞে, তা আর বোল্‌তে?
এর জন্যে আপনি স্বয়ং কষ্ট কো'রে এসেচেন?

বালকগণ। হো হো, ছুটীরে রে ছুটী।

[গাত্রোত্থান গোলযোগ ইত্যাদি ও সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

আমিন-প্রহসন।

৩য় দৃশ্য।

ব্র-জ-ধা-ম।

[খোল করতালাদিসহ সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে ব্রজ-বাসী-গণের প্রবেশ।]

ব্রজবাসীগণ। (সংকীর্ত্তন—গোষ্ঠের সুরে।)

তোরা, আয় আয় আয় আয়,—আয় রে ধে'য়ে!
ভব,—নদী—তরিবি যদি, চরণতরি বে'য়ে!! ধ্রু।

ব্রজের মাঝে, ব্রজের রজ, মাখ্‌বি তোরা গায়ে;—
আমরা লু—টাবো গিয়ে,— ব্রজরাণির পায়ে॥

মে'খে মে'খে, ব্রজের ধুলো, নাচ্‌বো সবাই গে'য়ে;—
প্রে-মে দুবাহু তু'লে,— ব্রজের রজ খে'য়ে!!

ব্রজের ভাবে, ব্রজের ছাবে, দীব্‌বো সবে হিয়ে;—
তোর্‌বো এ ভবনদী,— ব্রজেশ্বরীর না'য়ে!!

ব্রজের পাশে ব্রজের রসে, নে রে সবাই নে'য়ে ;—
ব্রজের ধামে ব্রজের নামে,— দেখ্‌বে সবাই চে'য়ে !!

তব্‌লা-ঝাঝরি বাঁধা,— আমরা যাবো বো'য়ে !
তোরা বাজাবি বেণু— চাঁদমুখ চে'য়ে !!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও নৃত্য-গীতসহ অপর পার্শ্ব হইতে
নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।]

নর্ত্তকীগণ। (নৃত্য ও গীত)

চকোর কেন সখি চায় !
চাঁ,—দেরি পা—নে ?
চাতক ভা—সি', আকা—শে কি চা—য়,—
ঐ,—নবঘনে ? ধ্রু।

চপলা কেন ঘন জা—লে মিলা—য়, সখি,—
কুসুম রা—শি, বিলা—স বিলা—য়,—
ভ্র,—মর প্রাণে ?—

কুসুম কোলে অলি তা-রে কি চা—য়, সখি,—
পিক সুভা—ষে হুতা—শে কি গা—য়,—
ম,—ধু কাননে ?—

কুমুদী সুখী কেন, চাঁ-দের ছা—য়, সখি,—
নলিনী হা—সি' বিকা-শি' কি পা—য়—
ভা,—নু কিরণে ?—

বিটপি-শাখে কেন, ব্রততী ধা—য়, সখি,—
তটিনী ভা—সি উছা—সে মিলা—য়,—
সা,—গর সনে?—

মধুর প্রে—ম কেন প্রা—ণ মাতা—য়, সখি—
ভালো যে বা—সে কি আ—শে সে চা—য়,—
ন,—য়ন কোণে?—

কামিনি প্রা—ণ কেন আমিনে চা—য়, সখি,—
হিয়া উদা—সি' কি ফাঁ—সি লাগা—য়,
র,—মণি মনে!!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও সংকীর্ত্তনের দলের পূর্ব্বোক্তরূপে পুনঃ প্রবেশ।]

ব্রজবাসীগণ। (সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি)

চল্ রে মাধাই দেখিগে,—
প্রে—ম সায়রে ডুবেছে!
গোরার ভাবে, ব্রজেশ্বরী;—
প্রেমপাথারে ভেসেছে!! ধ্রু॥
প্রেমের তুফান, বো'চ্চে উজান,—
রাই কিশোরী মেতেছে॥
প্রেম বিলাসে, জগৎ ভাসে,—
আকাশ পাতাল ছেয়েছে॥

বনের পাতায়, প্রেম সে বিলায়,
প্রেমের নিশান উড়েছে॥
মিট্‌বে ক্ষুধা, প্রেমের সুধা—
মুখ্ ভো'রে ভাই খে'য়ে নে॥
ব্রজের হাটে, ব্রজের পাটে,
প্রেমের দোকান খুলেছে॥
তোর্‌বি যদি, ভবের নদী,
প্রেমের ভেলা কি'নে নে॥
(এমন দিন, পাবি না—রে ইত্যাদি)

[প্রস্থান ও অপর দিক হইতে দুই জন ব্রজবালার প্রবেশ।]

১ম ব্রজবালা।

বল্‌না কেন প্রাণের কথা, আমি তো তা' মানিনে!
যা' বলিস্ তাই আমার কাছে, আমি তো কা'য় বোলিনে!!ঞ।

ফুল্ দিয়ে তায়্ মনের খোরে, ভুল্ কেন সই বলিস্ মোরে,
চুল্ বেঁধে অই বা'স্‌লো কোথা, দেখ্‌তে বুঝি আমিনে;—

২য় ব্রজবালা।

যা খুসি তাই বল সখি, আমি তো তায় জানিনে!!

দেখা হো'লে চো'খে চো'খে, যায় যদি সে দে'খে দে'খে,
আমি তো তায় নয়ন্ কোণে, কখনো সই হানিনে;—

১ম ব্রজবালা।

তাইতে বুঝি মনে মনে, প্রাণ দিয়েচো আমিনে!!

মজ্‌লি যদি প্রেমের ঘোরে, ভজ্‌লি কেন এমন কোরে,
কোর্‌লি যখন আপন মনে, বোল্‌লি কেন কামিনে!

২য় ব্রজবালা।

সেই তো সখি ভাসিয়েচে, আমি কিছু জানিনে!!

বোল্‌বো কি সই দুখের কথা, শুন্‌চি আবার হেথা' সেথা',
কি জানি সই কিসের তরে, ঘুষ দিয়েচে মোমিনে!

২য় ব্রজবালা।

তাইতে বুঝি সাধের তোমার, আমিন এখন জামিনে!!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও অপর পার্শ্ব হইতে গাহিতে গাহিতে ৫ জন-ব্রজবালার প্রবেশ]

১ম ব্রজবালা।

কেন সই প্রা—ণে, কি যেন হা—নে!
কুসুম বা—ণ, দহে প্রা—ণ ফুল বা—ণে!!

২য় ব্রজবালা।

বলি সই কাণে কাণে, রে'খো ভাই মনে মনে,
প্রেমেরি ত্রা—ন, সে না জা—নে পরা—ণে!!

৩য় ব্রজবালা।

তাইতে নয়নের কোণে, হে'রে অচেনা জনে,
আকুল প্রা—ণ, কুল মা—ন গেল টা—নে!!

৪র্থ ব্রজবালা।

ভালো না বাসি মনে, শুদ্ধ আপনা-জনে,
কামিনি মা—ন প্রতি দা—ন, সেনা জা—নে!!

৫ম ব্রজবালা।

কেমনে মানে মানে, র'বো লো তারি সনে,
অমিয়া পা—ন, পরি মা—ণ যেনা জা—নে !!

সকলে।

নব যৌবন ধনে, তাইলো আমিন সনে,
কোরেচি দা—ন, অপমা—ন সো'য়ে প্রা—ণে !!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও পূর্ব্বোক্ত সকীর্ত্তন দলের পুনঃ প্রবেশ]

ব্রজ বাসীগণ। [সংকীর্ত্তনাদি]

হিয়া আ-নন্দে ব্রজধাম, রাধানাম, সার কর হে !
পিয়া আনন্দে, ব্রজনাম সার করহে !! ধ্রু।

ঐ নামের গুণে, ব্রজের ধামে, প্রেম সর হে !
(সেই) প্রে—ম সায়রে ডু'বে, এভবে, তর তর হে ॥

ঐ, নামের গুণে, প্রেম কাননে, ফুটকর হে !
(ও) গোলা—প জাতি যূথী, কুমুদী, ঝর ঝর হে ॥

ঐ, নামের গুণে মনাগুনে,—ফুলশর হে !
(সেই) প্রে—ম অনলে পু'ড়ে,শম্বর,—জর জর হে !!

ঐ, নামের গুণে, নিশা সনে, দিনকর হে !
(সেই) প্রে—ম আগুনে পোড়ে, খোড়ো ঘর, গরগর হে ॥

ঐ, নামের গুণে, হাসে দিনে, হিমকর হে !
(সেই) প্রে—ম পুলকে কাঁপে, ভকত, থর থর হে।।

ঐ, নামের গুণে, ধরাসনে, নরবর হে !
(সেই) প্রে—ম সুরাতে মেতে, পো'ড়ে যায়, ধর ধর হে ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান, ও পূর্ব্বোক্ত নর্ত্তকী দলের
নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ ।]

নর্ত্তকীগণ। গীত।

কামিনি-কাননে প্রেম— ফুল্ ফুটেচে সই।
গোলাপ-আলাপে অলি কুল্ জুটেচে অই !! ধ্রু ॥

গোলাপে তুলিতে হায়, কাঁটা কেন লাগে গায়,
গোলাপ পাতায় বুঝি, দুখ ঢাকা অই !
আলাপে বিলাপ মরি, প্রাণে কত সই !!

প্রেমালাপে অলি ধায়, গোলাপেরি পায়,—
(সখি, মনি যারে চায়,—সঁপে, পরাণি কি তায়,—
যদি, নয়ন না চায়,—কেন, নয়নে নাচায়,—)
প্রাণ কাঁদে সুখ সাথে, দুখ পে'লে সই !
তরলো গোলাপ কলি, অলি ভো'লে কই !!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থানোদ্যম ও দর্শক মণ্ডলী মধ্যে "আক্কো"
"আক্কো" রূপ একি প্রকার ভীষণ রব]

নর্ত্তকীগণ। (পুনশ্চ গীতাদি)

চমকে, চা-রুচীরে,—রুচির, চা-রু কায়!
চিকুর, চমকিত,—চপলা, নে'চে যায়!! ধ্রু॥

চরণ, চাঁপা কলি,—চকিত চারু ধায়!
চমকি' চাহি' চাহি',—চতুরা নে'চে যায়!!

চিত চলিত মরি,—চাঁদিমা চারু ছায়;—
চকোর বিচলিত,—চিবুক চুমি' যায়!!

চিকণ চপলিত,—নিচোলি চলে বায়,—
চিত চমকি' সখি,—চপলা নে'চে যায়!!

চরণে, ফুলশর,—চরিত রচনায়,—
চল লো নে'চে নে'চে,—হেরিগে চপলায়॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান
ও
পট পরিবর্ত্তন।]

[রত্ন পালঙ্কোপরি ব্রজেশ্বরী ও নিম্নে পশ্চাদ্দেশে ব্রজমায়ী আসীনা। সখীগণ কর্ত্তৃক চামর ব্যজন। সম্মুখে—নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।]

ব্রজেশ্বরী। (গীত;—সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীগণ কর্ত্তৃক সুর দেওয়া ও নৃত্যাদি।)

বাঁশিতে সুরে সুরে, চুরি করে প্রা—ণ!
প্রা—ণ সাথে বুঝি, গেল কুল মা—ন!! ধ্রু।

যমুনা জলে পশি'—বাঁশিরো তা—ন,—(সখি)
অবলা কামিনী প্রাণে, হানে ফুল বা—ণ !!

কদম্বমূলে হেরি'—বাঁকা নয়া—ন,—(সখি)
যুবতি-মা—ন তারে, কো'রেচি দা—ন !!

ব্রজ গোপা—ল কত, করে মধু পা—ন,—(সখি)
মা—ঠে হাটে গোঠে, মিলে প্রেম দা—ন !!

প্রেমেরি সার কালা, প্রেম তুফা—ন,—(সখি)
কুল মজালে প্রেম—জলে ফে'লে প্রা—ণ !!

মরমে নব প্রেমে, সঁপেচি পরা—ণ—(সখি)
না বু'ঝে নিলাজ তবু, সয় অপমা—ন !!

সকলে। (হাস্য ও করতালিসহ)
ঐ আস্‌চে লো ঐ আস্‌চে !!

[ফুলধনু ফুলশর হস্তে, মন্মথবেশে শ্রীমান্ আয়ান ঘোষের প্রবেশ। পকেটে অর্দ্ধ দৃষ্ট বোতলের মুখ।]

আয়ান ঘোষ। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে ও গদ্গদ কণ্ঠে স্তব)

মরি রা—স রসে—কিবা রূ—প ছটা,—
যেন প—ঙ্কজদা—ম সুঠা—ম ঘটা!

রতি কা—ম কলা—নহে রূ—প তুলা,—
ভব সা—গরে না—গরী প্রে—ম ভেলা!

কিবা মো—হন তো—ষণ ভূষ—ণ গায়,
নব যৌ—বন জী—বন শো—ষণ তায়!

মৃদু হা—স বিকা—শ সুধা—স আসে,—
কোটি চাঁ—দ ছটা—মুখ ছাঁ—দে হাসে!

কিবা লো—চন শো—চন মো—চন লো,—
নয়নে—রি ঠারে—প্রেম সূ—চন লো!

অধরে—নধরে—সুধারে—সুধা রে,—
অমৃতে—রি ধারা—বিসরে—ক্ষুধা রে!

কিবা চ—ঞ্চল অ—ঞ্চল স—ঞ্চলনে,—
রতি কে—লি কদ—ম্ব ছটা—নয়নে!

কিবা রা—জে সরো—জ উরো—জ তটে,
ছাঁদা আঁ—চল কাঁ—চুলি হে—ম ঘটে!

হেমহা—র ঝলে—সুধাধা—র' পরে,—
প্রেমসা—র সুধা—কুসুমে—রি হারে!

কটি ক্ষী—ণ, সুপী—ন নিত—ম্ব গুরু,—
তাহে বা—স ঢাকা—কিবা হা—সে উরু!

গুরুভা—র সুতা—র সে মা—র শরে,—
সখি মু—গ্ধ প্রাণে—যেন দ—গ্ধ করে!

ধনি আ—বর ও—বররূ—প ঘটা,—
ধর অ—ম্বর স—ম্বরি দে—হছটা!

গতি ম—ন্থর অ—ন্তর আ—লো করে,—
স্বনিত—স্ব তালে—মরি প্রা—ণ হরে!

কিবা ন—র্ত্তন ক—ম্পিত অ—ঙ্গরাশি,—
তাহে প্রা—ণ হরে—ও ভ্রূভ—ঙ্গ-হাসি!

মৃদুহা—স বিলা—স রাঙা—নয়নে,—
তাহে আ—সব-বা—স-তৃষা—বদনে!

মরি, রা—স রসে—তুমি বা—স হরা,—
তুয়া পা—শ প্রেমা—শে এ দা—স ধরা!

রতি র—ঙ্গরসে—গতি দা—য়িনি লো,—
নব অ—ঙ্গ বশে—রতিদা—য়িনি লো!

করি' দা—ন পরা—ণ সুধা—ননি লো,—
পুন প্রা—ণ ল'য়ে—কেন মা—নিনী লো!

প্রেমাধা—র আঁধা—র এ জী—বনে লো,—
তুহি জী—বন সা—র সুলো—চনে লো!

প্রেম সি—ন্ধু জলে—সুখ চ—ন্দন লো,—
চিত ন—ন্দন ব—ন্দন.ব—ন্ধন লো!

মরি চাঁ—দেরি ফাঁ—দ ও ছাঁ—দ হেরি,—
ও কল—ঙ্ক কলা—পে'য়ে প্রা—ণে মরি!

সে কল—ঙ্কে কি ভা—র ও ছা—র ছলা,—
ব্রজবা—লা যে চা—হে কল—ঙ্ক কলা!

তেঁহি প্রে—মেরি সা—র, কোরে—চি কোলে,—
তুয়া হে—মেরি হা—র, পোরে—চি গলে !

জগতে—আছে যা—বৎ রূ—প আভা,—
অরসে—সরসে—তুমি হে—ম প্রভা !

হিয়া হা—র বিহা—র বিলা—সিনি লো,—
সুখভা—র বিকা—র বিনা—শিনি লো !

দুখ অ—শ্রুনীরে—তুমি হা—স্য কলা,—
সুখ বি—শ্বঘোরে—তব আ—স্য কলা।

তুয়া হী—নে পরা—ণে আঁধা—র আমি,—
মোহি দী—নে অধী—নে আধা—র তুমি !

এ পরা—ণি মিশা—য়েচে ছা—য়ে তব,—
এ ভিখা—রি বিকা—য়েছে পা—য়ে তব !

চরণে—শরণে—যদি না—হি ল'বে,—
মরণে—জীবনে—বল কে—রাখিবে ?

হেরি' আ—মিনে কা—মনা ছা—য় সুখে,—
হের কা—মিনি যা—তনা ভা—র বুকে !

হিয়া বে—দনা না—শনা রা—খ মোরে।
প্রিয়ে হা—সনা ভা—সনা প্রে—ম নীরে !

মম আ—পদ স—ম্পদ ভা—গিনি লো,
সতি পু—ণ্যবিভা—তি দা—য়িনি লো !

এসো মা—ন ছে'ড়ে—দুখে ত্রা—ণ কর
ফুলবা—ণ করে,—সুধা পা—ন কর!

[পকেট হইতে উপহার বহিষ্করণ ও শ্রীচরণ পার্শ্বে ভক্তিভাবে
নিবেদন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম]

ব্রজেশ্বরী। [বিমুখ হইয়া, সখীগণের প্রতি।
এবং সখীগণ কর্ত্তৃক আয়ান ঘোষের চতুঃপার্শ্বে নৃত্য ও গীত]

প্রা-ণে বাজে, ওকি বলে সই!
চায় যদি ও গায় পো'ড়ে,—
কা-য়া তায় জ—লে,—অ—নলে সই!
কপটী মদন বেশে, প্রেম কথা বলে হে'সে,—
সা—জ্ কি দেখেছ সখি, লা—জ্ নেই ওর মো'—লে;—

সখিগণ।
বা'—জ কি পড়ে না ভালে,—
ফাঁ—সি নেই গ—লে,—যে বোলে, সই!!

ব্রজেশ্বরী।
দেওনা সখি দেওনা বোলে, বঁধুয়া যাদেরি কোলে,
তারা কি মদনের শরে, ভয় করে আর ভু'—লে;—

সখিগণ।
মিছে কেন সং সাজা আর, দে'খে হিয়ে জ—লে,
বিফলে অই!!

ব্রজেশ্বরী।

আর কতো সই স'বো প্রাণে,
আপমান ওর মনে মনে,
বো'লে দেও সই মানে মানে,
যায় এখনি চো'—লে!

সখিগণ। (আয়ান ঘোষের কাণ ধরিয়া)

আয় দেখি ভাই ধরি কাণে,
টা—নে সে ছু'-লে,—কি বলে সই!!

আয়ান ঘোষ। (ব্রজেশ্বরীর সম্মুখে কাণ বাড়াইয়া—প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে জয়দেবের সুরে)

প্রিয়ে,—

মা—ন ময়ি ভা—ণ করি', কা—ণ যদি ধর রাধে,—
টা—ন পে'য়ে দা—ন করি প্রা—ণং!
সা—ধ বরবা—দ,—পরমা—দ কেন কর ধনি,
দে—হি তুয়া কমল মধুপা—নং!!

দো—ষ হেরি শ্রী—চরণে রো—ষ যদি বা—সো মনে,
দে—হি খর নখর শর ঘা—তং।
আ—সি' বুকে বে—শ ছাড়ি', কে—শ ধরি' শে—ষ করি',
দে—হি প্রতিশো—ধ পদাঘা—তং॥

তুমি সে মম বা— সনা, তুমি সে মম ভা—বনা,
ত্বং হি মম যা—তনা নিবা—রিণী।
তুমি সে হিয়াকা—শ— সুবিকা—শ চারু চন্দ্রমা,
ত্বমসি মম ধরম বল রূ—পিণী॥

তুয়া ভকতি হা—র শুধু সা—র করি' হিয়া 'পরে,
পা—র হব ভব জলধি জা—লং।
তুয়া প্রেমেরি গা—ন, সুধা পা—ন করি' সুন্দরি,
প্রা—ণে মরি হেরি' চরণ তা—লং॥

তুয়া তরে স্বদে—শ— সাধু বে—শ ছাড়ি' সুন্দরি,
পেয়েচি কত ক্লে—শ গুরু ভা—রং।
ছা—র পরিবা—র ত্যজি' অন্তরে বিচা—রি সদা,
সা—র পদপল্লব মুদা—রং॥

তুয়া মুখ নেহা—রি দুখভা—র কত সো'য়ে থাকি,
মরম খুলি' কা—রে বলি দুঃ—খং।
তুয়া বুক নেহা—রি প্রেম বা—রি মদে মাতোয়ারা,
দে—হি ধনি পরশ সুখ মো—ক্ষং॥

তুয়া বদন চন্দ্রমা—রভস হসিতা—ধরে,
রোচয়তি লো—চন চকো—রং।
তুয়া জলদ জা—লে পিয়া চা—তক পিয়া—সী আমি,
দে— হি প্রেম বা—রি সুধাধা—রং॥

তুয়া কুসুম ছ—ন্দ মরি প্রে—ম সুধা কন্দ—রে,
দে—হি প্রেম পুষ্প মকর—ন্দং।
তুয়া চরণে ই—ন্দুমুখি বন্দী আমি সু—ন্দরি,
ত্রা—হি দেবি ঘো—র ভবব—ন্ধং॥

মা—ন ত্যজি'হে—মলতা, দা—ন কর প্রে—ম কণা
প্রা—ণ রাখ হা—নি' সে কটা—ক্ষং।
সরল তুয়া প্রা—ণ মোহি গরল কাহে ভে—লহি,
নিঠুর মনে কঠোর কেন স—খ্যং॥

অবোধ তুয়া দা—স যদি দো—ষ করি পায় তব,
দে—হি যত সা—ধ তত গা—লিং।
অথবা ধরি' মা—থে মনসা—খে তুয়া হা—তে লো,—
দে—হি মাখি' গা—লে চুণ কা—লিং॥

পা—প পরিতা—প অভিশা—পে সে বিলা—প সুধু,
মু—ণ্ডে তুয়া দ—ণ্ড করি চা—লং।
তৈ—খনি হুতা—শনে—দহল হিয়া ঐ ছনে,—
গরবিণি তা স্মরবি কত কা—লং॥

তেঁ—হি অভিমা—নে বুঝি দুর্জ্জয় এমা—ন তুয়া;
সা—ধল বিধাতা মুঝে বা—দং।
পে—খি' তুয়া রা—গ মোরি ভা—গ আজু ফা—টল,
বা—ধল সুরা—গ সুখ সা—ধং॥

নব নাগর সা—থ, ধরি হা—ত, কর মন্ত্রণা,
ছা—ড়িতে পুরা—ণ বঁধু ভ—জং।
এ—হি তুয়া খে—দ বুকে শে—ল দেই গে—য়ল,
পা—হি ধনি দে—হ অনুর—জং॥

খুলই আধ আঁ—চরে, বসাই' সতি কা—তরে,
প্রে—ম সুখে দে—হি সুধাসা—রং!
বিহসি কুসুমা—করে, শিরসি মম আ—দরে,
দে—হি পদ পল্লব মুদা—রং!!

[শ্রীমতীর চরণ ধারণে উদ্যম, কিন্তু বক্ষে সজোর পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে ব্রজমায়ীর পদপ্রান্তে পতিত। তদবস্থায় ব্রজমায়ীর চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত।]

রাখ্ মা এবিপদে, ধ—রি পা,
ওগো,—মা, মা, মা, মা!
তো—রি তনয়াতাপে পো—ড়ে গা॥ ধ্রু

প্রাণেরি ভগিনীধনে,
রেখেচি মা সযতনে,
তবু প্রেম আলাপনে, বলে কেন 'না'—।

শুধা মা কিসেরিতরে,
অত জোরে লাথি মারে,
তার্ মা এভবঘোরে, ছেলের মাথা খা॥

তনয়ার তোর খেয়ে লাথি,
ভেঙ্গে যে মা গেল ছাতি,
বুকের ভিতর হো'লো বুঝি প্রেম পীযুষের ঘা।

পো'ড়ে মাগো তোরি পায়ে,
ব্রজের রজ মাখ্‌চি গায়ে,
তবু কি তোর এমন দায়ে, দয়া হবেনা?

ভগনীর সে প্রেমের বারি,
কখনো কি ভুল্‌তে পারি,
বোঝা মা তোর তনয়ারে, নয়ন তু'লে চা॥

[ব্রজমায়ী কর্ত্তৃক সম্মার্জ্জনী প্রহার, এবং ব্রজেশ্বরী ও সখিগণ কর্ত্তৃক কিল্ চড় কর্ণমর্দ্দন, পদাঘাতদি]

ওমা আর বাকি কত, প্রেম সায়রে সুধা এত,
পায়ে ধরি, জল্ জল্!
(পুনশ্চ প্রহার) ও বা—বা!!

[উঠিবার চেষ্টা, ও প্রেমের ঘোরে পতন বমন ও মূর্চ্ছা।]

ব্রজময়ী।
হাস্‌চিস কি ছুঁড়ি গুলো, দেখ্ তোদের ঐ নাগর মো'লো,
ধুলোয় পোড়ে যাচ্চে গড়াগড়ি!
ভাবের ঘোরে ভবের বঁধু, খা'চ্চে বুঝি প্রেমের মধু,
চা'চ্চে আপ্নার মুখে মধুর বারি!!

ভাবিস্ কিলো যাচ্ছি সো'রে,   ঢে'লে দিবি মুখ্‌টা ভো'রে,
প্রেমের জলের ধারা তাড়াতড়ি।
জল্ গে'লে ফের চেতন হবে,   প্রেমের নেশা ছু'টে যাবে,
আরনা তবে কোর্‌বে বাড়াবাড়ি॥

[ব্রজেশ্বরী ও সখিগণ কর্তৃক ক্রমান্বয়ে ব্রজমায়ীর আদেশ পালন; এবং অভীনেত্রী গণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া!]

[পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসী গণের সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ—এবং ভাবের উন্মাদ, প্রেমাশ্রু, পুলক প্রভৃতি সহ—দণ্ডবৎ, গড়াগড়ি ইত্যাদি]

(সংকীর্ত্তন)

ব্রজবাসিগণ।

রাধার প্রে—মে মেতেছে গোরা,—
ও মাধাই, দে'খে যা রে আয়!
রাধার প্রে—মে মুরছি সারা,—
ধরাতে,— গড়াগড়ি যায়!! ধ্রু॥

রাধার প্রেম মদে যে মাতোয়ারা,—
জ্ঞান হারা,—কাদাতে লুটায়!
রাধার, প্রে—ম বারিতে ডু'বে,—
আসবে,—হিয়ে ভে'সে যায়!!

রাধার, প্রেম রতি চিন্ আহা মরি,—
বিজোরি,—ফু'টে যেন গায় !
রাধার প্রে—ম পুলকে ভোলা,—
কালাচাঁদ্,—কাঁদে উভরায় !!

রাধার, প্রেমতুফানে দিশেহারা,—
অপরা,—ভকতি হিয়ায় !
রাধার,—প্রে—ম মাখানো নামে,
সুঠামে,— উ'ঠে যে দাঁড়ায় !!

আয়ান ঘোষ। [প্রেমের মদে টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে, আধো আধো সংকীর্ত্তন ও নৃত্য]

ব্রজে আজ্ কি মধুর্ নাম !
নাম শুনে প্রাণ জুড়ালোরে !
ব্রজের্ ধামে, ব্রজের্ নামে,
প্রে—মে প্রাণ মাতিলো রে !! ধ্রু।

মেরেছে কলসির কাণা,
তাই বো'লে কি নাম নেবোনা,—
ব্রজের নামে নাচ্ রে মাধাই,
গোণা দিন্ যে ফুর্ লো রে !!

মেরেছে চরণের লাথি,—
ফুলের ঘায়ে নাইরে ক্ষেতি,
প্রেমের সুরা প্রেমের ধারায়,
তাও দেখ সে বিলালোরে !!

[ভাবোন্মাদে শ্রীমতীর পদপ্রান্তে পুনশ্চ পতন।]

ব্রজবাসীগণ। (সংকীর্ত্তন)

রাধা মাধব রূপে—
কি দিব উপমা রে !
শ্যাম নব মধুকর,—
রাই ফুল সমা রে !! ধ্রু।

দেখ্‌রে,—ন—য়ন্—খু’—লে !—
পদতলে ভোলানাথ,
রাই রণ শ্যামা রে !!

দেখ্‌রে, আঁ—খি—মি’—লে,—
রাই যেন সোণার কাঁঠি,—
শ্যাম কালো ঝামারে !!

নাচ্ রে,—বা—হু—তু—লে ;—
যুগল্ রূপ হে'রে সবাই,
যমের ভয় কমা রে!!

শোনরে,—জ—গৎ—ব—লে,—
রাই বুঝি শ্যামের মামী,
শ্যাম রে'য়ের মামা রে!!

যবনিকা পতন।

আমিন-প্রহসন।

৪র্থ দৃশ্য।

সহর কোটালের দরবার।

[গদিতে শ্রীযুত সহর কোটাল মহাশয় আসীন। নিকটে সহকারী সহর কোটাল বিনীতভাবে। সম্মুখে শতাধিক সশস্ত্র কোটাল দণ্ডায়মান]

নেপথ্যে—(কলরব ও চীৎকার)

ওরে—চোর্ রে, চোর রে!
আমিন্ বেগুন চুরি কোল্লে রে!
ঐ যায়—ঐ যায়! ধর্ ধর্, মার্ মার্,
(গুম্ গাম্, দুপ্ দাপ্ শব্দ)
ও বাবা, মে'লে রে! খুন্ কো'রে ফেল্লে রে!
ওরে দাদা ও কারে মার্চ্চিস্?—
এযে দেখ্‌চি আমিন নয়—কোটাল!
অ্যাঁ—তাইতো, কি হবে!

ভেবেছিলুম আমিন শা—!—
নারে এ যে দেখ্‌চি কোটাল বা—!
কোটাল সায়েব, ভু'লে একটা কায
হোয়ে গেছে—রাগ করোনা !
ওরে পালা রে পালা !

ইত্যাদি।

সকলে। (স্তম্ভিত ও উৎকর্ণ)

[ঊর্দ্ধশ্বাসে ভীমে কোটালের প্রবেশ]

ভীমে কোটাল। (হাঁপিতে হাঁপিতে—সেলাম করতঃ)

মোলুম মোলুম বাপ বাপ্‌, হুজুর মালিক মাই বাপ্‌,
একটু হো'লেই কোর্‌তো আমায় খুন্‌!
হুজুর রৈতে এমন হোলো, আইন কানুন উল্টে গেল,
কোটালির মুখে কালি চুণ ?—
হুজুরের গোলাম মোরা, হুজুরের ইজ্জতে পোরা,
গে'য়ে থাকি হুজুরেরি গুণ !—
হুজুরেরি জোরে জোর, হুজুরেরি তরে চোর,—
খে'য়ে থাকি হুজুরেরি নুন॥
মা'র খেয়ে গেল জান, ঠ্যাং ভেঙ্গে অপমান,
আন্‌চান্‌ করে আমার দে' !
হুজুরের দয়া বিনে, গোলাম্‌ অধীনাধীনে,
এ বিপদে রাখে বল্‌ কে ?

সহর কোটাল।

কেন রে কোটাল তোর কি হোয়েছে বল্।
কে তোরে মেরেছে তারে দিব প্রতিফল॥

ভীমে।

হুজুরেরি হুকুম জোরে, হুজুরেরি সেবার তরে,
বাড়ীর ধারে তুল্‌ছিনু বেগুন।
কোত্থেকে ঐ নদীধারে, চাসার পো'রা ঘাড়ে ধো'রে,
মে'রে মে'রে কোল্লে দেখ খুন॥

সহর কোটাল। (সক্রোধে)

এখনি তাদের আমি ঘটাব প্রমাদ।
জলে থে'কে কুমীরের সনে করে বাদ?
বল্ ভীমে কার সে বেগুনবাড়ী ছিল ;—
যেথায় চাসারা তোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দিল?

ভীমে।

বাড়িটাতো, চাসাদেরি, গেছে এখন জানা।
আগে অতো, খোঁজ করিনি,'—দরকার ছিল না।
হুজুরেরি সেবার তরে, হুজুরিন্ আ'জ বিহান ভোরে,
হুকুম আমায় দিয়েছিলেন ডে'কে।
তাইতে আমি ছু'টে ছু'টে,—চাসাদের ঐ বেড়া কে'টে
বেগুন চুরি কোর্ত্তেছিলুম রু'খে॥
হুজুরিন্ চামারের বেটী, কিন্তু কিবে পরিপাটী,
নৈলে কিসে লাগ্‌তো হুজুর ভোগে?

সাঙ্গা যদি হো'তো পাকা, হুজুর যদি হোতেন বাঁকা,
পোড়্তো ছুঁড়ি মাগা মুচির ভাগে ॥
তাইতে এমন ভাল বাসে, বোল্লে আমায় হেঁসে হেঁসে,—
"জল খাওয়াব, বেগুন কিছু চাই।
"নদীর ধারে কাদের ক্ষেতে, নতুন বেগুন ধোর্চ্চে তাতে,
"যত পাবি আন্‌বি আমার ঠাঁই !!"
হুজুরিনের হুকুম পেয়ে, অম্নি আমি গেলুম ধে'য়ে,
আঁচল পে'তে কর্চ্চি আমি যেমন চুরি।
কোত্থেকে ঐ এলো তারা, মাল্লে ধোরে চোরের পারা,
গরিব নেয়াজ, গলায় দিলে ছুরি ॥

সহর কোটাল।
বল্ দেখি ভীমে, তোরে মে'লে যারা গুতো।
গায়ে পায়ে তাদের কি ছিল জামা জুতো ?

ভীমে। মনের ঘোরে, ভালো কো'রে, দেখিনি' তখন।
মে'রের চো'টে, নদীর ঘাটে, ছিল না চেতন ॥

স-কো। ঠিক্ কথা বল ভীম, বাড়া'ও না রাগ।
এই যে জুতোর মত পিঠে তোর দাগ ॥

ভীমে। তাড়াতাড়ি ঢুকনু' যেমন, ভেঙে, তাদের বেড়া !
কাঁটার খোঁচা লে'গে বুঝি, পিঠটা গেছে ছেঁড়া !!

স-কো। মা'র খে'য়ে ভীমে তোর ছিল না চেতন।
বুঝিবার ভুল তাই হ'য়েছে এমন ॥

দেখ্ তোরে হেনমতে মেরেছিল যারা।
অবশ্য ছিল রে তারা জামা জুতো পরা ॥
ওই দেখ্—বোতামের দাগ তোর্ বুকে।
অবশ্য মেরেছে তোরে জামা পরা লোকে ॥
সহর কোটালি কে'রে, পে'কে গেল চুল।
এ সব সামান্য কাজে হয় কিরে ভুল?
জামা জুতো পরা লোকে ভয় নাহি করি।
রেপোটের জোরে সবে জেলে দিতে পারি ॥
বুঝেছি স্মরণ তোর হোয়েছে এখন।
জামা জুতো পরা লোকে মেরেছে,—কেমন?—

ভীমে। আমি কি, হুজুরের কাছে, মিছে বোল্‌তে পারি?
দেখি নাই—

স-কো। এই তো সকল কথা হইল প্রকাশ।
এত টা সময় মিছে করিলি বিনাশ।
দেখিলে হে সভাজন, পাইলে প্রমাণ।
জামা জুতো পরা লোকে করে অপমান ॥
লোকে বলে, মিছে আমি দেই অপবাদ।
ঘুচিল এখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ?
মারামারি, খুনোখুনি,—জানি চিরদিন।—
যেখানেই হবে, সেথা আছয়ে আমিন ॥
আর না করিব আমি কোনমতে সহ্য।
আমিনের উপদ্রবে ছারখার রাজ্য ॥

দেখিব কেমনে তারা করে সে আমিনি।
সাজ রে কোটালগণ, যাও রে এখনি ॥
যাদের গায়েতে পাবে জামা জুতো চিন্।
অবশ্য জানিবে তারা হয় রে আমিন ॥
তার সনে হাতে যদি কাগজের খাতা।
তদুপরি মাথে যার দেখিবেরে ছাতা ॥
জানিবে নিশ্চয় সেহ করয়ে আমিনি।
হাতে পায়ে পিঠ্ মোড়া বাঁধিবে তখনি ॥
যাও রে কোটালগণ, না করিহ দেরি।
হেন অত্যাচার আর সহিতে না পারি ॥

[কোটালগণের মধ্যে অস্ত্র ঝন্‌ঝনা]

সহকারী সহর কোটাল। (কর যোড়ে)
খোদাবন্দ ! আছে এক আরজ আমার্ ॥
মর্জ্জি যদি হয় তবে বোলে তাবেদার ॥

স-কো। বল বল কি বলিবে, নাহি কোন ভয়।
আমিনের অপমান আর নাহি সয় ॥

স-স-কো। জনাব মালিক আপ্ দিন দুনিয়া'র।
গোস্তাকি কিজিয়ে মাফ্, মুই তাবেদার ॥
রাখিবার কাটিবার মালিক হজুর।
জানে হামি আমিনের হাজার কসুর ॥
হজুরে মালুম্ আছে আমিনের কাম।
বদ্‌মাস সভি তারা নিমক হারাম ॥

হুজুর হইলে রঞ্জ্ কৌন্‌সা—বাঁচে।
মেহের বানিতে তারা আভিতক্ আছে॥
ঝুট্‌মুট্ কাহে তবে লড়া'য়ের সাজ।
কীরা মারিবারে কাহে কামান আওয়াজ॥
সুবিচার তজ্‌বিজে ইন্‌সাফ্ হো'লে।
দুষ্‌মন্ জব্দ হবে কানুনের বলে॥
গোয়া সাবুদের সাথ রেপোড্ ভেজিলে।
কাজি সাহেবের বাতে যাবেক জেহালে॥

স-কো। ঠিক্ ঠিক্ বেশ কথা পড়িয়েছ মনে।
তদন্ত করিয়া আরো, পাঠাব সেখানে॥
এ পর্য্যন্ত ঘটনায় হ'য়েছে প্রমাণ।
চল্লিশ পঞ্চাশ জন আমিন বে'মান॥
সকলেই মোটা মোটা লাঠি সোঁটা ধো'রে।
এসেছিল কোটালেরে খুন্ করিবারে॥
বেড়া ভে'ঙ্গে, ঘরে অনধিকার প্রবেশ।
অবৈধ জনতা তারা কোরেছে বিশেষ॥
গুরুতর রূপে ফের্ কোটালে মেরেছে।
বোত্তামের দাগে সব প্রমাণ্ হোয়েছে॥
এক কথা ঠিক্ কো'রে বল্ দেখি ভীমে।
বাড়ীর বেগুন কভু খায় কি আমিনে?

ভীমে। মিছে কথা, বোল্‌বোনা, দেখি নাই চো'খে।
দোসাদ্, জে'তে তে মুই—

স-কো। দেখ্ ভীমে, খেলাপ হইলে এজাহার।
কেমনে করিব আমি সূক্ষ্ম সুবিচার?
সেই যে আমারে তুই বলিলি সে দিন।
বেগুন পুড়িয়ে মুড়ি খে'য়েছে আমিন?
তোরি ঘরে মুড়ি তারা চেয়ে নিয়েছিল।
বেগুন পোড়ার সাথে তাই খেয়েছিল?

ভীমে। না হুজুর সে দিন যে মুড়ি চেয়েছিল।
আমিনের পেয়্দা সে, আমিন না ছিল॥

স-কো। ঠিক্ কথা, কিন্তু ঐ পেয়াদা কি কভু।
খে'তে পারে মুড়িভাজা ফে'লে তার প্রভু
নিশ্চয় সে চে'য়েছিল আমিনের তরে।
নিশ্চয় তা দিয়েছিল আমিন সবারে॥
নতুবা বেগুন পোড়া, মাখা তায় মুড়ি।
যারে তারে অমনি কি দেয় তোর নারী?

ভীমে। আজ্ঞে—তাইতো,—কিন্তু—

স-কো। হোয়েছে প্রমাণ আর দ্বিধা নাহি তায়।
সদাই বেগুন পোড়া আমিনেরা খায়॥
তারপর বল্ দেখি ঠিক্ মনে কো'রে।
সব কথা জানা যাবে তোরি এজাহারে॥
গিয়েছিলি যে বেগুন চুরি করিবারে।
তার মাঝে দু চারিটা দিতিস্ না ঘরে?

ভীমে। আজ্ঞে হুজুর, তাইকি আমি, রাখ্তে পারি ঘরে?
হুজুরিণ্ যে চেয়েছিল, হুজুরেরি তরে॥

স-কো। নিজে হাতে নাই' দিলি কোটালিন্ করে।
অবশ্য সে নিতো দুটো লুকা'য়েও তোরে ॥
তবেই আবার সেই আগেকার মত।
আমিন বেগুন পোড়া চে'য়ে আ'জ খে'তো ॥

সকলে। আহা, কি সূক্ষ্ম বিচার !
হুজুরের কি সূক্ষ্ম তদন্ত !
দুধের দুধ, জলের জল !!

স-কো। তবেই এখন সবে প্রমাণ পাইলে।
উপস্থিত সভাজন সাক্ষীও থাকিলে ॥
চুরি করি যে বেগুন আনিত কোটাল।
সকলি খাইত আজ আমিনের পাল ॥
'খাইত না' একথার প্রমাণঅভাব।
পূর্ব্বেই গিয়েছে জানা তাদের স্বভাব ॥
অতএব দেখা গেল বেগুন চুরিতে।
আমিনের উত্তেজনা ছিল বিধিমতে ॥
চুরির কারণ শুধু আমিনের ভয়।
আসামী আমিন ইথে নাহিক সংশয় ॥

সকলে। ধন্য বিচার।
ধন্য তদন্ত।
ধন্য দরবার !

স কো। শোন শোন আরো কথা প্রকাশ হইবে।
অপরাধ আরো কত দেখিতে পাইবে ॥

আমিন বেগুন যত দেখিবারে পায়।
হোয়েছে প্রমাণ,—তারা পোড়াইয়া খায়॥
কভু নাহি খায় কাঁচা, আমাদের মত।
আসামী আমিন জাতি অপরাধী এত॥
বল দেখি সবে এবে, পোড়া'তে বেগুন।
দরকার হয় কি না কাঠের আগুন?

সকলে। এক শ বার! এক শ বার!!
আগুন নৈলে কি বেগুন পোড়ে!!

স-কো। তবে দেখ পোড়াইতে একটি বেগুন।
দরকার শতবার জ্বালিতে আগুন॥
একটির তরে চুলো জ্বালা শতবার।
বল দেখি সভাজন সাধ্য হয় কার?
রাঁধিবারে ভাত যারা কাঠ নাহি পায়।
বেগুন পোড়া'তে কাঠ পাইবে কোথায়?
আমিন বেগুন তবে কিরূপে পোড়ায়!—
অবশ্যই ঘরে তারা আগুন লাগায়॥
একেবারে শতাধিক চুলোর আগুন।
পে'য়ে তায় মহানন্দে পোড়ায় বেগুন॥
তবেই প্রমাণ হ'লো যত গৃহদাহ।
আমিনের কৃতকার্য্য নাহিক সন্দেহ॥

স-স-কো। ওঃ হো! সো-ভান্ আল্লা! ক্যা খুব্ ক্যা খুব্।
হুজুরের তকিকাতে লেগেছে তা'-জুব॥

জঁহাপনা, না করিলে এমত বিচার।
খোদা কি মালিক করে দিন দুনিয়ার ॥

স-কো। শুধাই আরেক কথা, বল সত্য মতে।
মদের কি চাট্ হয় বেগুন পোড়াতে?

সকলে। দিব্বি চাট্ হয়!
আহা! চমৎকার চাট্ হয়!

স-কো। তবেই প্রত্যক্ষ হ'লো প্রমাণ ইহার।
যে খায় বেগুন পোড়া, মদ সেও খায় ॥
সতত বেগুন পোড়া খায় যে আমিন।
সুতরাং মদ তারা পিয়ে নিশিদিন ॥
দুরন্ত আমিন জাতি মদ খায় যদি।
গাঁজা গুলি অবশ্যই খায় নিরবধি ॥
শুনেছি পুরাণে মদ নেশার প্রধান।
আর যত নেশা হয় তাহারি সোপান ॥
আরো এক কথা আছে, মদ যারা খায়।
অবশ্যই তারা তবে বেশ্যা বাটী যায় ॥
বদমাশ আড্ডা সদা হয় বেশ্যা বাটী।
সতত যেথায় মারামারি কাটাকাটি ॥
অতএব সুতদন্তে হইল প্রকাশ।
মাতাল আমিন জাতি গণিকার দাস ॥
গণিকার গৃহে সদা করয়ে আমিনি।
তার সনে নেশা ঘোরে করে খুনোখুনি ॥

বেশ্যা লাগি দিবারাতি মদের নেশায়।
কোটালেরে মারে লাথি কথায় কথায়॥

সকলে। জয় হুজুর মালিককী!
জয় বিচার কী!
জয় বুদ্ধিকী!!

স-কো। অধিক তদন্তে আর নাই প্রয়োজন।
গোটা দুই কথা মাত্র বলিব এখন॥
হ্যাঁরে ভীমে, হাত তোর গেল কিসে কাটা।
বেগুনের গাছে এত থাকে কিরে কাঁটা?

ভীমে। বোল্‌বোকিসে কাঁটার কথা, গা দিয়েছে ফু'ড়ে।
তার সাথে এই, দেখুন আবার, কাপড় গেছে ছিঁড়ে॥

স-কো। এহেন কাঁটার গাছে কে দেয় প্রশ্রয়?
আমিন বেগুন ভোজী, নিশ্চয় নিশ্চয়!!

গুরুতর শারীরিক আঘাত কারণ।
অবশ্য আমিন হয় অপরাধী জন॥

বস্ত্র ছেঁড়া অপরাধ উভয় আইনে।
খেসারতে দায়ী তায় হয় রে আমিনে॥

অপর একটি কথা বলি এইস্থান।
কোটালের এজাহারে হোয়েছে প্রমাণ॥

আমিনগণেরে দেয় কোটালের নারী।
সদাই বেগুন পোড়া আর ভাজা মুড়ি॥

নারী হো'য়ে অতো যদি বেগুন বিলায়।
নিশ্চয় আমিন তারে প্রেমেতে মজায়॥
সতীত্ব নাশয়ে তবে আমিন তাহার।
প্রমাণ হইল আরো, করে বলাৎকার॥
তদন্তে সমস্ত কথা হইল প্রচার।
তদন্তী রিপোর্ট আমি লিখিব এবার॥

[সহকারী কর্ত্তৃক কাগজ কলমাদি প্রদান ও সহর কোটাল কর্ত্তৃক নানাভাব ভঙ্গী সহক নিম্নলিখিত রিপোর্ট লিখন ও পাঠ]

সহর কোটাল।

রিপোর্ট।

[আমিন সম্বন্দিয়—নং ৩৫১]

মহামান্নবর শ্রীযুক্ত কাজি শাহেব হুজুর মালিক
বরাবরেশু।

উপস্থিত। ফরিয়াদি,—শ্রীমান্ ভীমাদোসাদ্ কোটাল।
অনুপস্থিত। আসামী—আমিনগণ।

উপস্থীত শাখ্যগন—

১। শ্রীযুত সেখ হোসেন জান——শহকারি সহর কোটাল।

২। শ্রীযুত মাগারাম চম্মকার।

৩। শ্রীমতি—ত্বলি চামারিন্ (ওরফে হুজুরিণ)।

৪। শ্রীমতি—শুভদ্দা দোশাদিন্।
(ভিমা কোটালের পত্নি)।

৫। শ্রীমান্—বেহ্মানন্দ হাড়ি।

৬। ,, —সত্যনিষ্ট ডোম।

৭। ,, —ধম্মরাজ দোসাদ্।

৮। ,, —হরে কিষ্ট নে'ড়ে।

৯। শ্রীমতি—গরবি বৈষ্টবি।

১০। এবং দুই তিন শত কোটাল॥

শাক্ষ্যগন সমিভ্ভারে, পক্ষ্যদের এজাহারে,
ঘটনার হইলো তদন্ত।
তিন মাশ করি চ্রম, এতদিনে গেল ভম্,
পেমান্ সে হইলো একান্ত॥
আশামি আমীন জাতী, গুরু অপরাদ অতী,
নানাবিধো হইল শাব্বেস্ত।
ঘটনা সকলি শোর্ত্ত, পেকাস হইল অদ্র্য,
সপ্পেমান করিলা সমস্ত॥

আমিনের ভিত্য যত, আমিণের কথা মত,
নারি দে'খে চায় শে বেগুন।
(১) অশ্‌শিলতা সুনে তায়, লাজে শবে মরে যায়,
আমীনের কত কব গুন ॥

তারপর দেখা যায়, (২) বেগুণ চুরিতে শায়,
কোটালীনে করে (৩) উত্রেজনা।
কোটাল বেচারা বোকা, দিয়ে তার বুকে ধোকা,
করে ফের্‌ তারে পেবঞ্চনা (৪) ॥
অধিকন্ত দেখি এটা, বেগুণ তুলিতে কাঁটা,
ফু'টে যায় কোটালের গায়। (৫)
তারপরে জুতো মেরে, (৬) বোতামে আঘাত ক'রে, (৭)
খুন প্র'ায় কোরেছে তাহায় ॥ (৮)

আমিনে মেরেছে এত, (৯) পা ভেঙ্গে দিয়েছে কত, (১০)
খু'ন তারে হইতেই হবে।
আজি না মরে কোটাল, বাঁচিবে না ছিরকাল,
এক দিন অবশ্যি মরিবে ॥
তদন্তে আরো প্রেকাস, বেগুণের চাটে আস্‌,
মদ বীনে হয় কি এমন। (১১)
বেগুন পোড়ার সাতে, তাই তারা দিনে রে'তে,—
মদ খে'য়ে করে সুহ্ খুন ॥ (১২)
মদ্রের সহীত তায়, গাঁজা, গুলী ভাং খায়, (১৫)
চরশ, আফীং আর চণ্ডু। (১৮)

নেশা করি ভোরপুর, আঁখি করে চুরচুর,
বেস্যা নিয়ে (১৯) কাটে শবার মুণ্ডু ॥ (২০)

বিহীত তদন্ত পরে, কোটালের ইজাহারে,
আরো ইহা হয় সপ্রেমাণ।
আমীণ বেগুণ চায়. কোটালীন দেয় তায়,
তার সাথে কূল শিল মান ॥

কোটালীণ ইজাহারে, শমস্ত প্রকাস করে,
আমীনের আছয়ে ঘটন। (২১)
বে আইনী সংঘটণে, ভুন হত্তা হয় দিনে, (২২)
গর্ব্ভপাৎ যখন তখন ॥ (২৩)

তার শাতে বলাৎকার, (২৪) হেরি সদা চমৎকার,
মাঠে ঘাটে করিয়া বেড়ায়।
আমীন দুরন্ত জাতী, সান্ত্বী ভঙ্গ দিবা রাতি, (২৫)
মারে লাথি কথায় কথায় ॥ (২৬)

এক বেগুণের জন্নে, ঘুশ খায় পানপন্যে,— (২৭)
তারপরে দাতারে ঠকায়। (২৭)
আরো তারা মেগে খায়, (২৯) দাম নাহি দেয় তায়, (৩০)
ভিকারির পেচ্ছয় বাড়ায় ॥ (৩১)

কোটালে দিয়েছে গালী (৩২) কুলে তার দিল কালী (৩৩)
অপরাধ আরো কত বহু। (৩৪)
কোটালে প্রেহার ক'রে গুরু অপরাধ করে,
রাজ অপমাণ (৩৫) রাজ দোহ ॥ (৩৬)

এত অপরাধ যার, দণ্ডের বাঁধান তার,
দণ্ডবিধি আইনে যে নাই।
আইনের শংসোধন, অত্যাবস্য পৃয়োষন,
নতুবা যে বাধীবে লড়াই ॥

আইনের যে পর্জ্জন্ত, শংসোধন শুনিস্পার্দ্ধ্য,
নাহি হয় হজুর বিচারে।
ততদিন বধ্য কো'রে, হাজতের কারাগারে,
রাখিলাম আমীন শভারে ॥

পুনশ্চ এ নিবেদন, কোটালের পেমোশন,
হয় যেন বিহীত আদেসে।
আমীনে ছারিতে পারি, কোটালের পায়ে ধরি,
যদি তারা খেমা চায় শেসে ॥

ইতি তারিখ উনীস সতাব্দী।

নিঃ শ্রীঃ—সহর কোটাল ॥

স-স-কো। ওঃ হো! জনাব আলি, আজব বিচার।
গরীব পর্ব্বর সোলেমান অবতার ॥
তার সাথ্ দেখেঁ কিবা শ্লয়ের তারিফ্।
তক্ত্ পর্ ঠিক্—হাফেজের তশ্রিফ্ ॥

স-কো। (সহাস্যে)

কি আর দেখিলে তুমি কবিত্ব আমার।
এ সব তো মোটা কথা নাই অলঙ্কার ॥
মনে কিহে নাই সেই হত্যা বিবরণ।
যে তদন্তে হয়েছিল মোর প্রেমোশন ?
একটু এখনি তবে শোনাব তোমারে।
কবিবিনা কাব্যরস বুঝিতে কে পারে ?

"আহা কিবা খুন করি রামা পলাইল।
পশ্চিম গগনে যেন ভানু অস্ত গেল ॥
খুন করি ফেলি দিল নদীর সলিলে।
মরি কিবা শোভা যেন কোকনদ জলে ॥
ওপারে বাগানে রামা লুকায়ে রহিল।
এ হেন সময়ে শামা হাত ধু'তে গেল ॥
অমনি তাহারে দেখি সিপাই প্রহরী।
আসামী গ্রেপ্তার কৈল শামা হাতে ধরি ॥
মরি মরি কিবা শোভা হাতে ধরাধরি।
প্রেমিক প্রেমিকা যেন প্রেমে জড়াজড়ি ॥
আহা কিবা শামা হাতে পায়েতে বাঁধিল।
প্রহারের চোটে শামা কাঁদিতে লাগিল ॥
হায়রে যেমনি কাঁদে কামিনী রতন।
বিদেশে প্রাণের পতি যায়রে যখন ॥

খুন হইবার ভয়ে কবুল করিল।
বামাল সহিতে শামা চালান হইল॥
বিচারে অবশ্য ফাঁসি হবে শামা গলে।
নিবেদন ইতি প্রভু চরণকমলে॥"

[নেপথ্যে-আনন্দ লহরীর সহিত গীত]

(বাউলের সুরে)

ঘুম ছে'ড়ে মন ওঠ্‌রে এবার !
জ্ঞানের রবি হিয়াকাশে,—
ঘুচ্‌বে রে তোর মায়ার আঁধার !! ধ্রু !!

হৃদয়েরি সরজমিনে,—
জরিপ করো মনের বিকার !
সকাল বিকাল নেই রে মানা,
খানা-পুরি কো'রে নে তার !!

যে যেমনে মাপ্‌বে রে মন,
তেমনি তার মিল্‌বে আধার !
ন্যায়ের কাঁটা সোজায় ধোরে,—
প্রাণে মনে কর্‌রে বিচার !!

প্রেম শিকলে টান্ দি'লে হায়,—
ধরা দেয়-সে দয়ার আধার !
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো,—
এমন্ কোথা' দেখিস্‌নি' আর !!

প্রাণ তুলিতে মাখিয়ে আবার,
পঞ্চভূতের রংএর বাহার!
হিয়াপটে আঁক্ দেখি ভাই,—
বিশ্বরূপের নক্‌সা সাকার!!

পেন্‌সিলের দাগ্ মায়ার খেলা,—
ঠিক্ থাকে না ছায়ার প্রকার!
কালী দি'য়ে দাগ্‌লে প্রাণে,
ধ্যানে থাকে মায়ের আকার!!

প্রবৃত্তি কলমে লেখা,—
জীবনেরি খস্‌ড়া ব্যাপার!
নিবৃত্তিতে দাখিল্ হবে,—
কৃষ্ণাপিসে বোঝা যায়ার!!

[গাহিতে গাহিতে দর্‌বেশ বাবাজির প্রবেশ।]

সমুকে মন শমন সাহেব,—
হিয়া কাঁপে কোপে রে তার!
দিন গেলে দিন পাবি নারে,—
সাঁজ হো'লে্ সব হবে আঁধার!!

শিব কবি থাক্‌লে সহায়,—
শমনের ভয় হয় কিরে আর!
ভকত ভবানী—ভাবে,—
ভাবে কবে হবে রে পার!!

হরিবোল! কিছু ভিক্ষে আজ্ঞে হোক্।

স-কো। হাঁরে রে পাষণ্ড তোর এত দুঃসাহস?—
আমার সম্মুখে গা'স আমিনের যশ?
খসড়া, জরিপ, চিঠা, পেন্সিল, কলম,
নক্সা রংএর তুলি, গা'স্ রে অধম!
অশ্লীলতা পূর্ণ আমিনের গুণগান,—
এতই সাহস ওর, করে মোর স্থান?
লাগাও কোটালগণ, নাহি কর ভয়।
বুঝিবেক আমিনের গানে কিবা হয়॥

[আদেশ অনুসারে প্রহার; চীৎকার ভুমি লুণ্ঠন ইত্যাদি।
ঝুলি হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ১টী টাকা ও
একটি সিকি ও সাড়ে তিনটি
পয়সা পতন]

স-কো। কিরে ওটা?—অ্যাঁ তাইতো, এযে দেখি টাকা।
তবে রে ভিখারি বেশে চোর তুই পাকা॥
ভিখারী যে হয় তার টাকা কভু থাকে?—
নিশ্চয় সে চোর আ'জ পোড়েছে বিপাকে॥
মার্ মার্ আরো মার্—তবে ওর কাছে
কবুল্ করিবে আরো যত টাকা আছে॥

[পুনশ্চ প্রহারাদি]

বাবাজী। আর নেই বাবা রে!
আর মেরোনা বাবা রে!
এই ছন্নাস ধোরে, ভিক্ষে কো'রে,—

উঃ—বাবা রে,—
এই টাকা আর পয়সা—
উঃ—আর মেরোনা—বাবা রে—
গেলাম রে—ইত্যাদি।

স-কো। [উক্ত টাকা ও পয়সা বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করতঃ]
নিয়ে যাও, বুঝেছ তো, ছেড়োনা এখন।
কবুল্ না করে আরো টাকা যতক্ষণ॥
নিশ্চয় এ চোর কিম্বা আসামী ফেরারী।
এইরূপে ঘোরে তারা ছদ্মবেশ ধরি॥

[৪ জন কোটাল বাবাজীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

স-কো। (সহকারীর প্রতি)
চু'ল পে'কে গেছে মোর এই কাজ কো'রে!
আমারে ঠকাবে ব্যাটা এত গুণ ধরে!!
সাহস আবার দেখ, আসে মোর কাছে।
সহকারি! আ'জ আর মামলা কি আছে?

স-স-কো। খোদাবন্দ, নাই আর বেসী কুছ্ কাম।
বাকি থালি বাইজিকা দল ইত্তাহাম্॥
আর আছে কোটালকে হুকুমহনানা।
হাজীর হয়েছে সভে খবর দেলানা॥

স-কো। যাও যাও সরদার্, বাইজি সবারে।
এখনি লইয়া এসো এই দরবারে॥

[সির্দারের প্রস্থান]

এ সমস্ত কাজ অতি গুরুতর হয়।
মুল্‌তুবি রাখা কোন মতে ভাল নয়॥

স-স-কো। দিন্‌রাত্‌ কাম কাম, এত্নী তক্‌লিফ্‌!
কৈসে রহে হজুরের মেজাজ্‌ শরিফ্‌?

[সরদার্‌ ও প্রহরীগণ কর্ত্তৃক পিঠ্‌মোড়া বাঁধা বারাঙ্গনাগণকে লইয়া প্রবেশ।]

স-কো। একি দেখি?—এত লোক এত দিন খে'টে!—
ধরিয়া এনেছ আজি তিন জনে মোটে?
কেন কেন, এ সহরে যতেক কামিনী।
নাচিতে গাহিতে সবে পারে আমি জানি॥
তিন জনে নাহি হবে মনোমত ফল।
বিজোড়ে কি বাঁধা যায় বাইজীর দল?
বেশী যদি নাহি পার তত ক্ষতি নাই।
জোড়া মিলাইতে তবু একটা তো চাই?
এখন, এদেরি নিয়ে সুরু হো'ক কাজ।
সরকারি কাজে নাহি কর কাল ব্যাজ॥

সরকার্‌। খোদাবন্দ্‌,—ইন্‌ তিনোঁমে—
ইয়হ্‌ বেটী রাজী নহী হুঈ।
হজুরকী যো হুকুম্‌॥

স-কো। কি বোলা, ইশিকো হুয়া এতই দেমাক্‌?—
রাজি নাই হোগা বেটী, কেটে দেঙ্গা নাক্‌!!

পাতাল খরমে উশ্‌কো, নিয়ে যাও এখনি।
কাপ্‌ড়ালতা খু'লে ঢালো বিছাতির পানি॥
আচ্ছিমাতে বিছাতির চাবুক্ লাগাবে।
-আভী ও বেহায়া বেটী রাজি হোগা তবে॥

["চল্ বেটী চল্"—ইত্যাদি সম্ভাষণে গলাধাক্কা প্রদান করিতে করিতে এক জনকে লইয়া সর্‌দারের প্রস্থান]

স-কো। সহকারি!—এ দুজনে হয়েছে তো রাজি?—

স-স-কো। হজুর! এ রাজীনামা লিখাকে নিয়েছি॥

স-কো। ভীমে তবে খু'লে দেরে এদের বন্ধন।
জিম্বায় রহিল তোর বাইজী দুজন॥
রা'ত দশ বাজে মোর খাস কামরায়।
আনিবি এদের, দল-বাঁধিব তথায়॥
তবলা বেহালা আর সাজ বাজ তবে।
কোটালগণের কাছে চাঁদা তু'লে হবে॥
আজ্ শুধু বিনা সাজে, পরীক্ষা বিচার।
বন্ধুবরে দিস্ এই, শুভ সমাচার॥
আমা চেয়ে বন্ধুবর পাকা হয় তালে।
বোতল বাজাবে যদি তবলা না মিলে॥
সহকারি!—আর এক গুরুতর কাজে।
বিলম্ব না করি তবে, যাও তুমি নিজে॥
বন্দোবস্ত কাছারির দেওয়ালের গায়।
ইস্কুলে, ও ডাকঘরে, গুলির আড্ডায়॥—

নদীঘাটে, হাটিয়াতে মদের দোকানে।—
আর আর প্রধান ও উপযুক্ত স্থানে॥
ঢোল সরহদ্ সাথে শুভ সমাচার।
লট্‌কায়ে দাও গিয়ে, এই ইস্তাহার॥

[ইস্তাহার পাঠ]

শোন শোন শোন সবে, স্থাপিত হ'য়েছে এবে,
নব ভাবে, খেম্‌টীর দল—
আইনের বিধি মতে, সরকারী হেফাজতে,
নাহি ইথে,—চাতুরি কি ছল !!

রূপবতী গুণবতী, কাম কলা রসবতী
সবে সতী,—যুবতী ললনা !
উথলিয়া কামকূপ, নাচে কিবা অপরূপ,
হেন রূপ, জগতে মিলে না !!

চোর ডাকাইত খু'নে,—বদমাশ্ দাগী গণে,
প্রাণপণে, এসো ভাই সবে !
দে'খে নাচ্ প্রাণ ভো'রে, শু'নে গান কাণ ভো'রে,
ভব ঘোরে,—হেলায় তরিবে !!

সরকারী দল এটি, তাই এত পরিপাটী,
আঁটা আঁটি—হুকুম তাহার !
আ'জ হো'তে অন্যদলে, যে দেখিবে মন ভুলে,
সেই জেলে, যাইবে ত্বরায় !!

এ দলের হিত তরে, মিলিতে হবে সবারে,
অবিচারে, যে করিবে অন্য।
অথবা বিরুদ্ধ যদি, হয় কেহ অদ্যাবধি,
অপরাধী হইবে সে গণ্য ॥

তৃতীয় আদেশে পুন, প্রচার এ বিজ্ঞাপন,
দিয়া মন, শোন শোন সবে !
উপস্থিত এই দলে, একটি রমণী হো'লে,
জোড়া মিলে যায় আহা তবে !!

যুবতী ভগিনী কারো, বেশী যদি থাকে আরো,
দিতে পার যদি এই দলে !
প্রহরীর কাজ তবে, অচিরে ইনাম পাবে,
অনুভবে—জানিবে সকলে !!

এই লও, ইস্তাহার, যাও ত্বরা কো'রে !
কোটালি আইন বিধি শুনা'য়ে সবারে !!
শোনহ কোটালগণ, এই এত দিনে।
সংশোধন করিয়াছি কোটালি আইনে ॥
করিবে সকল কার্য্য এই অনুসার !
শুনিয়া সকলে যাও,—ছুটী দরবার্ !!

স-স-কো। [পাঠ ;—যে হেতু উর্দ্দু নবীশ]

নম যাদি নশো বেস নইআ লিটাকো।
১। নমযত্‌ যহ তিজা নমিআ বেনিজা ॥
২। নেমিআ বেরিমা রেধো ঠিলা লেহো খাদে।
৩। নেম নেম বেদি লিগা লেইহ্ না খাদে ॥
৪। রিচু রে বেরিক দাস রেয রনেমিআ।
৫। ড়িবা রনেমিআ ভুক বেদি না ড়াহাপা ॥
৬। বেবা না চদাক নযে জেনি রেত রতা।
৭। বেঠাপা য়ারিধ ণেগযরুপু কতেব ॥
৮। বেস বেদি কিচৌ নেতযস ণেগরিনা।
৯। বেপিযা নিজর থেসা নলিটাকোপউ ॥
বেরিনা তেরিক দিয দম ছুকি রআ।
১০। বেটার ততস মনাদব ণেপণপ্রা ॥

(কোটালগণকে এক এক খণ্ড হুকুমনামা প্রদান।)

[সভাভঙ্গ]

জনৈক কোটাল। হ্যাঁরে—আইন্‌টা যে কিছুই গেলনা বোঝা।
এযে আগাগোড়া ইংরেজিতে লেখা ॥

অপর কোটাল। চল্‌রে, ইস্কুল ঘরে বুঝিয়ে নেব এটা।
শুনেছি—একটা মাষ্টার আছে পাকা ॥

অপর কোটাল। যা তোরা আমি ঘরে নেব বুঝে।
ভাই আমার ডাক হরকরার কাজে ॥
ইংরেজিটা, খুব্ নিয়েছে শিখে।
গিয়েছে, মাষ্টারের চেয়েও সে পেঁকে ॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

আমিন-প্রহসন।

৫ম দৃশ্য।

আমিনের দরবার।

[নেপথ্যে—বালকের সুরে।]

"চলরে সবে মে—লি।
'আমিন আমিন' খে—লি॥
আমি হবো হা—কিম।
তোরা হ'বি আ—মিন॥
ওরা হবে প্রে—জা।
তুই হ'বি তার রা—জা॥
তুই হ'বিরে আ—মলা।
পেশ কোর্‌বি মা—মলা॥
আয়রে তাড়া তা—ড়ি।
কোরিস্‌নে আর দে—রি॥

আপন্ আপন্ সা—জে।
আয়রে নে'চে নে'চে ॥
শত্তুর্ মুখে দিয়ে—ছাই।
আমিন আমিন খে—লবো ভাই ॥"

[হাকিম-বেশী-বালকের প্রবেশ।]

(নাচিতে ২ গাহিতে ২।)

হাকিম-বালক।

বন্দোবস্তের, হইরে আমি, হা—কিম।
সাড়ে চার শ, আছে আমার আ—মিন ॥
আশি হাজার, প্রেজা আমার তা—বে।
রাজা বাদশা, ভয়ে আমার কাঁ—পে ॥
কাগজ পত্তর্ গাড়ি আমার চা—র শ।
শত্তুর্ বালাই, আছে আমার পাঁ—চ শ ॥
তিন শ টাকা নগদ আমার মাই—নে।
পেটে তবু পূরে আমি খা—ইনে ॥
আদ্দেক্ যায়, পাল্‌কি ঘোড়ার দা—মে।
আদ্দেক্ যায়, ওষুদ্ বিষুদ্ না—মে ॥
বাঁকি থাকে, চাম্‌ড়া আর র—ক্তো।
তাও ছিঁড়ে নেয় আমার যতো ভ—ক্তো ॥
রো'দে আমি, ছাতি দেইনে মা—থে।
রোগ হয় না জলে ঝড়ে শী—তে ॥

বনের ভিতর বাঘে আমায় খা—য়্না।
মো'রে গেলেও যম আমারে ছোঁয়্না॥
বড় লোক্ তাই, নেইকো আমার, ঘ—র্ রে।
ছেলে পুলেরা, সবাই যেন, প—র রে॥
মাসে মাসে, বাসা ভাঙি দ—শ্ বার্।
মিছে মায়া, বুঝেচি এ সং—সার॥
ঘর তাইতে, ভুলে'ও কভু যা—ইনে।
দিনেক তরে ছুটি কখনো চা—ইনে॥
দশ কোশ্ রোজ্ পারি আমি হাঁ—ট্তে।
সারা রাত্টা, পারি আবার খাট্তে॥
পাঁচ সেকেনে লিখি পঁচিশ পা—তা।
কলম ধোরে কাট্তে পারি মা—থা॥
ঘাড়ে ধোরে মার্তে পারি রা—জা।
পায়ে ধোরে সাধ্তে পারি প্রে—জা॥
বাঁদর ধোরে কোর্তে পারি আ—মিন্।
সুতো-ধরা পাকা আমি হা—কিম্।

[বাউগুরি আমিন বেশী বালকের প্রবেশ।]

(কাঁধে প্লেন টেবিল, হাতে শিকল, নকশা, কুঠার প্রভৃতি। নাচিতে২।)

আমিন-বালক।

আমার নাম, বাউগুরি আ—মিন্।
কুড়োল নিয়ে, কাটি আমি লা—ইন্॥

তার্ ওপর্ এই পেন্সেনটিবিল্ ঝা—ড়ে।
সর্বে কোরে, বেড়াই ঘু'রে ঘু—রে॥

হাকিম বালক। বাউণ্ডরি আ—মিন,
যা শিগ্গির্ যা—রে।
বিনে তিরিশ মৌ—জা,
মাইনে পাবি না—রে॥

[বাউণ্ডরি আমিন বালকের প্রস্থান।]

[আমিন বেশী অপর বালকদ্বয়ের প্রবেশ।]

(পিঠ, কাঁধ, হাত প্রভৃতিতে, বড় বড় চিঠার মোট, সরঞ্জমের ঝুড়ী, শিকল, মশাল, নকসা, দোয়াত কলম ইত্যাদি। শিকলের দুই মুখ দুজনের এক এক পায়ে বাঁধা—তদ্রূপে মাপিতে মাপিতে এক জন আগে এক জন পিছে।
নৃত্যাদি পূর্ব্ববৎ।)

১ম বা। আমরা—ভাই, খে—তবাঁটের আ—মিন।
২য় বা। তাই আমাদের, মাইনের টাকা, জা—মিন॥
১ম বা। দিন মজুরি, বারো পয়সা, মে—লে।
২য় বা। তাওতো মাপি রে'তে মশাল জ্বে'—লে॥
১ম বা। সেও মিলে ভাই ছ'মাস ন'মাস বা—দে।
২য় বা। নৈলে কিরে, আমিন আমরা সা—ধে॥

১ম বা। সরঞ্জমের, ডালা বো'য়ে কাঁ—ধে।

২য় বা। খসড়া চিঠের, বস্তা পিঠে বেঁ—ধে॥

১ম বা। দোয়াত কলম, ঝুলিয়ে গলা—তে।

২য় বা। নকশা আঁকি, আশ্‌মানে এক হা—তে॥

১ম বা। আরেক হাতে, চিঠে লিখি, সা—থে।

২য় বা। কালি কো'রে তায়, ঠিক্ দি পাতে পা—তে॥

১ম বা। খো'তেন কো'রে আর একটা হা—তে।

২য় বা। সরজমিনে, শোনাই সাথে সা—থে॥

১ম বা। পায় ছেঁদে এই, শেকল ধো'রে টা—নি।

২য় বা। এ'লে এ'লে ভাই, ঘুরি আবার ঘা—নি॥

১ম বা। সারা দিনটে, খাইনে দানা পা—নি।

২য় বা। তাই আমাদের, কাজে হয় না হা—নি॥

১ম বা। মনের সাধে, মাথায় বেঁধে পা—গ্‌ড়ি।

২য় বা। আমিন মোরা, কোর্‌চি সুখের চা—কৃরি॥

হাকিম-বালক।

যা-রে আমিন্ যা—রে।
ভুলে-ভুলে পা—রে॥
শেকল ধো'রে টা—ন্‌রে।
নৈলে নেবো জা—ন্‌রে॥
লেখ্‌রে সাথে, চী—ঠে।
মারবো চাবুক, পী—ঠে॥

[উক্ত আমিন বালক দ্বয়ের প্রস্থান।

ঘাড়ে জলের হাঁড়ি, মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে রসদের টুকরি-আমিন বেশী অপর বালকের নাচিতেং প্রবেশ।]

আমিন বালক।

আমার নাম আ—মিন্।
নেইকো চাকর—কামিন্॥
তিন্ দিন আজ্ খা—ই-নি।
রসদ মোটে, পা—ই-নি॥
আ'জ আমার কি সু—খ্‌রে।
হের্‌বো ভাতের মুখ্‌রে॥
ধান্ পেয়েচি, মাঠে।
চা'ল্ কোর্‌বো কু'—টে॥
জল মিলেচে জো—ড়ে।
নিয়ে যাই তাই, ঘা—ড়ে॥
কাঠ্ পেয়েচি বো—নে।
আশ্ কত তাই, মো—নে॥
ভাত খে'য়ে রা'ত ভো—রে।
কোর্‌বো জরিপ জো—রে॥

হাকিম-বালক।

ওরে আমিন ডে—বিল্।
হবে না তোর পেঁ—বিল্॥

এম্নি রে তুই মী—ছে।
হেলা করিস্ কা—জে ॥
রোজ্ যদি তুই খা—বি।
মাপ্‌তে কখন্ যা—বি।
যে দিন পাবে খাঁ—দে।
মাকই নিবি বেঁ—ধে ॥
কোঁচড়ে তা রা—খ্‌বি।
খে'তে খে'তে মা—প্‌বি ॥
আর যদি ফের্ রাঁ—ধ্‌বি।
মার্‌বো এমন কাঁ—দ্‌বি ॥

[উক্ত বালকের প্রস্থান।]

[আমিনবেশী অপর বালকের প্রবেশ।]

আমিন বালক।

হাকিম আমার বাপ্ গিয়েছে মো—রে।
তাই আমারে দিতে হবে ছে—ড়ে ॥
পাঁচ বছর্ আজ্ ছুটি আমি চা—ইনি।
রোব্‌বারেও ছুটি কভু নে—ইনি ॥
এক্‌লা ছেলে কোর্‌তে হবে চা—দ্দো।
তিন্‌দিন্ তায় লাগ্‌বে আমার হ—দ্দো ॥
তারপরই ঠিক্ আস্‌বো আবার ছু'—টে।
খেতি পূরণ্ তার কোর্‌বো খেটে খে'—টে ॥

সাত মাস যা খেটেচি তার মা—ইনে।
চোদ্দো টাকা আর বেশি আ'জ চা—ইনে ॥
এড্‌ভান্‌সো হবে আমায় দি—তে।
চাদ্দো খরচ চো'লে যায় মোর যা—তে ॥

হাকিম বালক।

বলিস্‌ কিরে আ—মিন্‌।
ছুটি চাস্‌ তুই তী—ন্‌ দিন্‌
নেই মনে তোর্‌ ভ—য়্‌রে।
ছুটি কি এখন্‌ হ—য়্‌রে ॥
বাপ্‌ মোরেচে তো—র্‌রে।
আমি কি তায় চো—র্‌রে॥
কাজ হবে যে মা—টি।
পাবিনারে ছু—টি ॥
মা যদি ফের্‌ ম—রে।
দিব তখন্‌ ছে'—ড়ে ॥
আর শোন্‌রে এ—খন্‌।
মিল্‌বে না তোর বে—তন্‌ ॥
মিছে-কাজে মা—ইনে।
খরচ করা চা—ইনে ॥
বাজে কথা সব্‌ ছে—ড়ে।
মাপ্‌তে এখন যা—রে ॥

[উক্ত বালকের প্রস্থান।]

আমিনবেশী অপর বালকের প্রবেশ।

(খোঁড়াইতে ২।)

আমিন বালক ;

দেখ হাকিম চৌকিদারে মা—র্‌লে।
লাঠির ঘায়ে হাৎপা খোঁড়া কো—র্‌লে॥
বো'লেছিলুম খবর্‌ একটু নি—তে।
মাঝে মাঝে এক আধ্‌বার্‌ রে'—তে॥
তাই শু'নে সে মারলে লাঠি সা—ত্‌ ঘা।
এই দেখনা ভেঙে গেছে তাই হা—ত্‌ পা॥
কেমন্‌ কো'রে কাজ এখন আর কো—র্‌বো।
এক হপ্তার ছুটি দিলেই সা—র্‌বো॥

হাকিম বালক।

চৌকিদারের ক-র্ত্ত-ব্য,
বাধা দিবার তুই কে—রে।
ঘুম বুঝি তার ভেঙ্গে ছিলি,
তাই মেরেচে সে—রে॥
নিজের দোষেই হাত ভেঙেচিস্‌
ছুটি পাবি না—রে।
এক হাতে আর এক্‌ই পায়ে,
জরিপ কো'রে যা—রে॥

[উক্ত বালকের খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।]

[পেশ্‌কারবেশী অপর বালকের প্রবেশ।]

(হাতে বৃহৎ চিমটা, সাঁড়াশি, খোন্তা, রামপট প্রভৃতি।)

পেশ্‌কার বালক।

আমি হই বন্দোবস্তের পে—শ্‌কার।
পঁচিশ্‌ জন আমিন আমার বে—শ্‌কার॥
যে আমিনে কোর্‌বে আমায় হে—লা।
পর্‌তালে সে দেখ্‌বে কেমন ঠে—লা॥
সুখ্‌খু এই কাঁটা কম্পাশ ধো'—রে।
কড়া ক্রান্তি নেবো তার্‌ চেক্‌ কো'—রে॥
এই কলমে রেপোর্ট দেবো তা—য়্‌রে।
ভাগ্‌ বখারা না দিলে আ-মা—য়রে॥

হাকিম বালক।

দেখিস্‌ দেখিস্‌ পে—শ্‌কার।
ত্রুটি হয় না চে—ষ্টার॥
পঁচিশ জনের কা—র্‌বার।
ভার তোরি, তুই স—র্‌দার॥
রোজি' তোর এই হ—ল্‌কার।
কাজ দেখ্‌বি স-—ব্‌-বার॥
পঁচিশ গাঁয়ে ছু—ট্‌বি।
দিন পঁচিশ্‌ কোশ্‌ হাঁ—ট্‌বি॥
হর্‌ আমিনের সা—থে।
জরিপ নিজে হা—তে॥

তিন ঘণ্টা, কো—র্‌বি।
অমনি আবার দো'—ড়্‌বি॥
দাঁড়িয়ে কিরে দ—র্‌কার।
ছুটে যানা পেশ্‌কার॥

[পে—বালকের দৌড়িতে দৌড়িতে প্রস্থান]

[কানুনগো-বেশী অপর বালকের প্রবেশ]

কানুনগো বালক।

আমার নাম,—মান্যবর শ্রী কা—ন্‌গো।
বন্দোবস্তে, আমার কতো মা—ন্‌গো॥
আমিনের সে ধো'রে মলি কা—ন্‌গো।
খে'টে খে'টে যায় যে আমার জা—ন্‌ গো॥
গীত গাইতে জানি আমি ধা—ন্‌ গো।
কাঁচার আগে পাকা আমি কা'—ন্‌ গো॥

হাকিম বালক।

আয় আয় রে কা'—ন্‌গোই,
বোস এসে এই খা—টে।
বল্‌রে কাজের কু—শল,
জরিপ কেমন মা—ঠে॥

কানুন গো-বালক।

তুশো বিঘে, আমিনে রোজ মা—প্‌চে।
পাঁচশো ভুল পর্‌তালে তাই হো—চ্চে॥

হবেই তো তা আমিন্‌রা যে মূ—খ্‌খু।
একটা উপায় ঠিক্‌ কোরেচি সু—খ্‌খু॥
ট্রেসিং কাপড় যত লাগে জু'—ড়ে।
মাঠের ওপর ফে'লে টাইট্‌ কো'—রে॥
নেয় যদি তায় এ'লে এ'লে এঁ—কে।
ঠিক্‌ নকশা হয় সে ঢেঁকে বেঁ—কে॥

হাকিম-বালক।

বেশ্‌ কথা বোলেচিস্‌ কানন-গু—ইরে।
কানন মাঝে অতি বুদ্ধি, তু—ইরে॥
কিন্তু ওতে খরচটা যে বা—ড়্‌বে।
ট্রেসিংক্লথের দাম দিতে কে পা—র্‌বে॥
আর একটা উপায় আছে শো—ন্‌রে।
দোকান হো'তে বেলুন্‌ নিয়ে লো—ন্‌রে॥
একই লাফে তার ওপর তুই চো—ড়্‌বি।
ফটো-গেরাবের কল নিয়ে তায় ধো—র্‌বি॥
নীচেয় তখন আপন আপন মা—ঠে।
আপন্‌ আপন্‌ গাছে ঘাটে বা—টে॥
থাক্‌বে সবাই মুখ্‌টা উঁচু কো'—রে।
অম্নিরে তুই নক্‌শা নিবি' ধো'—রে॥
এক্‌ ফলে তায় ভুল হবে না ন—ক্‌শা।
ঠিক্‌ ঠিক্‌ সব উঠ্‌বে ফটো এ—ক্‌শা॥

ছু'য়ে প্রেজার ভুল্ হবে না না—মে।
ধরা পোড়্বে চেহারারি ঠা—মে॥

তিনে হবে এক নিমেষে তা'—রে।
ছ'—মাসেও হোতোনাকো যা'—রে॥

চতুর্বর্গ, চে'রের ফলে ফো'—ল্বে।
আমিনের সে মাইনের টাকা বাঁ—চ্বে॥

লাফ্ দিয়ে তুই চোড়্বি যখন ক—লে।
নেজটি যেন বেঁধে যাস্ ঐ ডা—লে॥

কা-বা। এখন তবে আ—সি
গুড্ ইব্নিং—হা—কিম্।
তোমার কাছে থে'—কে,
হোচ্চি আমি তা—লিম্॥

হা-বা। তাঁবু আমার ভাং—বে,
যা কান্গুই যা—রে।
আবার যেদিন আ—স্বি,
যাস্ ও নদ্দি- পা—রে॥

বিষ্টির জল পো—ড়্চে,
মাথায় ছাতি ধো—র্বি।
পোষাক ভিজে গে—লে,
কা'ল আবার কি প্রো—র্বি॥

[কা-বালকের প্রস্থান।]

[কেরাণী-বেশী বালকের প্রবেশ। কাণে কলম, হাতে ১৫ হাত দীর্ঘ এক ষ্টেট্‌মেণ্ট, অন্য হাতে কোদালি, কাঁধে গদা চাপকানে কাদা—নাচিতে নাচিতে।]

কেরাণী বালক।

কেরাণি আমার নাম, তা—ইরে।
মনের সুখে, নে'চে নে'চে যা—ইরে॥
খাতির কত বড় বাবু বো'—লে।
সবাই মানে বিল্‌তোয়েরির্‌ কা—লে॥
জিম্মে আমার এত বড় এক্‌ আ—পিস্‌।
আমার মরম তোরা কি ছাই জা—নিস্‌॥
ক্যাম্‌ যাবে আ'জ মহা নদীর ঘা—টে।
খাইনি আমি কাজের চোটে পা—টে॥
রে'তের বেলায় নেইকো চো'খে ঘু—মরে।
বাতি জে'লে ষ্টেট্‌মেণ্টের ধু—মরে॥
তার ওপর এই লেগে আছে ব—র্‌ষা।
তিন্‌ দিন আজ্‌ হয়নি আকাশ ফ—র্‌সা॥
তাঁবুর যতো দড়ি কো'রে টী—লা।
এইতো এখন ছাড়িয়ে এলুম না—লা॥
দুরমুষে ঐ গোঁজ দিলুম্‌ ফের্‌ ঠুঁ—কে।
এখনো তার বে'থা রোয়েচে বু—কে॥
জলে জলে তায়, ভিজে গিয়েচে তা—ম্বো।
কাদার ওপর কেমন্‌ কো'রে ভাং—বো॥

হা-বা। কেরাণি তোর, দাঁড়িয়ে কি হো—চ্চে।
আপিস উঠে নদীর পারে যা—চ্চে ?

কে-বা। ভয় করি কি নী—ভ্ভয়,
বল হাকিম আ—গে।
নৈলে তোমার কা—ছে,
বোল্তে যে ভয় লা—গে॥

হা-বা। ভয় নেই রে নী—ভ্ভয়,
বোল্চি আমি দা—পে।
শুন্‌বো আমি নী—শ্চয়,
বল্‌রে কেঁপে কেঁ—পে॥

কে-বা। বিষ্টিতে আ'জ তা—ম্বু,
ভাঙা এখনো হ—য়্‌নি।
কেমন কো'রে ভাং—বো,
এখনো শু-কো—য়্‌নি॥

হা-বা। তুই যেমন্‌রে মু—খ্খু,
কাজ হোয়েচে তে—ম্নি।
হবে কেনরে ভাং—তে,
উঠিয়ে নিবি ও—ম্নি॥

কে-বা। পঞ্চাশ জোড় গা—ড়ি,
এখনো বে-রো—য়্‌নি।

ঝড়ে জলে সে কে—উ আজ্,
দিনেও বের হ—য়্নি ॥

হা-বা। দু'শ আমিন্ হে—থা,
তোরা আবার সা—থে।
এক একটা বা—ক্সো,
নিয়ে যাবিরে মা—থে ॥

কে-বা। জলে কাগজ ভি—জ্বে,
কেমনে তা রু—খ্বো।
তিরপাল্ মোট দে—ড়্টা,
কি দিয়ে তায় ঢা—ক্বো ॥

হা-বা। দু-তিন শ আ—মিন্,
লেপ্তো আছে স—ব্বার।
আর কত চা'স্ বে—কুব্,
ভাব্না কিরে ঢা—ক্বার ॥

কে-বা। নদীতে যে বা—ণ্ আজ্,
বোচ্চে কাণে কা—ণে।
কেমন কো'রে আ—পিস,
পার হবে তু-ফা—নে ॥

হা-বা। মহানদীর ধা—রে,
ভেলা তোয়ের কো—র্বি।
অকুল পারা-বা—রে,
তাই ধো'রে সব্ তো—র্বি ॥

খুঝেছিরে কেরাণি,
নেই ঘটে তোর আ—ক্কেল্।
তার ওপর তুই ষ্টু—পিঠ্,
ড্যাম্ গাধা রা—স্কেল্॥

শুন্‌বো নারে ও—জর,
এখনি তুই যা—বি।
ষ্টেটমেন্‌টা রা—স্তায়,
তোয়ের কো'রে নী—বি॥

[কে-বালকের তাড়াতাড়ি প্রস্থান।]

[ভীল-বেশী বালকের প্রবেশ]

ভীল বালক।

শোন্‌রে ওরে, হা—কিম্।
রসদ খে'য়ে তোর, আ—মিন্॥
দাম কিছু তার, দে—য়নি।
মাইনে বলে পা—য়নি॥

হা-বা। বল্‌রে বাছা ব—ল্‌রে,
দাম কত তোর বাঁ—কি।
সব টাকা তুই পা—বি,
থাক্‌বো আমি সা'—খী॥

ভী-বা। সাত্‌দিন সে জো—রিব্‌,
কোর্‌লে আমার গাঁ—য়ে।
চোদ্দো টাকার চা—ল্‌ ডাল্‌,
নিলে আমার ঠেঁ—য়ে॥

সাত টাকার এক বো—ক্‌রি,
মুরগিরো সাত টা—কা।
সাত টাকাতে দূ—ধা
হাঁড়ি কাঠ্‌ আর পা—তা॥

সাত টাকার সে নূ—ন্‌ তেল,
কোঁচড়া মাকই চাঁ—ড়ে।
সোত্তোর টাকা মো—ট্‌ এই,
দেখ্‌না-হাকিম জূ—ড়ে॥

হা-বা। সাত্‌ দিনের তার মা—ইনে,
তিন টাকা হয় বোঁ—ধ্‌রে।
তায় তবে তোর পা—ওনা,
কেম্নে হবে শো—ধ্‌রে॥

আমার কাছে মো—ট্‌ তুই,
তিনটি টাকা পা—বি।
বাঁকি যতো থা—ক্‌বে,
নালিশ্‌ কো'রে নী—বি॥

[ভী-বালকের প্রস্থান।]

[মুদী-বেশী বালকের প্রবেশ, খাতা হস্তে।]

মুদি-বালক।

আমার নাম মু—দি,
পেট্‌টা মোটা তা—ইরে।
পাঁচ্‌ শ লোকের র—সদ,
এক্‌লা সব যো-গা—ইরে॥

আজ শুনেচি আ—পিস্‌,
উঠে-যাবে কো—থা।
দাম্‌ না দিয়ে গে—লে,
নেবো তাদের মা—থা॥

শুনেচি সে হা—কিম্‌,
দাম দিতে খুব পা—কা।
একবার তায় বো—ল্‌লে,
মারা যায় না টা—কা॥

হা-বা। এসো-এসো মু—দি,
বোসো আমার কা—ছে।
রসদেরি বা—বৎ,
দাম্‌ কি বাঁকি আ—ছে॥

মু-বা। এ দুমাসের বাঁ—কি,
মোটে তিন হা—জার্‌।
তার মাঝে ঐ সে—দিন,
পেয়েচি এক হা—জার॥

হা-বা। এখনো দু-হা—জার,
আছে তবে বাঁ—কি।
বিল্ হো'লে সব পা—বে,
থাক্‌চি আমি সা—ক্ষী॥

মু-বা। পার্‌বো না তা থা—ক্‌তে,
নেইকো পুঁজি অ—তো।
আজ্ই হবে দী—তে,
পাওনা আমার য—তো॥

হা-বা। নগদ্ টাকা নে—ইকো,
দেই তমস্থক লী'—খে।
চাক্‌রিটে আর ঈ—জ্জৎ,
দুইই বাঁধা রে'—খে॥

মহামহিম মু—দী,
লিখিতং শ্রী হা—কিম।

রসদ্ তোমার কা—ছে,
খেয়েচে যা আ—মিন্॥

দুহাজার তার বা—বদ্,
নগদ নিলেম ক—র্জ্জ।

শতকরা তার প—ঞ্চাশ,
স্থদ করি তায় ধা—র্য্য॥

দর কোরিনি কী—ছুর,
দেখেই তোমার খা—তা।
ধরম কো'রে সা—ক্ষী,
লিখ্‌লুম এই ক—থা ॥

[মু-বালকের প্রস্থান]

হা-বা। এখন আমি ভা—বি,
হিসেব কেমন্‌ কো—র্‌বো।
কার দরুণে ক—তো,
কেমন কো'রে ধোর্‌বো ॥

[আম্‌লা-বেশী বালকের প্রবেশ]।

(পিঠে—নানা রংএর কাগজ, পুতুল, বাট্‌খারা, প্রভৃতিতে পূর্ণ এক প্রকাণ্ড ছালা, হাতে তারাজু, চোখে চসমা, ইত্যাদি। নাচিতে-নাচিতে।)

আমলা বালক।
আমি রে খাস্‌ আ—ম্‌লা,
পেশ্‌ কোরবো মা—ম্‌লা।
বাদী-প্রেতি বা—দী,
সবাই এখন সা—ম্‌লা॥

হা-বা। আয়্‌রে আমার আ—ম্‌লা।
কত আছে আজ্‌ মা—ম্‌লা?

আ-বা। দিনের ছিলো তী—ন্ শ,
হো'য়ে গিয়েচে সাঁ—জে।
রে'তের তরে মো—টে,
গোটা পঞ্চাশ, আ—ছে

হা-বা। দেখ্ দেখিরে আ—ম্ লা,
রাত্ কতটা হো'—লো।

আ-বা। রাত্ এখনো হ—য়্ নি,
একটা তো এই বা—জ্ লো॥

হা-বা। ফুকার তবে দে—রে,
করিস্ নে আর দে—রি।
অসুক্ টা ফের্ বা—ড়্ লো,
বোস্ তে যে আর না—রি॥

আ-বা। বোস্ তে যদি হা—কিম,
কষ্ট হয়, ত—বে।
এ কয়টা, মা—ম্ লা,
শুয়ে শুয়েই হ—বে॥

[মানুষ ও ভীল-বেশী কতকগুলি বালকের প্রবেশ।]

সকলে। শোন শোনরে হা—কিম,
পার্ বো না আর থা—ক্ তে।
আজ্ কার মতন মা—ম্ লা,
মুল্ তুবি রাখ্ রা—ত্তে॥

ঘুমে আঁখি ঢূ—ল্‌চে,
দাঁড়াতে আর না—রি।
ছেড়ে দে—আজ্‌, হা—কিম্‌,
পায়ে তোমার পো—ড়ি॥

হা-বা। এতরে তোরা মূ—খ্‌খু,
তোদের্‌ ভালোর জ—ন্যে।
মাম্‌লা মুল্‌-তূ—বি,
কখনো রা-খী—নে॥

তোদের দুখে দূ—খী,
সরকারের এ আ—ইন্‌।
যে দিনের যে মা—ম্‌লা,
কোর্‌তে হবে সে—ইদিন্‌॥

আ-বা। আরেক্‌ কথা, রো—জ্‌ রোজ্‌,
মাম্‌লা এমন আ—ছে।
দশ হাজারে কে—বল,
তিন্‌ হাজার হোয়ে—চে॥

হা-বা। যারে এখন যা—রে,
ফুকার হো'লে আ—স্‌বি।
গাছে বা তার কা—ছে,
চুপ্‌ কো'রে সব্‌ বো—স্‌বি॥

[উক্ত বালকগণের প্রস্থান।]

হা-বা। পেশ্ কো'রে যা মা—ম্‌লা,
নিক্তিটা কোই দে—রে।
কোর্‌বো বিচার এ—খন্,
সুতোর সাথে ধো—রে॥

(আমলা বালক কর্ত্তৃক ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত বস্তা হইতে নানা
রং‌এর কাগজ, মায় ছবি, পুতুল, জুতো, ফাল্ ইত্যাদি
যেথানে যেমন আবশ্যক, মামলার সরঞ্জম বহিস্করণ।
ফুকার। বাদী প্রতিবাদীর প্রবেশ ও প্রস্থান।
হাকিম-বালক কর্ত্তৃক তারাজুতে উক্ত
কাগজাদি ওজন। হুকুম লিখিয়া
পাঠ।
প্রত্যেক মাম্‌লায় ইত্যাকার অভিনয়;—
পুনরুক্তির অনাবশ্যক।)

সেহা নং ৭০০০, আজ্‌কার তারিখের—৩০১ নম্বর।

আ-বা। বাদী দুলো মু—চী,
বিবাদী রাম্ ভী—ল্‌হো।
বাদী গর- হা—জির্,
প্রেতিবাদী ঐ এ—লো॥

হা-বা। দেখ্‌চি সুতো ধো—রে,
এই দিক্‌টা ঢ—লে।
মোকদ্দমা খা—রিজ্
জমি পাবে ভী—লে॥

৩০২ নম্বর।

আ-বা। বাদী শ্যামা ভী—ল্ তায়,—
বিবাদী সেথ হী—ন্দু।
তিন শমনেও' বা—দী,
হাজির হয়নি কি—ন্তু॥

হা-বা। সুতো ধোরে দে—খ্‌চি,
এই দিক্‌টা ঢো—ল্‌চে।
মোকদ্দমা খা—রিজ,
হবেনাকো বো—ল্‌চে॥

থাক্‌লো মুল ডূ—বি,
কা'নুগোই ফের যা—বে।
তেল দিয়ে তার পা—য়ে,
ধো'রে একবার আ—নবে॥

সাবধানে তেল দে—বে,
না হয় ইথে ভূ—ল্‌রে।
কি জানি পায় না—গ্‌লে,
বের করে ফের্ তুল্‌রে॥

৩০৩ নম্বর।

আ-বা। হাড়ম্ ভীল বা—দী।
টেনক্ প্রেতি বা—দী॥

গর হাজির তুই' ভী—লে।
জমি কারে মে—লে॥

হা-বা। সুতো ধো'রে দে—খ্‌চি,
ছুদিক্ হোতেই চো—ল্‌চে।
মুলতুবি এ থা—ক্‌বে,
নিক্তি আমার বো—ল্‌চে॥

৩০৪ নম্বর।

আ-বা। বাদী হাবা চা—সা,
ভেবাসুঁড়ি বি বা—দী।
কেউ নেইকো হা—জির
বাদী প্রেতি বা—দী॥

হা-বা। তুই' পক্ষে খা—রিজ্,
এ মামলা হ—বে।
বিরোধী সে যা—য়গা,
হুলিন্ ভেলিন্ পা—বে॥

৩০৫ নম্বর।

আ-বা। বাদী দিপো বা—গ্‌তিন্,
বিবাদী ভীল মোড়ল্।

বাদীর জমি দে—ড় মাস,
বিবাদী'র্ই দ—খল্ ॥

বাদী। মুই গেছিনু' হা—কিম্,
দেখ্‌তে বো'নের ছে—লে।
জমি দেয় না মো—ড়ল্,
পেলাতকা বো'—লে ॥

প্রতিবাদী। বো'নের ছেলের বে—রাম,
তুই কেন লো গে—লি।
দখল আছে আ—মার,
পেলাতকা তুই হো—লি ॥

হা—বা। সুতো ধো'রে দে—কৃচি,
এই দিক্‌টা, ঢ—লে।
প্রেতি বাদী মো—ড়ল্,
ডিগ্রি তবে পে'—লে ॥

৩০৬ নম্বর।

আ-বা। বাদী ভীল্ টু—নৃকা,
আয়্‌রে মে'রে ড—ঙ্কা।
মাধা ডোম্ বি বা—দী,
সেইরে তারে শ—ঙ্কা ॥

বাদী। তিরিশ বছর আ—গে,
ছিল ঠাকুর দা—দার্।
বিরোধী এই জো—মি,
হবে হাকিম আ—মার॥

প্রতিবাদী। বাদীর ঠাকুর দা—দা,
পেলাতকা প্রে—জা।
তিরিশ বছর আ—মি
বো'চ্চি জমার বো—ঝা॥

হা-বা। দেখ্চি সুতো ধো—রে,
এই দিক্টা ঢো—ল্চে।
বাদীর দিলুম ডীগ্রি,
নিক্তি যেমন বো—ল চে॥

৩০৭ নম্বর।

আ-বা। বাদী ভীল চাঁ—দ্বায়,
বিবাদী ভীল্ মো—ড়ল্।
কা'ল থে'কে বিবা—দী,
কোর্চে জমি দ—খল॥

বাদী। লাঠি সোঁটা হা—তে,
জমির ওপরে মো—ড়ল্।

বো'সে আছে হা—কিম,
কেয়ে করি দ—খল্ ॥

হা-বা। জোর যার মুল্—লু—তার,
দখল সারা রা—ত্তি।
ডিগ্রী পাবে মো—ড়ল্,
বোল্চে আমার নী—ত্তি ॥

৩০৮ নং।

আ-বা। বাদী যাদব ভ—ট্চায্,
করে হিঁদুর পূ—জো।
বিবাদী এই মু—চী,
ভীলের বনায় জু—তো ॥

প্রতিবাদী। দেখ হাকিম ভ—ট্চায্,
জুতো না বনা—য় ও।
আমার হাতের জু—তো,
পেট ভো'রে ফের্ খা—য়.ও ॥

হা-বা। ভীলের উপকা—রে,
মুচির আছে চা—কুরি।
তাই ওজনে বো—ল্চে,
প্রেতি বাদীর ডীগ্রি ॥

৩০৯ নং।

আ-বা। হো'রে মুদী বা—দী,
নেইকো প্রেতি বা—দী।
উব্‌কার দো-কা—নে,
ভীলেরা তাই রা—জি॥

হা-বা। সুতো ধোরে দে—কচি,
জমি সে না পা—বে।
চাসে মনতার, না—গ্‌লে,
দোকান্ খেতি হ—বে॥

৩১০ নং।

বাদী হো'রে মু—দী,
প্রেতিবাদী রা—জা।
দুজনে গর হা—জির্,
কার হবে তায় সা—জা॥

হা-বা। নিক্তি ধো'রে দে—কচি,
ওই দিক্‌টা ঢো—ল্‌চে।
হোরে মুদীর ডী—গ্রি,
ওজনে ঠিক্ বো—ল্‌চে॥

৩১১ নং

আ-বা। বলবন্ত,—ভী—ল্ ঐ,
এই মাম্‌লার বা—দী।
জ'র্ দস্ত—কো—ল ঐ,
হাজির প্রতি বা—দী॥

হা-বা। সুতো ধোরে দে—কৃচি,
আধা ডিগ্রী বা—দীর।
বাকি অদ্দেক ডী—গ্রি,
হো'চ্চে প্রেতি বা—দীর॥

৩১২ নং।

আ-বা। বাদী ফুদন ভী—লের,
বাপ্ দিয়েচে ক—য়লা।
তের বচ্ছর আ—ধা,
চোস্‌চে মাধা গ—য়লা॥

(১ম রায়)

হা-বা। তের বচ্ছর গ—য়্‌লা,
দুখল কে'রে আস্‌চে।

তারি হো'লো ডী—গ্‌রি,
আইনে যা বো—ল্‌চে ॥

বাদী। ভীল্‌ মুলুকের ক—য়্‌লা,
আইনে কিতা লে—খে ?—

(২য় রায়)

হা-বা। তবে রে তোর জো—মি,
ডিগ্রী দিলুম তো—কে ॥

প্র-দী। পণের হাজার টা—কা,
পাইগো তবে ফী'—রে।

(৩য় রায়)

হা-বা। তামাদী তা হো—লো,
টাকা পাবি না—রে ॥

আ-বা। লাগে হাকিম, দ্‌—ধ্‌ ওর,
ভীলের উপ-কা—রে।

(৪র্থ রায়)

হা-বা। তবে আবার গ—য়্‌লা,
ডিগ্রী দিলুম তো—রে ॥

বাদী। ডিগ্রী দিলে—ওরে,
আধা জোত যে ভাং—চে।

(৫ম রায়)

হা-বা। ডিগ্রী তবে তো—র্‌রে,
নিক্তি আমার, বো—ল্‌চে॥

আ-বা। নিক্তিটা যে দে—কৃচি,
দুই পক্ষেই ঝোঁ—কে।
এইটা দিয়ে এ—খন,
দেখ দেখি—জঁুখে॥

(৬ষ্ঠ রায়)

হা-বা। চৌকিদারী জা—ইগির্‌,
নিক্তি এখন ব—লে।
হবেরে এ জো—মি,
কাষনেই আর গো—লে॥

৩১৯ নং।

আ-বা। গোরাচাঁদ ঐ বাদী,
জে'তে হয় সে হা—ল্‌দার।

কালাচাঁদ বি-বা—দী,
ভীল সহরের স—র্দার॥

বাদী। মেয়াদ কো'রে হা—কিম,
তিন বছরের ত—রে।
গরিব বো'লে থে—তে,
ভাউলি দিলুম ও—রে॥

প্র-দী। ঠিক্ কথা সে হা—কিম,
মেয়াদ্ও আর নে-ইকো।
দখল কিন্তু আ—মার,
কোর্ফা বো'লে লে—খো॥

হা-বা। আমারো এ নী—ত্তি,
বোল্‌চে দেখ সা—ফা।
কালাচাঁদ্ তোর ডী—গ্রি,
হো'লিরে তুই কো—র্ফা॥

৩২০ নং।

আ-বা। এদেরি আর এ—ক্টা,
দিন আছে তার আ—জি।
কালাচাঁদ তায় বা—দী,
গোরাচাঁদ বি-বাদী॥

বাদী। চোদ্দো বছর কো—র্ফায়,
জমি দিয়েচি ও—রে।
খে'লে গোরা ঢে—র্ দিন,
ফি'রে চাই এ বা—রে॥

প্র-বা। মেয়াদ করা ভা—উলী,
কোর্ফা হো'লো তো—র্রে।
পাকা কোর্ফা আ—মার্,
ডিগ্রী এবার মো—র্রে॥

হা-বা। না না রে গোরা—চাঁদ্,
কোন্ দিকে দেখ, ঢো'—ল্চে।
ডিগ্রী পাবে কা-লা—চাঁদ্,
নিক্তি আমার বোল্চে॥

৩২১ নং।

আ-বা। কোর্তে এটার বী—চার্,
হবে নাকো তোমা।
অবিচারেই দে—খ,
দি'চ্চে রাজি না—মা॥

"বাটা'ল আমি জে—তে,
লিখিতং শ্রী ফো—কৃরি।
কাপড় পো'রে থাকি,
মাথায় বাঁধি পা—গড়ি॥

"রাজার ঘরে আ—বার,
করি তাহে চা—কৃরি।
এত দোষে কি আ—মার,
মিল্‌তে পারে ডী—গ্‌রি॥

"তিনপুরুষী আ—মার,
জমির দখল্ ছী—লো।
বাপ, দাদা, পর-দা—দা,
সবাই মো'রে গে—লো॥

"সাক্ষী সাবুদ আ—নৃতে,
একলা যমের ঘ—রে।
যাওয়া হয়নি, তা—ইতে—
দিলুম জমি ছে'—ড়ে॥"

৩২২ নং।

আ-বা। এটাতে ও হা—কিম,
ধরা চাইনে নী—ক্তি।
সোলেনামা সূ—রৎ,
হোয়েচে নিষ্‌-পো—ত্তি॥

"নাম আমার, হা—কিম,—
পঞ্চানন পো—দ্দার।
সোলেনামা মো—ঞ্জুর,
কোরুন্ হুজুর, স—রকার॥

"তীন্ বিঘে জো—মি,
দিয়ে আমায়, বাঁধা।
নিয়েছিলো ক—রজো,
তীন্ হাজার টা—কা॥

"তিন্ বছরের ফ—সল্,
খে'য়েচি তার আ—মি।
টাকা হোয়েচে উ—সুল,
ফি'রে দেই তাই জো—মি॥

"জমি টাকা চা—ইনে,
করো হাকিম রো—ক্কে।
ভেক্ নেবার যা খ—রচা,
পাঁচ সিকে দাও ভী—ক্ষে॥"

৩২৩ নং।

আ-বা। তেসরা এই মা—মলা,
চাইনে এতেও নী—ক্তি।
ইস্তফা না—মা—তে,
মিটেচে আ-পো—ত্তি॥—

"তিরিশ বছর হো—তে,
সার গোবরের জো—রে।
ফসল এত হো'চ্চে,
গোলায় আর না ধ—রে॥

"বাস্তু ভিটেয় উ—চ্ছেদ,
ধান্ রাখবো কো—থা।
ইস্তফা তাই স্বে—চ্ছায়,
দিয়ে বাঁচাই মা—থা॥

"কাণ মোল্‌চি হা—কিম,
চোস্‌বো না আর জো—মি।
পতিয়ে দিলে তা—ও সে
জেলে যাবো আ—মি॥"

[রাজ-মোক্তার বেশী বালকের প্রবেশ। নাচিতে নাচিতে।]

রাজ মোক্তার-বালক।

যাই হাকিমের কা—ছে,
আমার আছে মা—মূলা।
রাজার আমি মো—ক্তার,
সায়েবের ফের আ—মূলা॥

আম্ মোক্তার রূ—পে,
করি রাজার ঈ—ষ্টি।
সরকারি হু-কু—মে,
ধরাই আবার রী—ষ্টি॥

নায়েব রূপে আ—মি
ঘটাই যতো ম—ন্দো।

ঘরে ঘরে রা—জার,
লাগাই বিরোধ দ্ব—ন্দ্বো ॥

দাড়ি ছিঁড়ি তা—রি,
বসি আমি যার বু—কে।
পাকা এম্নি কা—জে,
গোঁফ গিয়েচে পে'—কে ॥

মেনেজরের রূ—পে,
আমি রাজার রা—জা।
হাকিম উকীল ধো'—রে,
দিতে পারি সা—জা ॥

পেট্ ভরে না আ—মার,
যতই আমি খা—ইরে।
রাজ্যি পারি গী—ল্‌তে,
বাগে যদি পা—ইরে ॥

হা-বা। আয় আয় রে বোঁ—ধু,
বোস্ না এসে কা—ছে।
বল্ বল্ না আ—মায়,
মাম্‌লা কি তোর আছে ॥

৩২৪ নং।

রা—বা। বাকি খাজনার টা—কা,
বারো হাজার বা—কি।

বছর বছর মো—ড়ল,
দিচ্চে রাজায় ফাঁ—কি ॥

এক পয়সা বা—কি,
নেই কো প্রেজার কা—ছে।
আদায় কো'রে সব মো—ড়ল,
ভেঙে বো'স্রে আ—ছে ॥

হা-বা। নিক্তিও তাই, বো—ল্চে,
খাজনা আছে বাঁ—কি।
ডিগ্রি হোলো, রা—জার,
আর দেবে না ফাঁ—কি ॥

৩২৫ নং।

রা-বা। মোড়লি সে হ—ক্ আর,
জমি যায়গা ঘ—র রে।
কাড়া বলদ হা—লফাল,
কোদালি সং-গ—ররে ॥

ঢেঁকি কুলো ধা—মা,
বিক্রী হেথা হ—য় না।
ডিগ্রি তবে জা—রি,
কিসে হবে পা—ওনা ॥

হা-বা। নি'বি নিলেম কো'—রে,
শুওরের এক বা—চ্চা।

মায় ডিম্ এক মু—রগী,
জোন্‌লার এক মো—চ্চা ॥

ক্রোক্ কোরবি তা—য়রে,
চুলোর যতো ক—য়লা।
তাও যদি না হয়, শে—ষ,
দড়ি আর এক ঘ—য়লা ॥

আ-বা।

৩২৬ নং।

রা-বা। আর একটা মা—মলা,
আছে আমার ত—বে।
নতুন জমির খাজ্—না,
মোড়ল কেন পা—বে ॥

প্রেজার যদি খা—জ্‌না
দিতেই হো'লো তা—রে।
মোড়ল্ আগে রা—জা,
ভাগ্‌তো পেতে পা—রে ॥

হা-বা। রাজা নিলে সে খা—জ্‌না,
প্রেজা মোর্‌বে ভূ—খে।
মোড়ল্ নিলে খা—জ্‌না,
প্রেজা থাকবে সু—খে ॥

রাজা নিলে ঐ খা—জ্‌না,
প্রেজারা হলে বাঁ—ধবে।
মোড়ল্‌ না পে'লে খা—জ্‌না,
সেও আবার হল্‌ ধো—র্‌বে॥

নিক্তিতে তাই দে—কৃচি
নোতুন জম্বির খা—জ্‌না।
মোড়ল এসা খা—বে,
রাজা তা পাবে—না॥

আ-বা। ৩২৭ নং।

রা—বা। বেশ কথা ভাই হা—কিম,
বুদ্ধি তোমার আ—ছে।
আর একটা মা—ম্‌লা,
আছে তোমার কা—ছে॥

দুশো বিঘে জো—মি,
আট্‌ আট্‌ আনা হা—রে।
সাড়ে বাইশ্‌ টা—কা,-
হয় কি হে বি-চা—রে॥

তিরিশ বিঘের খা—জ্‌না,
পোনের টাকা ছী—লো।

ছুশো বিঘের খা—জ্না,
এমন কেন হো—লো॥

হা-বা। সুতো ধো'রে দে—খ্চি,
নিক্তিতে ঠিক হ—য়্রে।
পাঁচ শ বিঘের খা—জনাও,
সাড়ে বাইশই র—য়্রে॥

আ-বা। ৩২৮ নং।

রা-বা। মৌ খুব যে টা—কা,
হাজার্ পঞ্চাশ হ—বে।
বল বল না হা—কিম্
কথন্ পাওয়া যা—বে॥

হা-বা। একবারে সব নী—লে,
দম্ আট্কে যা—বে।
রে'খে রে'খে খে'—লে,
আখের্ ভালো হ—বে॥

আ-বা। ৩২৯ নং।

রা-বা। মোড়লের হয় দে—ড় গুণ্,
তিন গুণ হয়, প্রে—জার।
শুধু শুধু, ত—বে,
খেতি কেন এ রা—জার॥

হা-বা। সুতো ধো'রে দে—ক্‌চি,
প্রেজার গলায় ফাঁ—সি।
খেতি নেইরে তা—তেউ,
রাজার না হয় বে—শী॥

আ-বা। ৩৩০ নং।

রা-বা। যত খাজ্‌না হা—কিম,
বৃদ্ধি এবার হ—বে।
এখন হো'তে রা—জা,
সকলি তো পা—বে॥

হা-বা। কেমন্‌ রে তোর রা—জা,
এমন্‌ কি তার্‌ সা—ধ্‌রে।
এখনি কি স—ব্‌ পায়,
পাঁচ বচ্ছর বা—দ্‌রে॥

ঐ বছরের বী—দ্ধি,
রাজা নাহি পা—বে।
ভাগাভাগি কো'—রে,
প্রেজারাই তা নে—বে॥

আ-বা। ৩৩১ নং।

রা-বা। একটী আরো মা—ম্‌লা,
বোল্‌তে লাগে ভ—য়হে।

বন্ জঙ্গল ঝা—ড় কি
রাজার কিছুই নয়—হে ॥

হা-বা। গর্ আবাদী যত কিছু,
রাজা পাবার কে—রে।
পাতা একটি ছুঁ—লেও,
সাজা পে'তে পা—রে ॥

রা-বা। ঠিক্ বোলেচো হা—কিম,
আমার মনের ম—তন।
রাজ কাজ সব হো'—লো,
যাই তবে আজ এ—খন ॥

[রাজ-প্রতিনিধি বালকের প্রস্থান।]

হা-বা। রা'ত বুঝি আর নে—ইরে,
বলো বলো আ—মলা।
আর কয়'টা আ—ছে,
আজ্কার দিনের মা—মলা ॥

আ-বা। রাত্তির্কার মা—মলা,
নেই'কো আর কী—ছু।
দর্খাস্তো আ—বার,
পোড়্চে বুঝি পা—ছু।

(শতাধিক বালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত দরদাস্ত কুড়াইতে ২)

দর্খাস্তো ফূ—কার,
এসো পোনে পো—ন্ রে।
আর কারো কি আ—ছে,
এই যে আমার ধো—ন্ রে ॥

হা—বা। নিয়ে এস্যেরে আ—ম্লা,
পড়ো একে এ—কে।
হুকুম্ সাথে-সা—থে,
দিচ্চি আমি লী'—খে ॥

৩৮২ নং

আ-বা। দর্খাস্তো পাবি বেওয়া,
আমার কুঁড়ে ঘ—র গো।
ঝুড়ে তাও যে উড়ে গেছে,
চালে নেই তার খ—ড় গো ॥

চরকাটিও রাখ্‌তে আমার
নেই একটু ঠাঁ—ই গো।
ও'ল তলাতে মাকুই এক ঝাড়,
তাও যে ফলে না—ইগো ॥

আধ পয়সাও, খাজ্‌না যে তার,
হিসেবে হয় না—গো।

বলো হাকিম কেয়ে আমি,
বৈ'বো চার্ আনা—গো ॥

হা-বা। সুতো ধো'রে দে—কৃচি,
আইনে যা বো—লচে।
চা'র্ আনা তোর খা—জ্না,
কিছুতেই না কো—মৃচে ॥

৩৩৩ নং

আ-বা। দরখাস্তো মাগা চাসা,
বিশ্ টাকার ধান হ—য়্ না
কর্জা কো'রে বো'য়ে আস্চি,
পঁচিশ্ টাকা খা—জ্না ॥

দশ বিঘে মোট্ মাপে হো'লো,
পাঁচ টাকা হয় কো—স্তে।
পঁচিশ টাকা হয় যদি মাল,
পার্বোনা আর চো'—স্তে ॥

হা-বা। সুতো ধো'রে দে—কৃচি,
সুক্ষ্ম হিসেব কো'—রে।
পঁচিশ টাকা খা—জ্না,
লাগ্বে সদাই তো—রে ॥

৩৩৪ নং।

আ-বা। দরখাস্ত করি আমি,
দাম্‌ড়ি ভকত না—ম মোর্‌।

হা-বা। কে লিখেচে দরখাস্তো,
নিশ্চয় সে হ—য়্‌ চোর॥

দাম্‌ড়ি মানে পয়সা, আর
চোর পয়সার ভ—ক্‌তো।
চোরের তরে লিখ্‌চে যে চোর,
তার দেখ্‌বো র—ক্‌তো॥

(দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলা)।

৩৩৫ নং।

আ-বা। দরখাস্ত ধরম ভীল,
আমিন টাকা নী—লে।
কাজ না কো'রে টাকা পাঁচ্‌টা,
আবার ফিরে দী—য়ে॥

হা-বা। নিজ্জি ধো'রে দেকৃচি আমি,
সুক্ষ্ম বিচের কো'—রে।
ঘুষ্‌ তুই যা দিয়েছিলি,
তাই দিয়েচে ফী'—রে॥

দানে আছে পুণ্যি লেখা,
তুই পুণ্যি বা—ন্ রে।
ধরম্‌রে তোর মুরত্ খানি,
ধরম যেমন না—ম্ রে॥

আরেক কথা, ঘুষের টাকা,
ফি'রে পেলি সা—ফ্ রে।
ঘুষ্ দেওয়া তায়, রদ হোয়েচে,
নেই তোর আর পা—প রে॥

প্রেমাণ কিছু, চাইনেরে আর,
আমিনের নেই সা—ক্ষী।
তার হো'য়ে কেউ, বোল্‌বে না রে,
প্রেজারা তোর লো—ক্কি॥

তুই যদি না নিতিস্ ফিরে,
ঘুষ্ নেওয়া তার, হো'—তো।
ঠিক্ বুঝেচি, তাইনে' আবার,
বো'সে বো'সে সে, খে'—তো॥

নিক্কি আমার বোল্‌চে দেখ,
ঘুষের কেমন ঠে—ল্ রে।
খানি ঘু'রে তায়, মাপ্‌তে হবে,
নোতুন্ কো'রে, জে—ল্ রে॥

আ-বা। এখন শুধু বাঁ—কি,
নাম কাটাদের মা—মলা।

হা-বা। হুকুম দিয়ে যা—চ্চি,
হেঁ'কে যারে আ—মলা ॥

আ-বা। সবাই এরা বা—দী,
হাকিম প্রেতি বা—দী।

হা-বা। তার ওপোর আ—বার,
বিধি প্রেতি বা—দী ॥

৩৩৬ নং

আ-বা। লোহারাম কা—মার,
হা-বা। ফাল্ গো'ড়ে দেয়, থা—কুলো।

৩৩৭ নং।

আ-বা। হরি চরণ সা—ধু,
হা-বা। উচ্ছেদ তার, হো'—লো ॥

৩৩৮ নং।

আ-বা। ভাগ্যধর না—পিত,
হা-বা। কামিয়ে দেয়, থাক্—লো।

৩৩৯ নং।

আ-বা। বন্দিরাম তেওয়ারি,

হা-বা। উচ্ছেদ তার, হো'—লো॥

৩৪০ নং।

আ-বা। মদনমোহন কো—লু।

হা-বা। তেল দেয় সে থা—কৃবে।

৩৪১ নং।

আ-বা। হবাকান্ত বা—গ্‌দী,

হা-বা। উচ্ছেদ তার হ—বে॥

৩৪২ নং।

আ-বা। দামোদর মু—চী,

হা-বা। জুতো গোড়ে দেয়, থা—কৃলো।

৩৪৩ নং।

আ-বা। হলধর আচার্য্যি,

হা-বা। উচ্ছেদ তার হো'—লো॥

৩৪৪ নং।

আ-বা। হাবারাম তাঁ—তি,

চাইনে ভীলের, কা—পড়।

হা-বা। উচ্ছেদ তার হো'—লো,
বল্ বল্ রে তা—র পর ॥

৩৪৫ নং।

আ-বা। মেধারাম রো—জ্‌পুত্,
পাগ্‌ড়ি সাথে লা—ঠি।
হা-বা। কৈ কৈ রে মা—ম তার
এক্ চোটে দে কা—টি ॥

৩৪৬ নং।

আ-বা। ভ্যাবা রাম মী—স্ত্রী,
কাপড় পো'রে র—য় সে।
হা-বা। বল কি হে আ—মলা,
কাটা গেল নিশ্‌চ—য় সে ॥

৩৪৭ নং

আ-বা। গব চন্দ্র ছো—ত্রি,
ফতুয়া দেয় গা—য়ে।
হা-বা। কাট্‌লুম তার মা—থা,
কলমের এই ঘা—য়ে ॥

৩৪৮ নং।

আ-বা। অকিঞ্চন দ—ত্ত,
রংটা তার ফ—র্সা।

হা-বা। উচ্ছেদ সে উ—চ্ছেদ,
নেই কোনো' তার ভ—র্‌সা ॥

৩৪৯ নং।

আ-বা। ভায়াজান্ পা—দরী,
তরায় রে সে জী—বে।
হা—বা। থাক্‌বে সে থা—ক্‌বে,
আরো মরি পা'—বে ॥

৩৫০ নং

আ-বা। ভিখারি দাস্ বো—ষ্টব,
নেইকো কোন খা—তির।

হা-বা। উচ্ছেদ উ—চ্ছেদ,
চৌকিদারী জা'—গ্গীর ॥

বাঁকি কয়টা রা—খ্ রে,
কান্ গোই তা কো—র্‌বে।
আমার চে'য়ে আ—রো,
শিগ্‌গির্ সে পা—র্‌বে ॥

আ-বা। কাগ্ কোর্‌চে কা—কা,
ভোর্ হোয়ে ঐ গে—লো।
সুখের ঘোরে রা'—ত্তির্,
শিগ্‌গির পোহা—লো ॥

হা-বা। যারে তবে স—ব্বাই,
মুখ হাত ধু'তে যা—রে।
পাঁচ মিনিটে আ—স্‌বি,
দেরি করিস্‌ না—রে॥

খাবার আমারো রা—ত্তির,
শীকেয় আছে তো—লা।
সারা দিনটের ম—তন,
খে'য়ে আসি এই বে—লা॥

সুতো ধো'রে আ—ছি,
নিয়ম কো'রে কেমন।
বেয়ারামটা তো—বু,
বাড়্‌চে কেন এ—মন॥

এই সুখেরি ত—রে,
ভালো বাসি ভী—লে।
মনে হয়রে এ—ক্‌বার,
করি আবার কো—লে॥

[হাকিম-বেশী বালকের সহিত সকলের প্রস্থান।]

প্রজা-বেশী এক দল বালক। (নাচিতে ২)

গেল আমাদের, কপাল দোষে,
একুল ও কুল দূ—ইরে।
ঘোর কলিতে, ভীল জেলাতে,
টাকার সাথে ভুঁ—ইরে॥

ঐ অন্যদল।

খোস্ কয়লা, রেজেষ্টারি,
আদালতের ডী—গ্রি।
নিলেম কেলেম বেচাকেনা,
ঘুচা'লে সব পা—গ্‌ড়ি॥

ঐ ১ম দল।

কুল হারায়ে, কুল মজায়ে,
পাইনে এখন কূ—ল্ রে।
আকুল বুঝি হুলের ভয়ে,
বিধাতারো' ভূ—ল্‌রে॥

ঐ অন্যদল।

বাঁধ্ হিড় বাগিচা বাড়ী,
তরি কড়ি ঘূ—চ্‌লো।
কলম চোটে এক দাপটে,
বাস্তু ভিটেও উ—ঠ্‌লো॥

ঐ ১ম দল।

চল্‌রে সবে হেঁকে হেঁকে,
উচ্ছেদ উ—চ্ছেদ।
হোক্‌রে পরাণ, ডে'কে ডে'কে,
বিচ্ছেদ বি—চ্ছেদ॥

ঐ ২য় দল।

ঠাঁই নেই আর, ফেল্‌বে কোথা,
ভয় হয় তাই মো—র্‌তে।
পরের যায়গায়, মো'লে পাছে,
ফৌজ আসে ফের্‌ ধো—র্‌তে॥

[উভয় দল বালকের প্রস্থান।]

অপর ১ম দল।

হমানি কাহে আইলিঁ,
দেস্‌ ঘর ছো—ড়ি।
অপনা কপারা কাহে,
দেলে বাঁড়ি ফো—ড়ি॥

অপর ২য় দল।

কা খাইঁ কো-নে যাইঁ,
কা হো রোয়াঁ কো—রিঁ।
কা ভইল কসুরা হো,
কাঁহা কৈলিঁ চো—রি॥

ঐ ১ম দল। কেতহুঁ দুখসে রামা,
বনৌলি বা—ড়ী।
সভহি গইল বা—
ষহুঁ দেল হে তো—ড়িঁ ॥

ঐ ২য় দল।

রূপয়া সে নাফা অব
ভইল বা পূ—রিঁ,
ঘর যাভুঁ বেচিঁ রামা,
মুড়া লোটা থা—রি ॥

ঐ ১ম দল।

ছো—ড়িঁ কাবিলা রামা,
সা—দি করব অব,
বা—ছিকেঁ ভী—ল ঝিয়া—রি।
জা—ত ধরম সব,
বা—দী ভইল বা,
ছো—ড়েকেঁ ভৌনে তৈয়া—রি ॥

ঐ ২য় দল।

সা—থ ভণত কবি
ভা—ত মে ধরি হো,
বা—ত তুঁ কহলি বিচা—রিঁ।

বা—রি কলস অব্,
জো—রি সজল মিলী,
কা—নহী মিলী থোরি ডো—রি?

[সকলের প্রস্থান।

[নেপথ্যে।]

(বালকের স্বরে)

এক স্বর।

"আমিন্ আমিন্ খে—লা,
হোলো এখন্ সা—য়্‌রে।
সুখেরি এ মে—লা,
কে কারে হারা—য় রে॥"

অন্য স্বর।

"দেখ্‌রে সবা—ই আ'জ্,
খেলাতে ●ক হা—র্‌লো।
দেখ্‌রে জ গ—ৎ আজ্
খেলাতে কে জী—ত্‌লো॥"

এক স্বর।

"হারা জেতা নে—ই ভাই,
খেলাতে সব্ সো—মান্।
মিছে খেলা স—ব্ ই,
সবারি এক নী—শান্॥"

উভয় সুর।

"আমিন্ আমিন্ খে—লা॥
সা—য় হোলো ভা—ই রে;
নেচে গে'য়ে চল্—ভাই,
ঘরে এখন্ যা—ই রে॥"

[দুই দলে নাচিতে২ গাহিতে২ বালকগণের প্রবেশ]।

(গীত;—সুর-বালক, তাল-বালক)

১ম দল বালক।

কেনরে মধুর খেলা,—
কিসে যেন ভে'সে গেল!
হিয়ারি সুখেরি তারা—
তারাকারে খো'সে গেল!!

২য় দল ঐ।

দেখ দেখ খেলা দে'খে,—
কত জনে চে'য়ে আছে!
কতজন্ খেলারি তরে,—
প্রাণে কতো সো'য়ে গে'ছে!!

১ম দল।

কেন সে মধুর খেলা,
অবেলাতে ভেঙে গেল!

সপনো সুখেরি মেলা,—
কিসে মরি ভে'সে গেল !!

২য় দল।

দেখ দেখ খেলা দে'খে,—
কত জনে হাসে সুখে !
কতজন্ খেলারি মোহে—
আঁখিনীরে ভাসে দুখে !!

১ম দল।

কেনরে মধুর হাসি'—
সুখ নিশি পোহাইল !
আশারো কুসুম রাশি,—
হাসি হাসি শুকাইল !!

২য় দল।

দেখ দেখ খেলা দে'খে—
তরু শাখে পাখী কাঁদে !
তরুলতা বন মাঝে,—
বন-বালা আঁখি কাঁদে !!

১ম দল।

এত খেলা খেলি সদা,—
সাধ তবু না মিটিল !

হুতাশে কি আশে যেন—
পিপাসা সে বেড়ে গেল !!

২য় দল।

দেখ দেখ খেলা ঘোরে—
মরমে কি গেল মাথা !
আমরি কিসেরি ছবি—
কবি প্রাণে রো'লো আঁকা !!

(সকলের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

কয়েকটি গীতের সহজ স্বরলিপি।

সাংকেতিক চিহ্ন।

১। উপরে বিন্দু যথা র্সা—উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন।

২। নীচে বিন্দু যথা ন়ি—নিম্ন সপ্তকের চিহ্ন।

৩। উপরে ত্রিভুজ যথা নি—কোমল পরদার চিহ্ন।

৪। নীচে লাইন—অখণ্ড সুর বা স্বর-স্রোতের চিহ্ন।

৫। উপরে লম্বরেখা—এক একটি এক এক মাত্রার চিহ্ন

৬। দীর্ঘ লম্বরেখা—ছেদ বা তালের চিহ্ন।

স্বরলিপি।

ভীল ললনাগণের গীতের সুর—১৫ পৃষ্ঠা।

॥	। ॥	॥।	। ॥	॥ ।	। ॥	॥।	।
রি মা	মা পা	পা	পা ধা	র্সা র্সা	র্সা র্সা	সা—	—
তা ল্	গা ছে	তা ল্	চ— টা	দেয়্ না	কে নে	রা—	—

॥	। ॥	। ॥	।
রি গা	রি রি	সা সানি	—
ব	নে রি	মা ঝে	—

॥	। ॥	। ॥	। ॥	॥।	॥।
সা—	সারি	রিগা গা	রি রি	সা—	—
ঝি—	ম্ ঝিম্	কোর্ চে	কে নে	গা—	—

॥	। ॥	॥ ।	। ॥	। ॥	। ॥	॥।	।
রি মা	মা পা	পা পা	পা ধা	র্সা র্সা	র্সা র্সা	সা—	—
ক দিন্	ধো' রে	থায়্ নি	পা নি	মো রা	গে রি	ছা—	—

॥	। ॥	। ॥	।
রিগা	রি রি	সা সানি	—
ব	নে রি	মা ঝে	—

ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

"আলো সখি জল আন্‌তে একা যেওনা" প্রভৃতি ভীলললনাগণের সমস্ত গীত এই সুরের অনুরূপ॥

নর্ত্তকীগণের গীত—৬৮ পৃষ্ঠা।

।	। ॥	। ॥	। ॥	।।।	।
সা	গা রি	সা সা	নি় নি়	সা—	—
চ	কো র	কে ন	স খি	চায়্	—

॥	। ॥	। ॥	॥
সা	সা রি	রি গামাগা	—
চাঁ	দে রি	প্রা— নে-	—

।	। ॥	॥ ।	। ॥	॥ ।	। ॥	।।।	।
মা	ধা ধা	পা ধা	পা মা	মা ধা	পা মা	গা	—
চা	ত ক	ভা—	সি আ	কা—	শে কি	চায়্	—

॥	। ॥	। ॥	॥
সা	সা রি	রি গামাগা	—
ঐ	ন ব	ব নে—	—

।	। ॥	। ॥	। ॥	।।।	। ॥	॥ ।	। ॥	॥
সা	মা মা	পা পা	পা পা	ধা—	ধা ধা	পা ধা	পা মা	—
চ	প লা	কে ন	ঘ ন	জা—	লে মি	লা য়	স খি	—

।	। ॥	॥ ।	। ॥	॥ ।	। ॥	।।।	।
মা	ধা ধা	পা ধা	পা মা	মা ধা	পা মা	গা	—
কু	সু ম	রা—	শি বি	লা—	স বি	লায়্	—

॥	। ॥	। ॥	॥
সা	সা রি	রি গামাগা	—
ভ্র	ম র	প্রা— ণে	—

অন্তরাগুলি এইরূপ শেষ পর্য্যন্ত।

গীত—৭৩ পৃষ্ঠা।

রিগামাপা পা পা ধানি | পাধা পামাগারে পা মা | গামাগা রি সা নি | সা— ||
কা— মি নী কা | ন নে প্রে ম | ফুল ফু টে ছে | স ই ||

সা সা গা মা | পা পা নি নি | নির্সা র্সা নি নি | নি র্সা র্রি র্সা নি ধা পা মা ||
গো লা প আ | লা পে অ লি | কু ল্ জু টে চে | অ———— ই ||

সা সা রি নি | সা রি রির্সারি সা | সা রি সা নি | নিসা সারি সা— |
গো লা প তু | লি তে হায়—— | কাঁ টা কে ন | লা গে গা য় |

রিপা পা পা পাধা | পা ধা পা মা গা রি পা মা | গা রি সা নি | সা— |
গো লা প পা | তা——য় বু ঝি | দু খ ঢা কা | অ ই |

সা সা গা মা | পা পা নি নি | নির্সা র্সা নি নি | নি র্সা র্রি র্সা নি ধা পা মা ||
আ লা পে বি | লা প ম রি | প্রা ণে ক ত | স———ই ||

সা সা গা মা | পা মা পা— | গা পা পা ধা | মাপামাপা মা গা |
প্রে মা লা পে | অ লি ধা য় | গো লা পে রি | পা য় স খি |

(২য় বার পায় পর্য্যন্ত গাহিয়া)—

(নি নি) র্সা— র্সা র্সা র্সা— ধা ধা | নি নি নি নি নি— পা পা |
(স খি) মন্ যা রে চায় সঁ পে | প রা ণি কি তায় য দি |

ধা ধা ধা ধা ধা— মা মা | পা পা পা পা পা— |
ন য় ন না চায় কে ন | ন য় নে না চায় |

গাপা পা পা ধানিধা | পাধা পামা গারি পা মা | গা রি সা নি | সা— |
প্রা ণ কাঁ দে | সু খ সা থে | দু খ পে লে | স . ই |

সা সা গা মা | পা পা নি নি | নির্সা র্সা নি নি | নি র্সা র্রি র্সা নি ধা পা মা ||
ত বু লো গো | লা প ক লি | অ লি ভো লে | ক ——— ই ||

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ।
৮	৮	হজুরেরা	হজুরেরি
১০	৯	নিতা	মিতা
৭৮	৪	অরসে	অয়সে
৯২	৮	আমি	(হইবে না)
৯২	৯	মাপ্লে	মারলে
১০৮	৮	সহক	সহ
১২২	১	ঘাড়ে	[ঘাড়ে
১২৯	২০	আবার	আবার
১৭৩	১৮	কি	কবি

BENGAL LIBRARY
21. FEB. 19.
WRITERS' BUILDINGS